সম্পাদনা ও পরিচালনায় : গৌর চট্টোপাধ্যায় এম এ
সম্পাদনায় সহযোগী : লালচাঁদ দত্ত
কানাইলাল চট্টোপাধ্যায়
শিল্প-সজ্জায় : রামকৃষ্ণ বসু ও রামকৃষ্ণ দত্ত
কর্ম্মাধ্যক্ষ : নিতাই চট্টোপাধ্যায়
বিজ্ঞাপন-সচিব : অধর মুখোপাধ্যায়
সহকারিতায় : গৌরবরণ ভট্টাচার্য্য

সূচীপত্র

আষাঢ়, ১৩৫৯

ছ বি র পা তা য়

চিত্রবাণী
নাট্য, চিত্র ও শিল্পকলার
সচিত্র মাসিক পত্রিকা
বার্ষিক গ্রাহকমূল্য—১২৲ (সাধারণ ডাকে) : ১৫৷৷০ (রেজিস্ট্রী ডাকে)
চতুর্থ বর্ষ | আষাঢ় ১৩৫৯ | দশম সংখ্যা

বাণী বিতরণের বন্যা

সারা ভারতবর্ষে বহু প্রদেশে যখন প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় জলপ্লাবন ডেকে এনেছে ঠিক এমনি একটা সময়ে আমরা দেখছি সারা দেশ জুড়ে বোম্বাই থেকে বাংলা, কেশকার থেকে সরকার সর্বার মধ্যেই বাণী বিতরণের বন্যা অতি উদ্দাম হ'য়ে উঠেছে। গত একমাসের মধ্যে আমরা নিরবচ্ছিন্নভাবে দেখেছি এই বাণী বিতরণের মহোৎসব—দেখেছি সরকারী বেসরকারী মহলে সর্ব্বত্র। ভারত সরকারের বেতার ও তথ্য মন্ত্রী শ্রীকেশকার দিয়েছেন জোরালো বাণী—তিনি নীতিবাগীশ নন তবে ভারতীয় ছবির নীতিবোধ, শ্লীলতা সম্বন্ধে অসংযম তাঁর পক্ষেও সহ্য করা অসম্ভব হ'য়ে পড়েছে—ভবিষ্যতের জন্য তিনি সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন। অথচ সরকারী সেন্সর দপ্তর চিরাচরিত প্রথায় চলেছেন আজও—কোনো ছবি সহস্র আপত্তিকর কারণ থাকা সত্ত্বেও স্বচ্ছন্দে সেন্সরের ছাড়পত্র পায় এবং পাচ্ছে, আবার কোনো ছবি এই সব কারণের কোনোটা না থাকা সত্ত্বেও ছাড়পত্র পেতে নাজেহাল হয়। 'প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য' বলে চিহ্নিত ছবি দেখতে অপ্রাপ্তবয়স্করাই উন্মাদ ও উদ্দাম হ'য়ে ভীড় জমাচ্ছে। নিউ থিয়েটার্সের কর্ণধার শ্রীবীরেন্দ্রনাথ সরকার কলকাতায় এক অভিভাষণে বাণীচিত্রের বাণী সম্বন্ধে বহু মূল্যবান বাণী দিয়েছেন যা তাঁর সমব্যবসায়ী এমনকি তাঁর প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মীদের কাছেও উদাত্ত এবং হৃদয়গ্রাহী লাগবে। বোম্বাইয়ে চণ্ডুলাল শা' এক বাণী দিয়েছেন চিত্রদর্শক ও সমালোচকদের উদ্দেশ্যে যার মর্ম্মার্থ দাঁড়ায় এই যে তাঁরা অর্থাৎ চিত্রনির্ম্মাতারা ছবি যা করেন তা' সবই ভালো কিন্তু চিত্রসমালোচকদের দৃষ্টিভঙ্গীর স্বচ্ছতার অভাবের দরুণ কাগজে কাগজে তাঁরা বিরূপ সমালোচনা করেন ইত্যাদি। এক কথায় বলতে গেলে সারা ভারতের রাজনৈতিক আকাশ যে রকম বাণীর সমারোহে মন্দ্রিত ও মুখরিত হ'য়ে আসছিল স্বাধীন অস্তিত্ব অনুভূতির গত পাঁচটি বছরে, তারই সংক্রমণ সুরু হয়েছে বাণীচিত্রের আকাশে। চলচ্চিত্র তদন্ত কমিটির সাক্ষ্য, সুপারিশ লেখালেখি ইত্যাদিতে গত দুবছর ধ'রে বাণীর মুষলধারে বারিপাত চলেও আজও বাণী রুদ্ধ হোলো না—সম্ভব হোলো না কেবল তদন্তের ফলাফলকে কাজে লাগানো। বাংলা দেশ থেকে উঠেছে মুমূর্ষু (তবু মৃত নয়) চিত্রশিল্পকে বাঁচানোর বাণী—প্রদেশের সংকুচিত গণ্ডীকে সম্প্রসারিত ক'রে বাংলা ছবির বাজার বৃদ্ধির বাণী—বোম্বাই থেকে উঠেছে, ভারতীয় ছবির সর্ব্বজাগতিক (ইতিহাস-ভূগোল-দেশকালপাত্রের বন্ধনহীন) দৃষ্টিভঙ্গী প্রসারিত ক'রে দুনিয়ার ছবির বাজার অধিকার করার বাণী—ছবিতে রঙ্ লাগানোর বাণী। এদিকে বাণী বিতরণের মহোৎসব যত বেশী বিরাট, ব্যাপক ও সংক্রামক হ'য়ে উঠছে ততই বোধ হয় শ্রোতার সংখ্যা কমে আসছে, কর্ম্মের উদ্দীপনা ও উৎসাহ কমে আসছে। তাই সবিস্ময়ে ভাবছি এই বাণী বিতরণের বন্যা রোধিবে কে? ভাবছি, এই বাণী মহোৎসবের প্রলয়মত্ততা থামবে কবে এবং কতদিনে?

শুভমুক্তি শুক্রবার ২২শে আগষ্ট



পরিচালনা লেখরাজ ভাখরী ★ সঙ্গীত হংসরাজ বেহল

রক্সী • কৃষ্ণা • ক্রাউন • রূপালী • পূর্ণশ্রী • ভবানী

লীলা [বারাকপুর], বিভা [বেলঘরিয়া], নারায়ণী [আলমবাজার], লীলা [দমদম], শ্রীদুর্গা [কাঁচড়াপাড়া],
রিজেন্ট [কাশীপুর],

—ফিল্ম ফেয়ার রিলিজ—

নতুন ছবি

কার পাপে ?

পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও আদর্শমূলক চিত্ররচনার ক্ষেত্রে বাংলা দেশ চিরদিনই অগ্রণী। আর্থিক সাফল্য সম্বন্ধে সংশয় ও উদ্বেগকে হাসিমুখে স্বীকার ক'রে নিয়ে বাংলা দেশই আদর্শপ্রাণ ও সমাজকল্যাণপন্থী ছবি তৈরী করার দূরদর্শিতা ও অসমসাহসিকতার স্বাক্ষর রেখেছে। বিগত দিনে সে সাক্ষ্য দিয়েছেন নিউ থিয়েটার্স প্রতিষ্ঠান—তাঁদের তোলা 'জীবন মরণ', 'দেশের মাটি' জাতীয় ছবি পর্দ্দার বুকে তুলে ধরেছিল সমাজ-কল্যাণের সমস্যা ও সমাধানের ছবি, আনন্দের মাধ্যমে তুলে ধরেছিল সামাজিক ব্যাধি ও তার প্রতিকারের ছবি। ইদানীংকালে এম পি প্রোডাকসন্সের চিত্র-রচনার প্রচেষ্টার মধ্যে একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে সমাজ-সেবা এবং সামাজিক গ্লানি ও ব্যাধির প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশের সার্থক আয়োজন। এই আয়োজনেরই সর্ব্বশেষতম সার্থকতম পরিচয় রয়েছে 'কার পাপে ?' চিত্রের মধ্যে। বহুনিন্দিত সর্ব্বনাশা যে গ্লানি, যে ব্যাধি গোপন রন্ধ্রে রন্ধ্রে অলক্ষ্যে বিরাজ ক'রে দেশ জাতি ও সমাজকে ক্ষয় ও ক্ষতির ভরাডুবিতে টেনে নিয়ে চলেছে, অসংযত চিত্তবৃত্তি ও ইন্দ্রিয়াসক্তির অবশ্যম্ভাবী পরিণামসঞ্জাত এই উৎকট ব্যাধির প্রসার কিভাবে হয়, তার পরিণতি কি, এ রোগ থেকে মুক্তি ও প্রতিকারের উপায় কি ইত্যাদি বহুতর প্রশ্ন যার প্রকাশ্য ও ব্যাপক আলোচনা আজও দৈনন্দিন জীবনের ক্ষেত্রে সম্ভব হয় না, সেই সমস্যা ও প্রশ্নকে অত্যন্ত স্পষ্ট, অকপট ও বলিষ্ঠভাবে 'কার পাপে ?' চিত্রের মধ্য দিয়ে ধ্বনিত ক'রে তুলেছেন এম পি প্রোডাকসন্স, এই সামাজিক গোপন-সঞ্চারী ব্যাধি থেকে মুক্তির বিজ্ঞানসম্মত উপায় নির্দ্দেশ করার জন্য চলচ্চিত্রানুরাগী প্রতিজন চিন্তাশীল ও আগ্রহী সমাজ-কল্যাণকামীর স্বতঃস্ফূর্ত্ত অভিনন্দন লাভ করবেন তাঁরা।

সাগরপারের চিত্রজগৎ থেকে ইতিপূর্ব্বে এ-ধরণের বলিষ্ঠ এবং অসমসাহসিক ছবি আমরা পেয়েছি—Damaged Lives এবং Secrets of Life—তাতে মূলকাহিনীতে এবং প্রসঙ্গক্রমে সিফিলিস্ ও গণোরিয়া সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ এবং ভয়াবহ পরিণাম ও ক্ষয়-ক্ষতির ইতিহাস, এই সব যৌন ব্যাধি থেকে আরোগ্য-লাভের উপায় বর্ণিত ও চিত্রিত হয়েছিল। এই দিক দিয়ে বাংলা দেশে তথা সারা ভারতে প্রথম প্রচেষ্টার সাক্ষ্য রাখলেন এম পি প্রোডাকসন্স।

১৯৩৮ সাল।

রাত্রের অন্ধকারে গা ঢেকে একটি সুবেশধারী যুবক এলো ডাক্তার বোসের ক্লিনিকে। ডাক্তার পরীক্ষা করে যে রোগের কথা বললেন, তাতে তাঁর লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে গেল। গ্লানিকর সিফিলিস রোগ থেকে মুক্তি পাবার জন্য যুবক ব্যগ্র হয়ে উঠলেন। কিন্তু ডাক্তারের কাছ থেকে দীর্ঘ তিন বছর ধ'রে সর্ব্বপ্রকার বিলাস থেকে নিজেকে বঞ্চিত রেখে চিকিৎসার তালিকা শুনে বিব্রত হলেন। উপায়ান্তর না দেখে যুবক চিকিৎসা শুরু করালেন—কিন্তু অন্তর তাঁর বিদ্রোহী হয়ে রইল।

তিন মাস চিকিৎসা করানোর পর যুবকের দেহে যখন রোগের সমস্ত বাহ্যিক চিহ্ন মিলিয়ে গেল তখন তাঁর নাইট্ ক্লাবের বন্ধুরা বিদ্রূপ করলো,—"এক ধাপ্পাবাজ ডাক্তারের পাল্লায় পড়ে তোমার সর্ব্বস্বান্ত না হওয়া পর্য্যন্ত নিস্তার নেই!" একদিকে নাইট্ ক্লাবের বিলাসের আকর্ষণ, অন্যদিকে ডাক্তারের সতর্কবাণী—যুবক দোটানায় পড়লেন। যুবক ডাক্তারকে গিয়ে জানালেন যে, তিনি বিবাহ করে শান্ত সংযত জীবন যাপন করতে চান। কিন্তু ডাক্তার তাতেও আপত্তি করলেন। রোগের পুনরাক্রমণ হতে পারে এই



রাধা ফিল্মসের 'সাবিত্রী-সত্যবান' ছবিতে যমুনা সিংহ ও সমর রায়

স্ত্রীর কাছে গোপন রাখতে চেষ্টা করতে গিয়ে মেয়েটির চিকিৎসা পর্য্যন্ত করান নি। ফলে এই পাঁচ বছরের মধ্যেই মেয়েটির জীবন হয়েছে বিষময়। তাছাড়া মেয়েটিকেই সবাই অপরাধী ভেবে, তাকে পরিত্যাগ করে অসীমের আবার বিয়ে দেবার তোড়জোড় ক'রছে। বিউটি ডাক্তারের কাছে তার দুরদৃষ্টের প্রকৃত কারণ জানতে পারলো। এই কঠিন রোগ নিয়েও বাড়ীর সকলের আগ্রহে অসীম দ্বিতীয়বার বিবাহে বদ্ধপরিকর হন। দুঃখে আক্রোশে বিউটি তখন উন্মাদ, উৎকট রোগে দেহ ও মন জর্জ্জরিত। বরপক্ষের গৃহত্যাগের পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে বিউটি বন্দুক চালায়—তার অব্যর্থ গুলী এসে লাগে বরবেশী অসীমের বুকে! এই

অজুহাতে তিনি দীর্ঘস্থায়ী চিকিৎসার মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত বিবাহে মত দিতে পারেন না, জানালেন।

যুবক ডাক্তারের পরামর্শ অগ্রাহ্য করলেন। একটি সুন্দরী স্বাস্থ্যবতী মেয়েকে তিনি বিবাহ করলেন। মেয়েটি ছিল প্রাণের প্রাচুর্য্যে ভরা। তার সাহচর্য্যে যুবক জীবনকে নূতনভাবে দেখতে পেলেন। ক্রমে ক্রমে তিনি মেয়েটিকে গভীরভাবে ভালবেসে ফেললেন। কিন্তু এর পরেই সুরু হলো মর্ম্মান্তিক ট্র্যাজেডি।

পাঁচবছর পরে। ১৯৪৩ সাল। ডাক্তার বোসের এক ছাত্র শঙ্কর একটি রোগিনীকে নিয়ে এলেন ডাক্তারের ক্লিনিকে। একটি রুগ্ন শিশু তার কোলে। ডাক্তার পরিচয় নিয়ে জানলেন এই সেই যুবক অসীমবাবুর স্ত্রী—বিউটি। পাঁচ বছরে তার কয়েকটি সন্তান নষ্ট হয়েছে, রোগে তার দেহ বিশ্রী হয়ে গেছে—স্বামীর ভালবাসা সে হারিয়েছে, শাশুড়ী ননদের গঞ্জনায় তার জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে।

ডাক্তার বুঝলেন, কাপুরুষ অসীম নিজের রোগের কথা

ঘটনায় জ্ঞান ও চৈতন্য হারিয়ে উন্মাদ হয়ে যান অসীমের মা। অসীমের বড় বোনও ইতিমধ্যেই এই রোগাক্রান্ত হয়েছেন বিউটির প্রসাধনাদি ব্যবহার ক'রে। এর পর ধরা পড়ে তার ছোট বোনও ঐভাবেই এই রোগে আক্রান্ত হয়েছে। সেটা সে জানতে পারে এমন এক মুহূর্ত্তে যখন তার বিবাহের আয়োজন সব ঠিক। তার প্রণয়ী এবং ভাবী স্বামী শঙ্কর একথা জানতে পেরে তাকে আশ্বস্ত করলো এই ব'লে যে বিয়ে তাদের হবেই তবে তারপর শঙ্করের বাগ দত্তার পূর্ণ রোগমুক্তি না হওয়া পর্য্যন্ত তারা স্বামী-স্ত্রীরূপে বাস করবে কিন্তু তাদের মধ্যে কোনো যৌন সম্বন্ধ স্থাপিত হবে না। ডাক্তার বোস এই কথা শুনে সেই বিবাহে মত দিলেন।

বিউটি কর্ত্তৃক স্বামীহত্যার দৃশ্যেই নাট্যবস্তু উচ্চগ্রামে পৌঁছে যাবার পরও ছবিকে অযথা টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে উজ্জ্বল দৃশ্য ক'রে তোলার জন্যে, তার ফলে anti-climax-এ ছবি শেষ হয়েছে। এছাড়া কাহিনীতে নাটকীয়তা সঞ্চারের কৌশল হৃদয়গ্রাহী এবং প্রশংসনীয়

হলেও ছবির আগাগোড়া এমন একটা ভাব এনে দেওয়া হয়েছে যাতে এই ব্যাধির প্রতি ভীতি সঞ্চারের চেষ্টা-টাই প্রকাশ পেয়েছে বেশী; ভীতি প্রদর্শন অবশ্যই সমর্থন পাবে প্রতিটি দর্শকের কাছ থেকে কিন্তু সেই সঙ্গেই আজকের দিনে যে এই ব্যাধি দুশ্চিকিৎস্য নয় এবং যথেষ্ট সতর্কতামূলক ব্যবস্থা সাপক্ষে সহজেই মুক্তিলাভ করা যায় সেটাও প্রচার করার প্রয়োজন ছিল।

অভিনয়ে স্মরণীয় কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন ডাক্তার বোসরূপে ছবি বিশ্বাস এবং বিউটির ভূমিকায় মঞ্জু দে। বিশেষ ক'রে তাঁর শেষ দৃশ্যের অভিনয়ে চরম নাটকীয় মুহূর্ত্তে তাঁর অভিব্যক্তি ও বাচনভঙ্গী অপূর্ব্ব। অসিত-বরণ, উত্তমকুমার ও গীতশ্রীর অভিনয় যথাযথ। গানের সুরে এবং আবহসঙ্গীতে না আছে বৈচিত্র্য, না আছে পরিবেশ সঞ্চার। আলোকচিত্র ও শব্দগ্রহণ স্থানে স্থানে বিশেষ উৎকর্ষের পরিচয় দিয়েছে।

নতুন পাঠশালা

নতুন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আদর্শ বা শিক্ষামূলক ছবি তোলার প্রচেষ্টা প্রশংসার যোগ্য সন্দেহ নেই। কিন্তু সুবিন্যস্ত কাহিনী, চিত্রনাট্য, সংলাপ ও স্বচ্ছন্দ গতি-সমন্বিত হয়ে এবং শিল্পীদের সুষ্ঠু অভিনয়গুণে যদি তা' দর্শকদের হৃদয় স্পর্শ করে তবেই তার সম্পূর্ণ সার্থকতা। মহাত্মা গান্ধী অনুপ্রাণিত 'বুনিয়াদী শিক্ষা'কে ভিত্তি ক'রেই এই ছবির কাহিনী রচিত হয়েছে। পরিচালক একাই যে ক'টি বিভাগের দায়িত্ব নিয়েছেন তার সব ক'টিতেই তিনি সম্পূর্ণ বিফল হয়েছেন, দু'একটি দৃশ্যে সামান্য নাটকীয়তা ফুটিয়ে তোলা ছাড়া আর কোথাও কোনো কৃতিত্ব দেখাতে পারেন নি।

কাহিনীর বিস্তৃত পরিচয় তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। তার ওপর গ্রামের ছেলে-মেয়েদের সামনে শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীর বেশ গালভরা বড় বড় কথার তুবড়ী তারা তো দূরের কথা পর্দ্দার বাইরে দর্শকেরও হৃদয়ঙ্গম করতে বেশ বেগ পেতে হয়।

অভিনয়াংশে নরেশ মিত্র, অভি ভট্টাচার্য্য, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য প্রভৃতির মতো দক্ষ অভিনেতা থাকা সত্ত্বেও সেদিকটা মোটেই বিকশিত হয়নি তার কারণ শিল্পীরা ঠিক সুযোগ পান নি। লেতো, হাসি প্রভৃতি কিশোর শিল্পীরা মন্দ করে নি। আবহ-সঙ্গীতে তিমিরবরণের বৈশিষ্ট্য বজায় থাকলেও কণ্ঠসঙ্গীত হয়েছে হতাশাব্যঞ্জক। চিত্রগ্রহণ আর শব্দগ্রহণের কথা না তোলাই ভালো।

চিতা বহ্নিমান

পুস্তকাকারে প্রকাশিত উপন্যাসের চিত্ররূপ যে সব সময়েই দর্শকদের আকৃষ্ট করতে পারবে এমন ধারণার বশবর্ত্তী হয়ে ছবি তুলতে যাওয়া সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত নয়। কারণ ছবিতে প্রদর্শিত সমস্যা যদি সময়োপযোগী না হয় তবে তা দর্শকদের হৃদয় স্পর্শ করতে পারে না। সেজন্য এই জাতীয় বস্তাপচা কাহিনী নিয়ে সামাজিক ছবি তোলার আগে যে কোনো নতুন প্রযোজকের ভালোভাবে ভেবে দেখা উচিত।

ধনীর দুলালী উচ্চ-শিক্ষিতা, সুন্দরী তপতী স্ত্রী-পুরুষ বন্ধুদের নিয়ে হৈ হৈ করে বেড়ানোই বেশী পছন্দ করে। তার বিয়ের ঠিক হয়, কিন্তু বরপণের ব্যাপার নিয়ে বরের পিতার সঙ্গে মনোমালিন্য হওয়ায় বিবাহের আসর থেকেই বরকে উঠিয়ে নিয়ে যায় তার পিতা। সৌভাগ্যক্রমে কনের পিতার বাল্যবন্ধুর পুত্র তপন সেখানে এসেছিল নিমন্ত্রণ খেতে আর তারই সঙ্গে তপতীর বিয়ে হয়ে যায়। তপনের নিজের অবস্থা ছিল 'দিনগত পাপক্ষয়' গোছের, এমনকি রাত্রি-যাপনের নিজস্ব ঠাঁইটুকুও ছিল না তার, থাকতো সে বন্ধুর বাড়ীতে। তার ওপর লেখাপড়াও তেমন বেশীদূর করতে পারে নি। এমন অবস্থায় তপতীর মোটেই পছন্দ হয়নি স্বামীকে। তপতী বন্ধু-বান্ধবীদের নিয়ে আপন স্ফূর্তি নিয়েই মেতে থাকে—স্বামীর প্রতি বিন্দুমাত্র ভালবাসা বা কর্ত্তব্যবোধ তার প্রকাশ পায় না। অনেক চেষ্টা করেও তপন বনিবনা বা বোঝা-পড়ায় আসতে পারে না। নানা ঘটনা, ঘাত-প্রতিঘাতপূর্ণ অন্তর্দ্বন্দ্বের পর চিরাচরিত প্রথায় ছবির যবনিকাপাত হয়।

যদিও ছবির দৈর্ঘ্য অল্পবিস্তর ন'হাজার ফিটের মধ্যেই সীমাবদ্ধ তবুও ছবিটির কোথাও কাহিনী দানা বাঁধতে না পারায় দর্শকের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে। তার ওপর কোনো শিল্পীর অভিনয়ই হৃদয়গ্রাহী হয় নি। কি কণ্ঠ-সঙ্গীত কি আবহ-সঙ্গীত কোনোটিই এ ছবির উল্লেখযোগ্য নয়। চিত্র ও শব্দগ্রহণ সাধারণ পর্য্যায়ের।

কা-তব-কান্তা

টেগোর-অর্কেষ্ট্রার দাপাদাপিতে, শচীন দাসগুপ্তের সদা-সর্বদা ফিল্টার-চাপানো লেন্সের মধ্য দিয়ে, জীবেন বসুর লালুয়া-ভুলুয়া সন্ন্যেসীগিরির ঠেলায় পাক্কা বটতলা মার্কা গল্পকে সম্বল করে কল্পনার ম্যারাথন এগিয়ে চললো। 'কা-তব-কান্তায়'···রবীন বিয়ে করলো সুন্দরী দীপাকে, কাল্-চার্ড মেয়ের "সামবাজারের সসিবাবু" বাবা বিয়ে দিয়েই খালাস। কোথা থেকে এক বেম্ম টাইপের দাদা জুটলো বোনের অসুখের খবর পেয়ে; এক কাব্য-কেলেঙ্কারী ডাক্তার জুটলো একেবারে সটান বিলেত থেকে; বিবেকের চরিত্রে দেখা দিল বাহার চাচা, যে মদ-খাওয়া শেখাবার জন্য মানুষ করেছিল রবীনকে; এছাড়া দিদি, বিধবা বৌদি, প্রয়োজনমতো ঝি, দারোয়ান (অপূর্ব বাঙ্‌লায় কথা বলে) আর ইয়ার বন্ধু, বাঈজী, সাঁওতালী মেয়েদের বেশে প্রাইভেট ডান্সিং স্কুলের ছাত্রীরা এবং নায়েব, তার মেয়ে—একেবারে এলাহি ব্যাপার। আসল ব্যাপারটা রবীন লম্পট, দুশ্চরিত্র ও উচ্ছৃঙ্খল। বারো বছর আগে-পরে সংসার-সমাজ ও হিমালয় (সটান হেঁটেই দু'এক দিনে চলে আসা যায়)—এই দু'য়ের মধ্যেই লোক-প্রজাদের কী নিদারুণ পরিবর্তন এবং কাহিনীকার ও পরিচালকের লম্পটকে দেবতার আসনে বসাবার জন্যে কী শোচনীয় "আজ্ঞে-ইয়ে" ভাব। অতঃপর রবীন ফিরলো কতকগুলো আবোল-তাবোল মার্কগুয়ে মন্টাজের মধ্য দিয়ে, দড়াম্ করে আবার একটা বিয়ে করে ফেললো, ছেলে হোল (হিমালয়ের গুরুর মন্ত্রে কী ছিল কে জানে!), প্রাসাদে ফিরে দেখলো দীপা আত্মহত্যার কাজটা কিছু আগেই বিধায়ক-বিনায়কের নির্দ্দেশে সেরে রেখেছে।

এমন বেপোট্ট সংলাপ, এ্যামেচার ফোটোগ্রাফী, থিয়েটারী গান, আর অভিনয়ের ·মে থিয়েটারী-হাসির পাগ্‌লামি, পরিচালনার নামে "লবডঙ্কাটি" দেখিয়ে কম খরচায় জমাট ছবি তুলে প্রযোজকের পকেটকে বেবাক্ ফর্দাফাঁই করে দেবার অপচেষ্টা কবে তিরোহিত হবে বাঙ্‌লার চিত্ররাজ্য থেকে, কে জানে!



রতনচন্দ্র দাস, হাটখোলা, চন্দননগর

বলিতে পারেন পুরাতন বা প্রবীণ অভিনেতা বা অভিনেত্রী বাদ দিয়ে নূতন অভিনেতা-অভিনেত্রীর প্রচলন কেন ?

জীবনের সকল ক্ষেত্রে যে কারণে নতুনের আবাহন চিরপ্রচলিত, ঠিক সেই একই কারণে অভিনয়শিল্পের বেলাতেও নবীনের পদধ্বনি এতো মোহসঞ্চারী !

শম্ভুনাথ রায়, অন্নপূর্ণা মন্দির, বৈদ্যবাটী

'পল্লীসমাজ' ছবিতে বেণী ও বীরেশ্বরীর ভূমিকায় কে কে আছেন ?

যথাক্রমে জহর গাঙ্গুলী ও মলিনা দেবী।

বড়ুয়া ষ্টুডিও কি এখনও বর্ত্তমান ?

না। বড়ুয়া ষ্টুডিওর সাজ-সরঞ্জাম ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি নিয়েই স্বরু হয়েছিল বর্ত্তমানের অরোরা ষ্টুডিও।

মণ্টু, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

'আমাদের সিরাজ' ছবিতে মহেন্দ্র গুপ্ত, ছবি বিশ্বাস ও মঞ্জু দে যথাক্রমে কোন্ কোন্ ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন ?

এ ছবিটি তোলা বন্ধ হ'য়ে আছে।

অমিত্রজিৎ মুখোপাধ্যায়, ডাক্তারডাঙ্গা, পুরুলিয়া

বাংলা চিত্রজগতের শ্রেষ্ঠ সুরকার কে ? অবশ্য আপনার মতে।

বর্ত্তমানে পঙ্কজকুমার মল্লিক।

ধর্ম্মব্রত বসু, তেজপুর, আসাম

চিত্রাভিনেতা দিলীপকুমার নার্গিসের সঙ্গে কি আর অভিনয় করবেন না ?

তারকাদের মনের কথা মাটির মানুষ আর কি করে বলতে পারে, বলুন !

দীনেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, গৌরাঙ্গপাড়া, কাটোয়া

ভারতীয় সিনেমা কোম্পানীর প্রথম ছবি কি 'নল দময়ন্তী' এবং উক্ত সিনেমা কোম্পানীর নাম কি ম্যাডান কোম্পানী ?

ভারতীয় চিত্রশিল্পে প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্য ছবি হোল দাদাভাই ফালকে পরিচালিত 'রাজা হরিশ্চন্দ্র' এবং এই ছবিটি সম্পূর্ণ করতে তাঁর আট মাস সময় লেগেছিল। এ ছবির চিত্রগ্রহণ স্বরু হয় ১৯১১ সালে এবং ১৯১২ সালের বড়দিনের সময় বোম্বাই-এর স্যাণ্ডহার্ষ্ট রোডস্থিত 'করোনেশন সিনেমা'তে এটি মুক্তিলাভ করে।

'নল-দময়ন্তী' হোল বাংলাদেশে তোলা প্রথম ছবি এবং এই ছবির প্রযোজক ছিলেন জামসেদজী ফ্রামজী ম্যাডান প্রতিষ্ঠিত (ম্যাডান) চিত্র-প্রতিষ্ঠান। এ ছবিটি তোলা হয় ১৯১৭ সালে। ছবি দুটিই নির্ব্বাক চিত্র।

সবাক চিত্র আরম্ভ হইয়াছে কত সাল থেকে এবং সে ছবির নাম কি ?

ভারতে তোলা প্রথম সবাক চিত্র হিসাবে 'আলম-আরা'র নাম করা যায়। ছবিটি তোলা হয় ১৯৩১ সালে।

প্রথম গ্র্যাজুয়েট বাঙ্গালী ছায়াচিত্রাভিনেত্রী কে ?

স্বর্গীয়া কঙ্কাবতী দেবী।

মিসেস্ আমিনা, কে, মন্নাফ, তেজপুর, আসাম

যেভাবে বিদেশী ছায়াছবি হিন্দীতে ডাবিং হচ্ছে ঠিক সেইভাবে ভালো ভালো বাংলা চিত্রকে অসমীয়া ভাষায় ডাবিং করে বাংলা চিত্র-শিল্পকে শক্তিশালী করা যায় না কি ?

বাংলা চিত্রশিল্পের যাতে উন্নতি হয় এবং জনপ্রিয়তা ও বাজার বাড়ে তার জন্য সকল ব্যবস্থা অবলম্বনেরই আমরা পক্ষপাতী। আপনার এই প্রস্তাব সম্বন্ধে বাংলার চিত্রশিল্পের কর্ণধারদের ভেবে দেখতে অনুরোধ করি।

প্রীতিভূষণ পাল, ধুবড়ী, আসাম

বোম্বেতে কোন্ কোন্ শিল্পী বর্ত্তমানে বেশী অর্থ উপার্জ্জন করেন ?

মধুবালা, নার্গিস, নলিনী জয়ন্ত, নিম্মি, অশোককুমার, দিলীপকুমার, প্রেমনাথ প্রভৃতির নাম করা যেতে পারে।

বৃন্দাবনচন্দ্র নন্দী, বৈদ্যবাটী, হুগলী

কিশোর শাহু কি পাশ ?

তিনি নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি, এ, পাশ করেন।

শ্যামলী বন্দ্যোপাধ্যায়, সিটি কলেজ, থার্ড ইয়ার

বাংলার চিত্রজগতে এককালে যাঁদের যথেষ্ট খ্যাতি ও প্রতিপত্তি ছিল এবং এখনও আছে তাঁরা সবাই আজ বোম্বাইয়ের পথে পা বাড়িয়ে-ছেন কেন ? শুধু কি অর্থের জন্যই তাঁদের এই বোম্বাই-প্রীতি ?

সকল ক্ষেত্রে নয়। কেউ কেউ গেছেন নিজেদের নিঃশেষিত প্রতিভার দৈন্যকে বোম্বাইয়া ছবির চটকে ঢেকে রাখতে, কেউ বা গেছেন খ্যাতি ও উপার্জ্জন বৃদ্ধির আশায়। আবার অনেকে আছেন হাওড়া ষ্টেশনে বোম্বে মেলে ওঠার সময় করুণ ক'রে একথাও বলে যান, 'বাংলা দেশে কি মানুষ বাস করে ?' এবং ভাগ্যের দুর্বিপাকে এই অমানুষের দেশেই ফিরে আসেন, 'তাই মা তোমার পাশে এসেছি আবার' ব'লে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে। একজন প্রখ্যাতনামা প্রথম শ্রেণীর সঙ্গীত-পরিচালক একবার বোম্বাই থেকে কিছুদিনের ছুটিতে কলকাতায় আসেন, উৎসাহে আনন্দে উদ্দীপনার আতিশয্যে তিনি বোম্বাই প্রসঙ্গে বলেন, 'সে হোল প্যা—ডা—ডাইস্'—বলে তিনি আনন্দের ভারে তোৎলাতে থাকেন! কাজেই তাঁর বা তাঁর মতো লোকের ক্ষেত্রে বলা চলে বোধ হয় যে তাঁরা গেছেন মর্ত্ত্যভূমিতে 'প্যারাডাইস্'-এ অবরোহণের লোভে, কি বলেন ?

নিউ থিয়েটার্সের 'নবীন যাত্রা' মুক্তিলাভ করবে কবে ? এর পরিচালনায়, চিত্রনাট্যে, সঙ্গীতশিল্পে ও আলোকচিত্রে কারা আছেন ?

'নবীন যাত্রা' শুরুই হয়নি এখনো, কাজেই মুক্তি বহু দূর। 'নবীন যাত্রা'য় ঝাঁপিয়ে পড়বেন কোন্ কর্ম্মীর দল তা' এখনো সবিশেষ ঠিক হয় নি—তবে শোনা যায় 'মহাপ্রস্থানের পথে'র যাত্রীরাই হয়ত থাকবেন। 'নবীন যাত্রা'র বদলে নিউ থিয়েটার্সের 'মন্ত্রশক্তি'ও হয়ত আগে দেখতে পেতে পারেন।

নিউ থিয়েটার্সের বিনয় চট্টোপাধ্যায়-এর 'প্রতিশ্রুতি'র পর আর তাঁর কোন ভালো বই দেখি না কেন ? তিনি কি শুধু চিত্রনাট্য নিয়েই মেতেছেন ?

কেন ? প্রতিশ্রুতি তিনি পূরণ করেছিলেন 'ওয়াপস' ছবিতে। আর বরাবর তিনি যে জিনিষ নিয়ে মেতে থাকতেন তা' ঐ চিত্রনাট্যই! তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু (!) ও দোসর জর্জ্জ বার্ণার্ড শ'র মহাপ্রয়াণ লাভের পর তিনি চিত্রনাট্যের বাইরে বহু পার্থিব জিনিষ নিয়ে মেতে আছেন তাই আর 'তাঁর কোনো ভালো বই' দেখেন না!

অরুন্ধতী এখন কোন্ ছবিতে কাজ করছেন ? এঁর short life sketch জানাবেন কি ?

অরুন্ধতী এখন নিউ থিয়েটার্সের সঙ্গেই চুক্তিবদ্ধা তবে সম্প্রতি বোম্বাই যাবার প্রলোভন এবং হাতছানি তাঁর কাছেও এসেছে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে তিনি পরিণামদর্শিনী এবং প্রলোভন-বিজয়িনী—তাই বাংলা দেশে

এন্‌-টি'র 'নবীন যাত্রা' বা 'মন্ত্রশক্তি' অথবা দুটোতেই নায়িকার ভূমিকায় তাঁকে দেখা যাবে। তাঁর short life sketch আপনি জানতে চেয়েছেন। এ সম্বন্ধে তাঁর ধারণা ছবির জগতে তাঁর life এখনও এত short যে তা' sketch করার স্তরে এসে পৌছয় নি। তাই তাঁর অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত পরিচয় আপনি দেখতে পাবেন এ বছরের 'চিত্রবাণী চিত্রবার্ষিকী'তে।

মায়া চক্রবর্ত্তী, কনকালয়, গয়া

আজকাল দেখি 'প্রাপ্তবয়স্ক' মার্কা-মারা ছবিগুলিতে বেশীর ভাগই দর্শক থাকে অপ্রাপ্তবয়স্করা। এর প্রতিবিধান কি বলতে পারেন?

অপ্রাপ্তবয়স্কদের জন্ম আলাদা ছবি তৈরী এবং তাদের উপযোগী ছবি দেখানোর নিয়মিত এবং সন্তোষজনক ব্যবস্থা করা।

অবান্তর যৌন আবেদনভরা ছবিগুলি আজকাল দেশের এক শ্রেণীর দর্শকদের খুবই প্রিয় হয়েছে। এর প্রতিকার কি?

আপনার বোধ হয় জানা নেই, এই জাতীয় ছবিগুলি 'এক শ্রেণীর দর্শকদের' একদা খুবই প্রিয় ছিল, আজ আর নেই! একদা 'খিড়কী' বা 'সানাই' তাদের যৌনতাকে সুড়সুড়ি দিয়ে একান্ত প্রিয় হয়ে উঠেছিল, আজ তাদেরই কাছে 'সিন সিনাকী বুবলা বু' জাতীয় ছবির আবেদন বারবার মাথা ঠুকে ফিরে আসে—কোনো সাড়া জাগাতে পারছে না। কাজেই প্রতিকার স্বয়ংক্রিয় প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়েই আসবে এবং আসছেও—ঠিক সেই কারণেই গত জানুয়ারী মাস থেকে আজ অবধি বোম্বাইয়া যত ছবি মুক্তিলাভ করেছে কলকাতায় তার মধ্যে একমাত্র হিন্দী 'মা' ছবিখানি ছাড়া আর কোনটাই জনপ্রিয়তায় অভিনন্দিত হয় নি। ঠিক একই কারণে বাংলা দেশের 'অবান্তর যৌন আবেদনভরা' ছবির একচেটিয়া প্রযোজক আজ 'এক শ্রেণীর দর্শককে'ও যৌন আবেদনের অস্ত্রে বধ করায় ব্যর্থ হয়ে 'মহিষাসুর বধ'এ হাত দিয়েছেন।

'ছিন্নমূল' (বাংলা) ছবিখানি কি দেখানো বাতিল হয়েছে? বইখানিতে আশা করি এমন কিছু আপত্তিজনক দৃশ্য নাই যার জন্যে এই আদেশ?

'ছিন্নমূল' সম্বন্ধে এরকম কোন নিষেধাজ্ঞা তো নেই—আপনি যদি শুনে থাকেন তবে সেটা ভুল।

জনৈক ভারতীয়, কেয়ার অফ্ মিস্ সিন্থিয়া উড, রায়ক্রফ্ট রোড, চেশায়ার, ইংলণ্ড

সম্প্রতি আমি একটি ইংরাজ পরিবারে বেড়াতে গিয়ে তাঁদের ওখানে টেলিভিশন দেখলাম, টেলিভিশনের প্রোগ্রামও আমার ভারী ভালো লাগলো। সেই পরিবারের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা কৌতূহলভরে আমায় জিগ্যেস করল ভারতে টেলিভিশন প্রচলিত হয় নি কেন? আমি এ সব বিষয়ে আদার ব্যাপারী তাই আমি এই প্রশ্নের জবাব দিতে পারি নি। আপনার পত্রিকা মারফৎ এই অতি সাধারণ প্রশ্নটির জবাব দেবেন কি যাতে আমি আবার সেই সন্তোষজনক উত্তর তাদের জানাতে পারি?

আপনি কিসের ব্যাপারী তা' অবশ্য আমার জানা নেই, তবে এই সহজ প্রশ্নের উত্তর অতি স্পষ্ট এবং সহজ-ভাবেই দেওয়া উচিত ছিল। আপনি তাদের জানিয়ে দিতে পারেন যে পার্থিব ভোগৈশ্বর্য্যের দারিদ্র্য-পীড়িত গ্রামময় ভারতবর্ষে 'কলের গান,' রেডিও এমনকি বিজলী বাতি ও পাখা ইত্যাদি আধুনিক বিজ্ঞানের যাবতীয় দান সামগ্রীই আজো সুখের জিনিষ—কাজেই সেখানে টেলিভিশনের প্রচলন একটা বিরাট পরিহাস ছাড়া আর কিছুরূপে শোভা পাবে না

শেফালী সেনগুপ্ত, নিউ দিল্লী

বোম্বাইয়ে সোরাব মোদী 'ঝান্সী-কি-রাণী' বলে যে ছবি করছেন তাতে অভিনয় করার জন্য বাংলা দেশ থেকে বনানী চৌধুরী গিয়েছিলেন শুনেছিলাম—সে ছবি এবং বনানী চৌধুরীর কাজ কি শেষ হয়ে গেছে?

ছবির কাজ শেষ হয়ে গেছে, তবে দুর্ভাগ্যক্রমে শারীরিক অসুস্থতার জন্য তাঁর অভিনেয় অংশ শেষ করে আসতে পারেন নি বলে বনানী চৌধুরী আমাদের জানিয়েছেন।

নতুন নাটক

রঙমহলে 'জীবন সংগ্রাম'

সম্প্রতি 'রঙমহল' মঞ্চে আধুনিক সমস্যামূলক নতুন নাটক "জীবন সংগ্রাম"-এর অভিনয় সুরু হ'য়েছে। নাটকখানি রচনা করেছেন অধ্যাপক শ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়, পরিচালনা ক'রেছেন চিত্র-পরিচালক দেবনারায়ণ গুপ্ত আর সুর-যোজনা ক'রেছেন দুর্গা সেন।

নাটকে যে সমস্যার অবতারণা করা হ'য়েছে তা' মূলতঃ ক্ষয়িষ্ণু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বেঁচে থাকার সমস্যা। বর্ত্তমান সমাজব্যবস্থা ভাঙনের মুখে অথচ সেই ভাঙনকে এগিয়ে নিয়ে নতুনের আগমনকে নিশ্চিত করার সঠিক সঙ্ঘবদ্ধ কর্ম্মপ্রচেষ্টা নেই, তাই ধ্বসে পড়তে চাইছে সমাজের শোষিত শ্রেণীগুলি। মধ্যবিত্ত শ্রেণীও তার অস্তিত্ব রক্ষা করতে পারছে না, দেশের জন্য, দেশের স্বাধীনতার জন্য তার আত্মত্যাগ প্রতিষ্ঠিত ক'রতে পারে নি তাকে সমাজে, সংস্কারের বাঁধন একে একে তাকে ছিঁড়তে হচ্ছে শুধু বেঁচে থাকার জন্য, কিন্তু সারাজীবন অনেক পরীক্ষা পার হ'য়ে কঠিন সংগ্রাম ক'রেও শোষক শ্রেণীর কাছে তাকে হ'তে হয় পরাজিত। 'জীবন সংগ্রাম' নাটকের নাট্যবস্তু সম্ভবতঃ এই।

নাট্যবস্তুর বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে না এসেও রঙমহলের কর্ত্তৃপক্ষ ও নাট্যপরিচালক দেবনারায়ণ গুপ্তকে ধন্যবাদ জানাতে হয় তাঁদের সাহসিকতা আর পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য। আধুনিক ব্যবসায়ী মঞ্চে বর্ত্তমান সমাজ-ব্যবস্থার নগ্ন কুৎসিত রূপ ফুটিয়ে তোলার কোনও চেষ্টা নেই, নতুন ভঙ্গীর নতুন দৃষ্টির নাট্য সৃষ্টির অভাব নেই, পরীক্ষা-নিরীক্ষার কথাও নেই, তাই 'রঙমহল'-কর্ত্তৃপক্ষ অভিনন্দনযোগ্য।

কিন্তু মামুলী ঘটনাপ্রধান দুর্ব্বল কাহিনী "জীবন সংগ্রাম"কে জোরালো শিল্পসৃষ্টি ক'রে তুলতে পারে নি, আধুনিক বাস্তব সমস্যার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পৃক্ত হয়েও হতাশাব্যঞ্জক সিদ্ধান্তে রসসৃষ্টিতে সাহায্য করতে পারে নি নাট্যবস্তু। বরং দৃশ্য-বিন্যাস ব্যবস্থা দেখে স্থানে স্থানে সন্দেহ জেগেছে, সত্যই কি ঘনিষ্ঠ অভিজ্ঞতা আছে নাট্যকারের এই সব ঘটনা সম্বন্ধে।

সওদাগরী অফিসের টাইপিষ্ট মিস্ মালতি সেন, একটি ধ্বসে-পড়া মধ্যবিত্ত পরিবারের একমাত্র উপার্জ্জনক্ষম ব্যক্তি, পিতা জীবনের প্রান্তসীমায় এসে অকর্ম্মণ্য হয়ে আছেন, বড় ভাই দেশসেবার জন্য গৃহত্যাগী আর ছোট ভাই বিনু দুরারোগ্য ব্যাধিতে শয্যাশায়ী। অফিসের বড়কর্ত্তা সুবীরের নজর পড়লো মালতীর ওপর, তাকে কামনার ইন্ধনরূপে ব্যবহার করতে চাইলো। চাকুরী ছেড়ে দিতে হ'ল মালতীকে। এদিকে ধনীর দুলালী সুলতার সঙ্গে সুবীরের বিয়ের প্রায় সবই ঠিকঠাকই ছিল। সুবীর-মালতীর মাখামাখিতে সে প্রমাদ গুণলো। তাই ইতিমধ্যে একদিন এসে টাকা গুঁজে দিয়ে গেল মালতীর হাতে পথ থেকে সরে দাঁড়াবার অনুরোধ জানিয়ে। মালতী সে-টাকা দিয়ে দিল তার দাদার হাতে দেশসেবার কাজে।

শিল্পপতি গজাননের অফিসে নতুন চাকুরী পেল মালতী। বিনুর অসুখ বেড়ে গেল এই সময়, তার চিকিৎসার জন্য টাকা চাই। মালতী ছুটলো গজাননের কাছে। টাকা সে দিতেও চাইলো, কিন্তু বিনিময়ে যা' চাইলো মালতীর পক্ষে তা' দেওয়া সম্ভব নয়। তাই ফিরে এল সে টাকা না নিয়ে, ওষুধ অভাবে বিনু মারা গেল।

নাটকের মূল কাহিনী এই রকমই দাঁড়ায়। প্রিয়বাবু ও সুলতার ফষ্টি-নষ্টি নাট্যবস্তুর রূপায়নে অপ্রয়োজনীয় অথচ নাটকের এই অংশটি যেমন রচনায় তেমনি অভিনয়ে চিত্তাকর্ষক হ'য়ে উঠেছে।

মালতী বড়কর্ত্তার চেম্বারে বসে টাইপ করছে, টাইপের শব্দের সঙ্গে সঙ্গে পর্দা উঠলো, মঞ্চে আর দ্বিতীয় প্রাণী নেই, গাম্ভীর্য্য ও ঔৎসুক্যে ভরে গেল প্রেক্ষাগৃহ। কিন্তু ক্ষণস্থায়ী এই প্রথম দৃশ্যটিকে প্রেমিক-প্রেমিকার হৃদয়বৃত্তির পরীক্ষা-ক্ষেত্র ক'রে তুলে অফিসের পরিবেশকে হাল্‌কা

ক'রে তোলা হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ, তৃতীয় দৃশ্যে মালতীর বাড়ীতে পারিবারিক অবস্থার সবকিছু বিবরণই প্রায় তার বাবার আর মা-র কথার মধ্য দিয়ে দিতে গিয়ে দৃশ্যটি বিবরণ-মূলক ও আকর্ষণহীন হয়ে পড়েছে। এই দুটি দৃশ্য ছাড়া অন্যান্য দৃশ্যগুলিতে রসসৃষ্টির উপকরণ রয়েছে, নাট্যকারের প্রথম নাট্য-প্রচেষ্টায় সর্ব্বত্র সেগুলি দানা বাঁধতে না পারলেও, তার সম্ভাবনা রয়েছে প্রচুর। ঘনিষ্ঠ অভিজ্ঞতালব্ধ ঘটনার সূত্রেই শুধু এই ধরণের নাট্যবস্তুকে রসোত্তীর্ণ ও জমাট করা সম্ভব।

কয়েকটি কথা, তাই, এখানে বলা যেতে পারে। দেশসেবী বড় ভাইকে রহস্যময় ক'রে না রেখে, প্রিয়বাবু-সুলতার উপকাহিনীকে সংক্ষিপ্ত ক'রে, মনোতোষ ও দীপুকে ঘনিষ্ঠ ক'রে আর অফিসের বাস্তব পরিবেশের শৈল্পিক রূপ দিয়ে ঘনিষ্ঠ চিত্র, দৃশ্য, সংলাপ আর ঘটনাবলীর ঠাস বুনুনিতে "জীবন সংগ্রাম"-কে সত্যই শিল্পগুণসম্পন্ন অথচ জনপ্রিয় নাটকে পরিণত করা যায়।



তা'ছাড়া নাট্যকারকে মনে রাখতে হবে, শিল্পের প্রাথমিক উপকরণ মানবীয় আবেদন, কোনও মত, পথ বা চিত্রকে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে মানবীয় আবেদনের কথা যদি উপেক্ষা করা হয়, তাহলে শিল্পসৃষ্টিই ব্যাহত হবে। মালতীর বড় ভাই দীপুকে নাট্যকার কি ধরণের দেশসেবী করতে চেয়েছেন জানি না, আজকের দিনে ১৯৫২ সালে মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে হ'য়ে মাতা-পিতা ভগিনীকে উপবাসী রেখে, ভাইকে বিনা চিকিৎসায় মরতে দিয়ে কোনও দেশসেবীর পক্ষেই পরিবারের একমাত্র উপার্জ্জন-ক্ষমার হাত থেকে সর্ব্বস্ব নিয়ে যাওয়া মানবতাবিরোধী কিনা ভেবে দেখা দরকার, বিশেষ ক'রে এই ছেলে পরিবারের ভাল-মন্দের খোঁজ নিয়ে থাকে মাঝে মাঝে। এছাড়া মালতীকে সুলতার টাকা দেওয়া, মালতীর হাতে গজাননের চিঠি গুঁজে দেওয়া ও কাঞ্চিলালের সংলাপগুলি (শিবনাথের সঙ্গে কথা বলার সময়) মানবতা ও শৈল্পিকতাবিরোধী কিনা তাও নাট্যকারকে ভেবে দেখতে

অনুরোধ করছি। সর্ব্বোপরি, নাটকে সমস্যার সমাধানের ইঙ্গিত দেওয়া নাট্যকারের অবশ্য কর্ত্তব্য, নাটক পক্ষাবলম্বন করবেই, নাটক সমাজের বাস্তবধর্ম্মী শিল্পরূপ। 'জীবন সংগ্রাম'-এ পরাজয় নয়, জয়ের পথের সন্ধানই দিতে হবে প্রগতিশীল নাট্যকারকে। প্রগতিশীল পরিচালকেরও এদিকে দৃষ্টি থাকা দরকার।

অভিনয়ে বিস্ময়কর সৃষ্টি কেউ করতে পারেন নি। মালতীর ভূমিকায় ঝর্ণা দেবী সর্ব্বত্র সম্যক রসসৃষ্টি করতে না পারলেও মালতী চরিত্রের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করেন নি। নতুন ধরণের চরিত্রে কমল মিত্র (প্রিয়বাবু) ও প্রভা দেবী সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এ ছাড়া ভানু চট্টোপাধ্যায় (সুবীর), ভূপেন চক্রবর্ত্তী (মনোতোষ) বিজয়কার্ত্তিক দাস (গজানন) ও রাণীবালা (মালতীর মা) স্ব স্ব ভূমিকায় যথাযথ অভিনয় করেছেন। হরিধন মুখোপাধ্যায়ের (কাঞ্চিলাল) ভাঁড়ামী অসহ্য হলেও মণি চক্রবর্ত্তীর (প্রিয়বাবুর চাকর) অভিনয় যথেষ্ট আনন্দ দিয়েছে। রাণীবালার রূপসজ্জায় আভিজাত্যের ছাপ বড় বেমানান ঠেকছিল. জহর গাঙ্গুলীর বিশিষ্ট রূপসজ্জা ও ছাঁচে-ঢালা অভিনয়-পদ্ধতিতে 'শিবনাথ' চরিত্র সর্ব্বত্র স্পষ্ট হয় নি, বারবারই 'নিষ্কৃতি'র গিরীশের কথাই মনে হচ্ছিল।



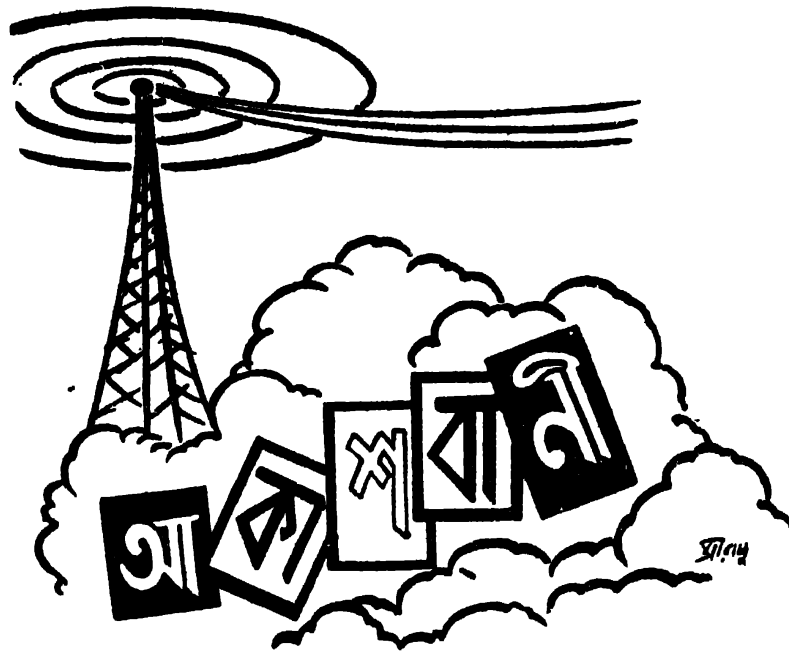
মঞ্চসজ্জা ও সঙ্গীতাংশে উল্লেখযোগ্য কিছু নেই।

সুবোধ কুমার ঘোষ।

লিপটনের উদ্যোগে বেতার-অনুষ্ঠানে চিত্রতারকা



লিপটন লিমিটেড সিংহল বেতার কেন্দ্রের 'কমার্শিয়াল সার্ভিসে' বিশিষ্ট চিত্র-তারকাদের বক্তব্য প্রচারের এক নিয়মিত অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন। যাদের কণ্ঠস্বর শোনা গেছে, তাঁরা হলেন নিম্মি, অশোককুমার, নাসিম, নলিনী জয়ন্ত, গীতা বালি এবং কামিনী কৌশল। ভবিষ্যতে এই অনুষ্ঠানসূচীতে একের পর এক অংশ নেবেন সুরাইয়া, মীনাকুমারী, বীণা রায়, শ্যামা এবং সুমিত্রা দেবী। পাশের ছবিতে মাইকের সামনে দেখা যাচ্ছে (ওপরে) কামিনী কৌশল, (নীচে) নলিনী জয়ন্ত-কে।



টুকরো খবর

বিভিন্ন বিভাগ নিয়ে আলোচনা আরম্ভ করবার আগে কতকগুলি টুকরো খবর আপনাদের উপহার দিচ্ছি।

আজ বেতার-কর্ত্তাদের ওপর 'কথা বলুনেওলা' কেউ নেই। মাথার ওপর কেউ না থাকলে কাঁচা বয়সের ছেলেরা একটু 'বকে' যায়—প্রাজ্ঞ-বিজ্ঞ কর্ত্তা না থাকলে বাড়ীর যে দুরবস্থা হয়—কলকাতার শুধু নয়—অল ইণ্ডিয়া রেডিওর সমস্ত কেন্দ্রগুলির এই অবস্থা।

আমাদের গায়ের জ্বালা কলকাতা নিয়ে। কলকাতা বেতার কেন্দ্রের কর্ত্তারা যে অনুষ্ঠান শ্রোতাদের কথা মনে করে 'কেবলমাত্র নিজেদের জন্যই' রচনা ও বণ্টন করে থাকেন 'গাঁটের কড়ি' খরচ করে তা শ্রোতাদের শোনা ছাড়া উপায় থাকে না। শ্রোতারা যা চান তা পান না এবং যা পান তা চান না। কিন্তু অন্য কোন উপায় না দেখে চোখ-কান-বুঁজে ওষুধ গেলার মতো বেতারের অনুষ্ঠানগুলি শুনতে 'বাধ্য' হন।

এই জোর-করে চাপিয়ে-দেওয়া প্রোগ্রাম শোনার হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্যই এদেশে একটা আন্দোলন অত্যন্ত ধীর গতিতে গড়ে উঠছে তারই অঙ্কুর আমি দেখতে পাচ্ছি **শ্রোতৃ সংঘের** প্রতিষ্ঠার মধ্যে। বয়ে-যাওয়া ছেলেকে ঠাণ্ডা এবং ঠিক করবার জন্যে একটি বেশ কড়া, 'চোখ রাঙাতে' এবং 'চাবুক হাঁকাতে' ওস্তাদ লোকের

বেতারবন্ধু

দরকার খুব তীব্র হয়ে দেখা দেয়—'শ্রোতৃ সংঘ' শক্তিশালী হয়ে এই কাজটাই ভালভাবে করতে পারলেই বেতার থেকে অনেক ভূত বিদায় নেবে।

আজ শ্রোতারা—যাঁরা একটু সজাগ, একটু সচেতন, তাঁরা একক ও বিচ্ছিন্নভাবে এখানে ওখানে প্রতিবাদ করছেন তাঁদের চাহিদা অনুযায়ী বেতার-অনুষ্ঠান রচিত হতে না দেখে। এই বিচ্ছিন্ন ও একক প্রতিবাদ নিষ্ফল। একে কার্য্যকরী করে তোলার জন্য প্রয়োজন এই সমস্ত প্রতিবাদের উৎস-মুখ এক করা—বিচ্ছিন্ন প্রতিবাদগুলি একত্রিত ক'রে সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলনের সাহায্যে বেতার সংস্কারের পথটা সুগম এবং কাজটা সহজ করে তোলা। 'শ্রোতৃ সংঘ' সেই দিকে মনোযোগী হচ্ছেন দেখে আমরা খুশী হয়েছি—এবং এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে অতি-প্রচলিত একটি প্রবাদ—'তোমাকে মারিবে যে, গোকুলে বাড়িছে সে'—বেতার-কর্ত্তাদের সেই কথাই জানাতে ইচ্ছা হয়!

●

'শ্রোতৃ সংঘে'র সংগঠন-সম্পাদক সুশান্ত পাইন আমাদের জানিয়েছেন যে, শ্রোতারা এক টাকা চাঁদা দিয়ে শ্রোতৃ সংঘের 'আজীবন সভ্য' হতে পারেন। সংঘ-সম্পাদক, বেতার শ্রোতৃ সংঘ, ১৬।এ ডাফ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬—এই ঠিকানায় শ্রোতাদের যোগাযোগ স্থাপন করবার আহ্বান জানানো হচ্ছে।  বেতারকে শিক্ষার বাহক

এসে তৈরী হয়ে পরবর্ত্তী জীবনে খ্যাতনামা হয়ে উঠেছেন।

বহু বিখ্যাত সার্থকনামা মঞ্চ-শিল্পীদের সহযোগিতায়, প্রাণঢালা অভিনয়ে এবং শ্রীযুক্ত ভদ্রের যত্নে সেকালের 'বেতার নাটক অভিনয়' বেতারে 'স্বর্ণযুগ'-এর আবির্ভাব ঘটিয়েছিল। এই স্বর্ণযুগ বলতে আমি বুঝি ১৯৩৬-১৯৪২ সালকে। অবশ্য 'বেতার নাটুকে দল' ছাড়াও বেতার প্রতিষ্ঠানে নাটক-অভিনয় করতে আসতেন মঞ্চ-জগতের সম্ভ্রান্ত নাট্য-সম্প্রদায়সমূহ। এঁদের মধ্যে আমার মনে পড়ে **নির্ম্মল বসু** পরিচালিত **'রূপ-মন্দিরে'**র কথা। এঁদের অভিনয়ও বেশ সুখ্যাতির সঙ্গে শ্রোতারা গ্রহণ করতেন। এই ধরণের অভিনয় ক'বছর পরে বন্ধ হয়ে যায়।

সে-সময়ে আজকের দিনের মতো কয়েকজনকে 'ষ্টাফ-ভুক্ত' করে তাদের দিয়েই ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে নাটকাভিনয় করানো হতো না।

বেতার নাটুকে দলের প্রধান ছিলেন শ্রীযুক্ত ভদ্র। সাম্প্রতিক কালের সাহিত্যে, চিত্রজগতে এবং মঞ্চ-জগতের স্বনামধন্যেরা বেতারের নাট্য-বিভাগের সঙ্গে জড়িত ছিলেন—এঁদের মধ্যে সাহিত্যিক প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, পরিচালক হীরেন বসু, সুরকার পঙ্কজ মল্লিক প্রভৃতিদের নাম করা যেতে পারে। শ্রীযুক্ত ভদ্র একাই যেন একশো' ছিলেন। তিনি নিজে অভিনয় করতেন, নাটক রচনা করতেন এবং অভিনয় শিক্ষা দিতেন। মঞ্চের নাটক নিয়ে নানা অসুবিধা দেখা দিতে লাগলো। তাকে বেতার-উপযোগী করে তোলবার জন্য শ্রীযুক্ত ভদ্রকে অমানুষিক পরিশ্রম করতে হতো। বেতার নাটকের রসোপলব্ধি করতে হলে কেবলমাত্র **'কানে'র** ওপর নির্ভর করতে হয় বলেই বিপত্তিটা ছিল আরো বেশী। কেবলমাত্র কয়েকটি শব্দের ও সঙ্গীতের সাহায্যে নাটকাভিনয়ের বিষয়বস্তুকে চোখের সামনে মূর্ত্ত করে তোলার মধ্যে যে অনন্যসাধারণ শিল্পচাতুর্য্য আছে তা চমকপ্রদভাবে বিকশিত হয়ে উঠতো শ্রীযুক্ত ভদ্রের নাট্য-পরিচালনার গুণে। কেবলমাত্র 'বেতারের জন্যই' সর্ব্বপ্রথম নাটক রচনা করলেন বীরেন্দ্র-কৃষ্ণ ভদ্র। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে: **ঝঞ্ঝা** (Storm In The Station)। কেবলমাত্র **প্রথম বেতার-নাটক** বলেই 'ঝঞ্ঝা' উল্লিখিত হলে ঠিক হবে না। কলকাতা বেতার কেন্দ্রই এই নাটকের পটভূমি, বেতারের সমস্যাই এর বিষয়বস্তু এবং কলকাতা বেতার কেন্দ্রের বিভিন্ন বিভাগের পরিচালক এবং কর্ম্মীরাই এই নাটকে অংশ গ্রহণ করেন। এই হাস্যরসাত্মক নাটকটি কলকাতার বেতার-ইতিহাসে বিশেষভাবে লিখে রাখবার মতো। 'কেবলমাত্র বেতারের জন্যই' প্রথম নাটক লেখেন শ্রীযুক্ত ভদ্র। শ্রীযুক্ত ভদ্রের কাছে অভিনয়ের প্রথম পাঠ যাঁরা গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে সর্ব্বাধিক উল্লেখযোগ্য হলেন ছায়াচিত্র-জগতের সুনন্দা দেবী এবং মঞ্চ-জগতের অঞ্জলি দেবী।

এই সময়েই—সম্ভবতঃ ১৯৪০ সালের শেষের দিকে—**প্রভাত মুখোপাধ্যায়** কলকাতা বেতার কেন্দ্রের নাটকাভিনয়ে নতুন ধারার প্রবর্ত্তন করলেন। শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় 'অনুষ্ঠান-সহকারী' হিসাবে দিল্লী থেকে এসে কলকাতা বেতার কেন্দ্রে যোগদান করেন। কেবলমাত্র বেতারের জ নাটক বিশেষভাবে রচনা করার প্রয়োজনীয়তা তিনি উপলব্ধি করেই ক্ষান্ত হন নি—নিজেও এই ধরণের নাটক লিখে হাতে-কলমে প্রমাণ করে দিলেন যে, এই ধরণের নাটক কতখানি উৎকর্ষ লাভ করতে পারে। শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায়ের মতো উৎসাহী সত্যকার নিষ্ঠাবান বেতার-কর্ম্মী আমি খুব কমই দেখেছি। ইনি একাধারে লিখতে পারতেন, অভিনয় করতে পারতেন, শিক্ষা দিতে পারতেন। তাছাড়াও ছিল যথার্থ গুণীকে যোগ্য সম্মান ও সমাদর প্রদর্শন করে বেতারে এনে হাজির করা। **রোমাঞ্চ নাটিকার** (Thriller) বেতারে ইনিই প্রথম প্রবর্ত্তন করেন। শুধু রোমাঞ্চ নাটিকা নয়—পনেরো মিনিট, বিশ মিনিটের উপযোগী একাঙ্কিকার প্রবর্ত্তন ক'রে শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় যে জনসম্বর্দ্ধনা এবং বেতার শ্রোতাদের সমর্থন লাভ করেছিলেন তার তুলনা মেলে না। এই ধরণের অনুষ্ঠান রচনায় এঁর প্রধান সহকারী ছিলেন **অবিনাশ বন্দ্যোপাধ্যায়**। রচনায়, অভিনয়ে, শিক্ষা-দানে এঁকে শ্রীযুক্ত ভদ্রের পরেই স্থান দিতে ইচ্ছা করে অভিনব অনুষ্ঠানের সমাবেশ ঘটাতে শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায়ের

মেলে না। এই অনুষ্ঠান ত্রুটিহীনভাবে প্রচারের জন্য তিনি প্রানপণ চেষ্টা করতেন। অনুষ্ঠান সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হলে শিল্পীদের খুশী করবার জন্য কি না করতেন। কিন্তু কোনো ত্রুটী ঘটলে যেভাবে শিল্পীদের ভৎর্সনা করতেন তা সাম্প্রতিক কালের শিল্পীরা ভাবতেও পারবেন না। শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় উচ্চপদে আসীন হলেও বর্ত্তমান কালের বেতার কর্ত্তাদের মতো নাক উঁচিয়ে চলতেন না—সাধারণ শিল্পীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মতো ব্যবহার করতেন বলে এই বেতার পাগল মানুষটি স্বল্পকালের মধ্যে কর্ম্মী ও শিল্পীদের হৃদয় জয় করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

বেতার-উপযোগী নাটক রচনা করার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হলেও তাকে কাজে পরিণত করার চেষ্টা কলকাতা বেতারে দেখা যায় নি। দূর দিল্লীর কর্ত্তারা বেতার-নাটকাভিনয়ের সময় **তিন ঘণ্টা** থেকে কমিয়ে **দেড় ঘণ্টা** এবং পরে **এক ঘণ্টায়** দাঁড করান। শ্রোতারা প্রতিবাদ করতে থাকেন। অনেক কাগজ আর কালি খরচ করা হলো। দু একটা পত্রিকায় শ্রোতাদের দু' একখানা চিঠি প্রকাশিত হলো, কিন্তু কিছুই হলো না। 'হাকিম নড়ে তো হুকুম নড়ে না'!

বেতার-নাটক অভিনয় তিনঘণ্টা থেকে দেড় ঘণ্টা এবং আরো কমিয়ে একঘণ্টা করার ফলে নাটক-অভিনয় একটা হাস্যকর ব্যাপার হয়ে দাঁড়ালো। বেতারের জন্য বিশেষভাবে লিখিত নাটক নেই—বঙ্গ রঙ্গমঞ্চে তিনঘণ্টার নাটককে বেতারের সময় খাপে বন্দী করার জন্যে জহ্লাদের মতো নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা সুরু হলো। ল্যাজা-মুড়ো বাদ দিয়েই নাটকাভিনয় হতে লাগলো। শ্রোতাদের বিচ্ছিন্ন এবং বিক্ষিপ্ত প্রতিবাদ চলতে লাগলো। শ্রীযুক্ত ভদ্র অসহায় হয়ে এই হত্যাকাণ্ড দেখতে লাগলেন। শ্রোতাদের কোনো সঙ্ঘ না থাকায় এবং সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলন না হওয়ায় জন্যে বেতার কর্ত্তাদের **প্রথম জুলুমবাজী** সুরু হলো বেতার নাটকের ওপর। বেতার নাটকের অন্তিম দশা উপস্থিত হলো। ১৯৪৪-৪৫ সালে ব্যাপার চরমে উঠলো। ১৯৪৬-৪৭সালে শ্রীযুক্ত ভদ্র বে আসন থেকে অপসারিত হলেন কি নিজেকে অপসারিত করলেন ঠিক বোঝা গেল না। নানা পরস্পর-বিরুদ্ধ কথা বাতাসে ভেসে বেড়াতে লাগলো। মোটকথা শ্রীযুক্ত ভদ্র নিজেকে বেতার নাট্য বিভাগের শাসন কর্ত্তৃত্বভার থেকে মুক্ত করে নিলেন। পদত্যাগ করতে চাইলেও তাঁকে পদত্যাগ করতে দেওয়া হলো না। তাঁকে বেশ **মোটা মাহিনা** দিয়ে **'ষ্টাফ্-আর্টিষ্ট'** করে নেওয়া হলো। তিন বছর অন্তর এর জন্য নতুন ক'রে চুক্তিপত্র (Contract) করতে হয়।

তারপর থেকে সুরু হলো বেতারের নাট্যশালায় ভূতের রাজত্ব। ইতিমধ্যে বেতার কর্ত্তারা **'বেতার নাটক রচনা' প্রতিযোগিতা** আহ্বান করলেন। বিশেষভাবে বেতারের জন্য লিখিত নাটক লেখবার তাগিদ মঞ্চের নাট্যকাররা অনুভব করলেন। এক ঘণ্টার নাটক লিখে পঁচিশ তিরিশ টাকা রয়েল্টি নিতে বড় একটা কেউ এগিয়ে এলেন না। প্রতিযোগিতায় অবশ্য শ্রেষ্ট-রচনার মূল্য আড়াই শো' টাকা ধার্য্য করা হলো। বেতারের জন্যে কিছু নাটক এইভাবে বেতার কর্ত্তারা পেলেন। এর মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করলেন **শ্রীমতী কমলা রায়**—সাম্প্রতিক কালের ছায়াচিত্রের খ্যাতনামা শিল্পী বিকাশ রায়ের ইনি সহধর্ম্মিনী। তখন শ্রীযুক্ত রায় বেতারের বাংলা বক্তৃতা বিভাগের কর্ত্তা। কিছুকাল আগে বিকাশ বাবুর জীবনীতে উক্ত পুরস্কার প্রাপ্ত নাটকটি তাঁর নিজের রচনা বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

শ্রীযুক্ত ভদ্রের পরে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হলেন **নির্ম্মল গঙ্গোপাধ্যায়**। শ্রীযুক্ত গঙ্গোপাধ্যায় কলিকাতা বেতারে প্রথম আসেন 'এ-আর-পি' বক্তা হিসাবে। অপূর্ব্ব ছিল এঁর কণ্ঠস্বর। অত্যন্ত নীরস 'বিমান-আক্রমন-প্রতিরোধ' আলোচনা এঁর কণ্ঠের আন্তরিকতায় অপূর্ব্ব হয়ে উঠতো। শ্রীযুক্ত গঙ্গোপাধ্যায় অবশ্য উল্লেখযোগ্য কিছু করতে পারেন নি। এরপর এর ভার গ্রহণ করেন **বিমান ঘোষ**। শ্রীযুক্ত ঘোষের আন্তরিকতায় নাট্য বিভাগের পুনর্গঠন সুরু হলো। শ্রীযুক্ত ঘোষ এককালে বেতারের সঙ্গীতশিল্পী ছিলেন। শিল্পীদের দুঃখময় জীবনের সঙ্গে তাঁর যোগ পরিচয় ছিল বলেই তিনি নাট্য বিভাগের পুরাতন

অবহেলিত শিল্পীদের আহ্বান করে আনতে লাগলেন। ফলে নাট্য বিভাগে কিছু উন্নতি পরিলক্ষিত হলো। কিন্তু শ্রীযুক্ত ঘোষও বেশী দিন এই নাট্য-বিভাগ নিয়ে থাকতে পারলেন না। তাঁকে চলে আসতে হলো সঙ্গীত বিভাগে। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হলেন **অতুল মুখোপাধ্যায়**—এককালে বেতারের নাটক বিভাগের সাধারণ শিল্পী। সেই থেকে ইনি বেতার নাটকের ভার নিয়ে আছেন। বেতারের এককালীন শ্রুতি প্রিয় এই বিভাগের চরম দুর্দশা তেমনিভাবে চলছে। যে বিশেষ জ্ঞান, সূক্ষ্মরুচি এবং শিক্ষা থাকলে এই বিভাগকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা সম্ভব তার কোনটিই শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায়ের নেই। বেতারের প্রতিটি বিভাগের কাহিনী এই।

শ্রীযুক্ত ভদ্র বেতারে আজও আছেন। কিন্তু আমার মনে হয় কেবলমাত্র **'পেনসান'** নেবার জন্যই থাকা। আসেন যান, নাটক মহলা দেন, চীৎকার করে অভিনয় করেন, 'অরূপের আসর' খোলেন—সবই যেন যন্ত্রের মতো। তাঁর মধ্যে কোন 'প্রাণ' নেই। সবচেয়ে দুঃখ হয় যখন দেখি তাঁর প্রাণের দুরন্ত আবেগে গড়া, তাঁর বড় সাধের বেতার নাটক বিভাগের প্রতি তাঁর শ্মশান-বৈরাগ্য। একদা যে আসন শ্রীযুক্ত ভদ্র অলঙ্কৃত করেছিলেন সেই আসনেই বসে আছেন তৃতীয় শ্রেণীর একজন শিল্পী—এবং সেই আসনের পাশে চামর হাতে দণ্ডায়মান শ্রীযুক্ত ভদ্র উৎফুল্ল নয়নে সহাস্যবদনে সিংহাসনারূঢ় তৃতীয় শ্রেণীর শিল্পীর সমস্ত কাজই সমর্থন করছেন।

আজ নাট্য বিভাগের যে দৈন্যদশা তা দূর হতে পারে যদি শ্রীযুক্ত ভদ্রকে তাঁর পুরাতন আসরে ফিরিয়ে আনা যায় এবং সেই সঙ্গে যদি নিম্নলিখিত সম্ভাব্য উপায়গুলি আন্তরিকতার সঙ্গে গ্রহণ করা যায়। তার জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি নজর দিতে হবেঃ—

[১] মঞ্চের বহুখ্যাত নাটক অভিনয় করতে হলে পুরো তিনঘণ্টা সময় দিতে হবে

[২] বেতারের জন্য বিশেষ ভাবে বেতার নাটক লেখবার জন্য উপযুক্ত পারিশ্রমিকের ব্যবস্থা করে নাট্যকারদের উৎসাহিত করতে হবে।

[৩] বেতারের অন্য বিভাগের মধ্যে নাট্য বিভাগেও যে 'চক্র' আছে তা ভেঙ্গে নতুন নতুন প্রতিভাধর শিল্পীকে সাদরে স্থান করে দেওয়া। অভিনয়-শিল্পীদের হয়রানী বন্ধ করতে হবে।

[৪] ষ্টাফ্ শিল্পীদের মাসে দুবারের বেশী যেন নাটকাভিনয়ে যোগদান করতে না দেওয়া হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

[৫] বিভিন্ন নাটকাভিনয়ে 'বেতার বাবুদের' 'ফড়ে'দের অংশ গ্রহণ বন্ধ করে দেওয়া। কোনরকমে দুটো কথা বলি টাকা যে পাইয়ে দেবার যে রীতি আছে তা' অবিলম্বে বন্ধ করা।

[৬] পারিশ্রমিক নিতে চান না এমন বহু শিল্পী এককালে বেতারের নাটক-আসর মাৎ করে-গেছেন। যাঁরা পারিশ্রমিক চান না এমনি শিল্পীদের সমাদরে বেতারে ফিরিয়ে আন দরকার এবং বেতার উপযোগী অভিনয় করার জন্য 'শিল্পী তৈরী' করতে শ্রীযুক্ত ভদ্র যেমন তৎপর হয়ে থাকতেন—অনুরূপ বেতার-অভিনয় শিক্ষার ক্লাস সুরু করা।

সবচেয়ে বড়ো কথা হচ্ছে উপযুক্ত লোকের হাতে বেতার নাট্য-বিভাগ সমর্পণ করা এবং 'পেটোয়া' লোকদের একেবারে বিদায় দিয়ে দেওয়া। তা না হলে হাজার চেষ্টা করলেও নাট্য-বিভাগের কোনো উন্নতি হবে না।

আগামী বারে **বেতার বিচিত্রা, রেকর্ড সহযোগে নাটিকা** এবং **একাঙ্কিকা** নিয়ে আলোচনা করার ইচ্ছা রইলো।



আনন্দে . . .

সাধারণ গৃহস্থ পরিবারের সামান্য একটুখানি চিত্তবিনোদনের প্রশ্ন মনে হলে সকলের আগে সিনেমার কথাই মনে পড়ে। পরিবারের সকলে একসঙ্গে মিলে সিনেমা দেখে আনন্দলাভ করা যায় আর তা'তে খরচও এমন বেশি কিছু পড়েনা।

মধ্যবিত্ত পরিবারের আনন্দ বিধানের জন্যে আরো একটি ব্যবস্থা আছে সেটি হলো চিরপরিচিত পানীয় চা। পরম পরিতৃপ্তি ও অফুরান শ্রম-শক্তির উৎস হিসেবে এই পানীয়টি পরিবারের সকলে একসঙ্গে বসে উপভোগ করতে পারেন এবং এতেও যা খরচ পড়ে তা নিতান্ত নগণ্য বললেই হয়।

চা

আনন্দের উৎস

সেন্ট্রাল টি বোর্ড কর্তৃক প্রচারিত।

CTB



বোম্বাইয়ের screen পত্রিকায় নিউ থিয়েটার্সের 'যাত্রিক' ছবির যাঁরা সমালোচনা পড়েছেন, তাঁরা screen মানে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন। 'যাত্রিক' ছবিটির গুণাবলী screen ক'রে (পর্দা দিয়ে ঢেকে) পত্রিকাটি সার্থক-নামা হ'য়ে উঠেছে। ছবিটি আমিও কোনও প্রকারে দেখেছি—এমন কি ডবল ডোজে। বাংলা 'মহাপ্রস্থানের পথে' আর হিন্দী 'যাত্রিক' দেখে এবং সেই সঙ্গে screen-এর সমালোচনা থুড়ি থিসিস্ প'ড়ে এইটুকুই মনে হয়েছে, হয় আমি নয় screen-এর সমালোচক ছবি বুঝি না। উক্ত সমালোচক ছবিটিকে এত খারাপ বলেছেন যে, আমার সন্দেহ হয় নিউ থিয়েটার্স বোধহয় একটি খারাপ ছবিকে 'যাত্রিক' ছাপ দিয়ে ভদ্রলোককে দেখিয়েছিলেন। তবে এটা ডেমোক্রেসীর যুগ জন-সাধারণের ভোট যেখানে ভাগ্য নির্দ্ধারণ করে, সেখানে অনন্যসাধারণের ভোটা বাতিল হ'য়ে যায়। screen-এর অত্যন্ত খারাপ মন্তব্য সত্ত্বেও বোম্বাই কেন, সারা ভারতে সকলেরই মুখে ছবিটির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা শোনা যাচ্ছে। তবে কি screen-এর পাঠকেরা screening সম্বন্ধে অবহিত ছিল?

●

অবশ্য সকলে যখন ভাল বলে, তখন নাম (বা, দুর্নাম) কেনার জন্য একক মন্দ বলার মূল্য আছে। এই সুযোগে screen এর নাম নিয়ে দু'চারজনের মুখে যে আলোচনা হ'ল তা'তে পত্রিকাটির publicity একটু হ'ল। কিন্তু হঠাৎ পত্রিকাটি 'যাত্রিক'কে এত খারাপ বলার কি পেলেন, যেখানে হিন্দীর ফেল-করা ছবিগুলোও পত্রিকাটির কাছে সেকেণ্ড ডিভিসনের মার্ক পায়? বোম্বাই ছবির মহিলা-ভাঁড় ভূমিকার অভিনেত্রী যশোধরা কাটজুর ভগ্নী সম্পাদিকা মনোরমা কাটজুরও এ এক নতুন ধরণের ভাঁড়ামি সমালোচনা নয়?

●

ভাল ছবি করার বিপদ আছে। ছবি ভাল হলেই প্রযোজক, পরিচালক, কাহিনীকার, অভিনেতা, অভিনেত্রী – এমন কি ষ্টুডিও ম্যানেজারেরও ভাল ভাল বক্তৃতা দেওয়ার জন্য তৈরী হয়ে থাকতে হয়। দেবকী বসু যতদিন পরমানন্দে 'নর্ত্তকী,' 'সাপুড়ে' 'মেঘদূত' 'কৃষ্ণলীলা', প্রভৃতি ছবি করছিলেন ততদিন তিনি নিশ্চিন্তমনে মুখ বুজে বসেছিলেন এবং হার্টের অসুখে ভুগছিলেন। কিন্তু 'রত্নদীপ' তোলার পর থেকেই ভদ্রলোকের আর মুখ বোজবার সময় নেই। হাজার গণ্ডা ইণ্টারভিউ, রোটারি-ক্লাবে Beware of films বলা, হাওড়া রোটারিতে ফিল্মের আধ্যাত্মবাদ প্রচার; বোম্বাই, কলকাতা, মাদ্রাজে দিনের পর দিন বক্তৃতা, ইণ্ডিয়ান ফিল্ম প্রোডিউসার্স এ্যাসোসিয়েসনের প্রেসিডেণ্ট হয়ে বক্তৃতা, সিনে টেকনিসিয়ান এ্যাসোসিয়েসন অব বেঙ্গলের প্রেসিডেণ্ট হ'য়ে বক্তৃতা, ফিল্ম ফেষ্টিভেলে বক্তৃতা তার ওপর কারও কারও ছবির ত্রুটি সংশোধন করে দেওয়া (এ-ও একরকমের বক্তৃতা।)—দেবকীবাবুর হার্টের অসুখই বোধহয় সেরে গেছে 'হার্ট-লেস' লোকের পাল্লায়।

'যাত্রিক' ছবির পর আবার 'যাত্রিক' কোম্পানীর মুখ খুলেছে। এমন কি সদা-নির্ব্বাক শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ সরকারও ভাষণ দিয়েছেন। বাঙলার চিত্র-শিল্পের এ এক নব অধ্যায়!

এই জন্যই আমি ভাল লিখি না; নয়ত কোনদিন দেখতেন লেখা-পড়া ছেড়ে দিয়ে বোম্বাই-মাদ্রাজ-কোলকাতায় শুধু বক্তৃতা দিতে সুরু করেছি!

●

বোম্বাইয়ে অভিনেতা প্রেমনাথ অভিনেত্রী বীণা রায়কে

বিয়ে করার সংবাদ সকলকে জানানোর পর তিনি 'হিরো'র বদলে 'ভিলেন' হয়ে গেছেন, অবশ্য বীণা রায়ের ভক্তদের কাছে। আমাদের পাঠক যাঁরা বীণা রায়ের ভক্ত ছিলেন, তাঁদের কারও 'হার্ট ফেল' করেছে কিনা খবর পাই নি, কিন্তু দু-একজন যে প্রেমনাথকে 'ভিলেন' করে, নিজে 'হিরো' সেজে এবং বীণা রায়কে 'হিরোইন' করে চিত্র-কাহিনী লিখতে সুরু করেছেন, সে সংবাদ পেয়েছি। তবে বিবাহের পর বীণা রায় আর ছবিতে আত্মপ্রকাশ করবেন না, এই সিদ্ধান্ত করেছেন ব'লেই হয়ত ঐ কাহিনীগুলির ভিত্তিতে কোন ছবিও হবে না।

প্রথম প্রেমে পাগল হওয়াই স্বাভাবিক। প্রেমনাথ এখনও স্থির করে উঠতে পারছেন না যে 'হনিমুন' কোথায় করবেন—কাপরিতে, না সুইটসারল্যাণ্ডে। চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম'-এ কি এর কোনও সন্ধান বা সমাধান মিলতে পারে?

●

একদা রূপায়ন থিয়েটার্সের রবিপ্রসাদ গুপ্ত মহাশয়ের ঐকান্তিক আগ্রহে কয়েকজন প্রযোজক মিলে এক নতুন সমিতি খুলেছিলেন। তার নাম প্রথমে ছিল বেঙ্গল মোশান পিকচার প্রোডিউসার্স এ্যাসোসিয়েশন; তারপর নাম বদলে রাখা হ'ল ইণ্ডিয়ান ফিল্ম প্রোডিউসার্স-এ্যাসোসিয়েশন। এই সমিতির সাধারণ সম্পাদক হলেন রবিপ্রসাদ গুপ্ত। বি, এম, পি, এ, প্রযোজকদের সুখ-সুবিধা দেখেন না, তাই এই সমিতি স্বাধীন প্রযোজকদের সুখ-সুবিধা দেখার জন্য তৈরী হ'ল।

কিন্তু হঠাৎ বি, এম, পি, এ'র ওপর রাগের বোধ হয় অন্য কোনও কারণ ছিল। বি, এম, পি, এ'র সঙ্গে সর্বতোভাবে অসহযোগের ব্যবস্থাও এই সমিতি প্রায় করেছিল। এমনকি ফিল্ম ফেষ্টিভেলের দায়িত্ব বি, এম, পি, এ'র ওপর অর্পিত হওয়ায় এই সমিতির উষ্মাও প্রকট হ'য়ে উঠেছিল এবং পৃথকভাবে বিদেশী অতিথিদের

সম্বর্দ্ধনা জানানোর জন্য দিনের পর দিন তাঁরা সভা চালিয়েছিলেন।

এহেন সমিতির সাধারণ সম্পাদক মহাশয়ের ওপর স্বাধীন প্রযোজকদের আস্থা যখন দৃঢ় হ'য়ে উঠেছে, তখন এই সম্পাদক মশাইয়ের ডিগবাজীতে ইণ্ডিয়ান ফিল্ম প্রোডিউসার্স এ্যাসোসিয়েশনের সভ্যরা তো হতভম্ব। তিনি যে শুধু বি, এম, পি, এ'র সভ্য হয়েছেন তা' নয়, নাক কেটে আবার বি, এম, পি, এ'র প্রযোজক শাখার কার্য্যকরী সমিতিরও একজন সভ্য হয়েছেন। বি, এম, পি, এ'র বিরুদ্ধে তাঁর এত জেহাদের পরিণাম কি শেষ পর্য্যন্ত এইটুকুতে দাঁড়ালো ?

অবশ্য এখন ইণ্ডিয়ান ফিল্ম প্রোডিউসার্স এ্যাসোসিয়েশনের কয়েকজন সভ্য যে ভাষা প্রয়োগ করছেন, তা ছাপাও যায় না, বলাও যায় না। আর একথাও বলা যায় না যে দেবকীকুমার বসুর কাছে ভোট চাইতে গিয়ে তিনি কি উত্তর শুনে এসেছিলেন !

অভিনেতা বিকাশ রায়ের হাতে সমারসেট মম-এর 'স্যানাটোরিয়াম' বইটি বেশী সময়ে দেখা যায়, বিশ্বাস করুন বা না-ই করুন।

আমি লোকটি 'নরাধম' হ'তে পারি, কিন্তু আমি যে সবজান্তা একথা কেউ প্রথমে বিশ্বাস না করলেও শেষ পর্য্যন্ত ক'রে বসেন। ধরুন না যখন শ্রীমতী পিকচার্সের 'অনন্যা', 'বামুনের মেয়ে', বা 'মেজদিদি'র পরিচালক 'সব্যসাচী'র নাম অজয় কর ব'লে উল্লেখ করি, তখন এঁদের প্রচার সচিবের কাছ থেকে অনুযোগ আসে যে অজয় কর 'সব্যসাচী' ন'ন—'সব্যসাচী' হ'লেন শ্রীমতী পিকচার্স-এর পরিচালক-গোষ্ঠী।

কিন্তু আমিই যে ঠিক কথা বলেছিলাম, তার প্রমাণ এতদিনে পাওয়া গেল। সেই শ্রীমতী পিকচার্স 'দর্পচূর্ণ' ছবি তুলছেন, কিন্তু-এবার অজয় কর নেই ; তাই পরিচালক এবার 'সব্যসাচী' ন'ন—পরিচালকের নাম 'শ্রীমতী পিকচার্স-ইউনিট'। অবশ্য অজয় কর যে সত্যই 'সব্যসাচী' তার প্রমাণ হ'ল এই যে তাঁর কাজ এখন করছেন তিনজন—দেওজিভাই, কমল গাঙ্গুলী আর হরিদাস ভট্টাচার্য্য।

অবশেষে মিস্ ইণ্ডিয়াকে প্রথম রাউণ্ডে দাঁড় করিয়ে রেখে মিস্ ফিনল্যাণ্ড বিশ্বসুন্দরী প্রতিযোগিতায় 'মিস্ ইউনিভার্স' বা বিশ্বের সর্ব্বশ্রেষ্ঠা সুন্দরী হ'লেন। মিস্ ফিনল্যাণ্ড কেন এই গৌরব লাভ করলেন, নরাধম তার একটি কারণ আবিষ্কার করেছে। এবারে অলিম্পিক খেলা হচ্ছে ফিনল্যাণ্ডে, যদি মিস্ ফিনল্যাণ্ড আমেরিকায় গিয়ে মিস্ ইউনিভার্স না হতেন, তবে অলিম্পিকে মার্কিন প্রতিযোগীদের 'না মিলিত উদ্দেশ'। অবশ্য এটি নরাধমের একান্ত কপি-রাইট।

কিন্তু ভারতে একমাত্র 'মিসেস্' 'মিস্ ইণ্ডিয়া' হয়েছিলেন ; এবারে কিন্তু প্রতিযোগিনীদের মধ্যে একমাত্র মিসেস্ misses দিঅনার। একটি পত্রিকায় এক পত্র লেখিকার চিঠিতে তাঁর বিস্ময় দেখে আমিও কম বিস্মিত হই নি। তিনি জিজ্ঞাসা করেছেন,—মাতৃমূর্ত্তির চেয়ে কি আর কিছু বেশী সুন্দর আছে ?

হয়ত নেই ; কিন্তু সে মা তখন 'সুইমিং কষ্ট্যুম' প'রে সৌন্দর্য্য প্রতিযোগিতায় দাঁড়ান না।

বোম্বাই-এর 'স্ক্রীন' কাগজে বোধ হয় এই প্রতিযোগিতাকে পরিহাস করার জন্যই একটি ফটো ছাপা হ'য়েছে যাতে দেখা যায় অভিনেত্রী পাইপার লরি মিস্ ইউনিভার্সের মাথায় মুকুট পরিয়ে দিচ্ছেন। পাশাপাশি দুজনের ছবি দেখলেই বুঝবেন মিস্ ইউনিভার্স সৌন্দর্য্যে পাইপার লরির কাছে কত ম্লান। সুতরাং 'নো কমেণ্ট্‌স্'।

সংবাদপত্রে দেখলাম, হীরেন নাগ 'কবি চন্দ্রাবতী'র জীবনী চিত্রায়িত করছেন। অনুসন্ধান ক'রে জানলাম আমাদের চন্দ্রাবতী 'কবি'ও ন'ন তাঁর জীবনী চিত্রায়িত করার তিনি অনুমতি দেন নি বা তিনি এই ছবির নায়িকাও ন'ন।

প্রভাংশু গুপ্ত নামে জনৈক লেখক বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকায় এই ব'লে পত্রাঘাত করেছেন যে 'মানিকজোড়' নামে একটি গল্প তিনি কল্যাণ গুপ্তকে বিক্রী করেন ছবির জন্য, অথচ এখন আর একজন 'মাণিকজোড়' তুলছেন। সুতরাং সৌজন্যের খাতিরে সে নামটি পরিবর্ত্তন করা উচিত। শরৎচন্দ্রের 'দর্পচূর্ণ', রবীন্দ্রনাথের 'নষ্টনীড়', 'যোগাযোগ' তলিয়ে গেল সিনেমার সৌজন্যে, তো 'মানিকজোড়'।

অবশ্য আমাদের নিমাই ব'লে অন্য কথা। 'মানিকজোড়' নামে আর একটি গল্প সে প্রায় বছর পনেরো আগে পড়েছে, সেই লেখকেরও সৌজন্যের খাতিরে নামটা পনেরো বছর আগে পাল্‌টে দেওয়া উচিত ছিল।

পৃথ্বিরাজ কাপুর কাউন্সিল অব ষ্টেটে মনোনয়ন লাভ ক'রে বক্তৃতায় বলেছিলেন যে, তিনি একজন 'সুপার' অর্থাৎ ছোট ভূমিকার অভিনেতা। কথাটা যে কতদূর সত্য, হিন্দী 'আনন্দমঠ' দেখে বুঝতে পারলাম। ছোট ভূমিকার অভিনেতারা যেমন অভিনয় করতে পারেন না এবং কথা বলতে গেলে হয় হোঁচট খান, নয় এমন চীৎকার করেন যে সকলের প্রাণ নিয়ে টানাটানি উপস্থিত হয়: 'আনন্দমঠে' পৃথ্বিরাজ এমন চীৎকার করেছেন যে সেই 'সুপার'-এর কথাই মনে হয়।

এর কারণ নিমাই বাৎলে দিল। বললো,—পৃথ্বিরাজ বাঙলা দেশ ছেড়ে যখন যান তখনকার অভিনয়-ধারা আজও এখানে চালু ব'লে ওঁর বোধ হয় ধারণা!

●

কিশোর সাহু সেক্সপীয়ারের 'হ্যামলেট' নাটকটিকে হিন্দী ছবিতে তুলবেন ব'লে তার নাম দিয়েছেন 'খুন-এ-নাহক্'। আপনারাই বলুন সত্য সত্যই নাহক এ খুন কিনা!

●

আমাদের দেশে এক বিপ্লবী পরিচালক আছেন, যিনি পরিচালনা থেকে সুরু ক'রে ফিল্ম এনকোয়ারী কমিটিতে সাক্ষ্য দেওয়া পর্য্যন্ত সব বিষয়েই বিপ্লব এনেছেন। এই বিপ্লবের ধাক্কায় তিনি যে ছবি করেন, তা-ই এক একটি বিপ্লব হয়ে দাঁড়ায়, এবং একটি ছবি যদি দেখে আসেন তা তাঁর সব ছবিই দেখা হ'য়ে যায়। মনে হয় এই বিপ্লবীকে ব্রিটিশরা একদা ধ'রে খুব ঠেঙিয়েছিলেন, কারণ ইনিও সুযোগ পেলে তাদের ছেড়ে কথা ক'ন না।

যাই হোক, এই যে বিপ্লবী পরিচালক, তিনি সম্প্রতি বেকার। হঠাৎ সংবাদ পেলেন যে একটি শান্তিবাহক পরিচালক এই বর্ষাকালে ব্যাঙের ছাতার মত গজিয়েছেন। অমনি বিপ্লবী ভদ্রলোক ছুটলেন শান্তি-পরিচালকের কাছে। শান্তি আর বিপ্লবে কোলাকুলি হ'ল।

বিপ্লব বললেন—ভারী আমার ডাইরেক্টার রে! যা করবে তো বুঝতেই পারছি। তার চেয়ে বুদ্ধিমানের মত তোমার গল্প, তোমার টাকা, তোমার ফাইন্যান্সিয়ার —সবকিছু আমাকে দিয়ে দাও। আমি পরিচালক হ'ব, প্রযোজক হ'ব, কাহিনীকার হ'ব—তবে হ্যাঁ দালালী হিসাবে তুমি ছবির লাভের শতকরা পাঁচ টাকা নিও।

শান্তি-পরিচালক তো স্বখাত সলিলে পড়লেন, কারণ টাকাটা তিনিও আর একজনের ভাগ থেকে ছোঁ মেরেছেন কিনা! শান্তি এপাশ ওপাশ ছোটাছুটি করে, বিপ্লব পিছু ধাওয়া করে। দেখা যাক্, এই চোর-চোর খেলায় কে জেতে!

বাণীচিত্রের বাণী

বীরেন্দ্রনাথ সরকার

[চলোর্ম্মি সংস্কৃতি কেন্দ্রে প্রদত্ত অভিভাষণ]

ভাগ্যক্রমে আমি এই শিল্পের সঙ্গে ভেতর থেকে কার্যকরীভাবে জড়িত; আবার যখন বাইরে থেকে এই শিল্পের ভেতরকার অবস্থা তদন্ত করে দেখবার জন্য ফিল্ম এনকোয়ারী কমিটি গঠিত হলো তখনো তার সদস্যরূপে আমার কাজ করবার সৌভাগ্য হয়েছিল। ভারতবর্ষে যখন প্রথম ছবি তোলা আরম্ভ হয়, তখন অল্প-বিস্তর সেটা ব্যক্তিগত হবি বা খেয়ালের ব্যাপার ছিল। কিন্তু ক্রমশ: তা থেকেই আজকাল এই বিরাট শিল্প গড়ে উঠেছে। কিন্তু কোন নির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে এই শিল্প গড়ে ওঠেনি, তাই স্বভাবত:ই তার মধ্যে গলদ রয়ে গেছে; সেকথা এই শিল্পের পরিচালকেরা জানেন ও স্বীকার করেন। সেই-জন্যে এই শিল্পের তরফ থেকেই গভর্ণমেণ্টকে একটা এনকোয়ারী কমিটি গড়ে তোলার জন্যে আবেদন করা হয়, সেই কমিটি যাতে এই শিল্পের বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা করে তার ভবিষ্যৎ উন্নতির নির্দ্দেশ দিতে পারেন যে নির্দ্দেশ ও ব্যবস্থা অবলম্বন করে এই শিল্প ভারতের জাতীয় সংস্কৃতি ও জনশিক্ষার প্রকৃষ্ট বাহন হতে পারে। আজকের এই সভায় আপনারা যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করবার ব্যবস্থা করেছেন তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে বলে আমি সেই কমিটির মন্তব্য থেকে অংশবিশেষ আপনাদের কাছে উল্লেখ করছি। তার মধ্যেই আমার ব্যক্তিগত মতামতেরও পরিচয় আপনারা পাবেন।

ছায়াচিত্রের ছবি দর্শকদের কাছে শুধু ছবি নয়, তার দ্রুত গতির মধ্যে এমন একটা জীবন্ত সচলতা এসে যায়, এমন একটা উত্তেজনা আর প্রাণচাঞ্চল্য রক্তমাংসের প্রত্যক্ষতায় ফুটে ওঠে, যার প্রভাবে সেই ছবির মধ্যে সাময়িকভাবে দর্শক নিজেকে জীবন্তভাবে প্রতিফলিত দেখতে পায় সামাজিক দিক থেকে, এইখানেই হলো ছায়াচিত্রের আসল শক্তি, এইখানেই হলো তার আসল বিপদ।

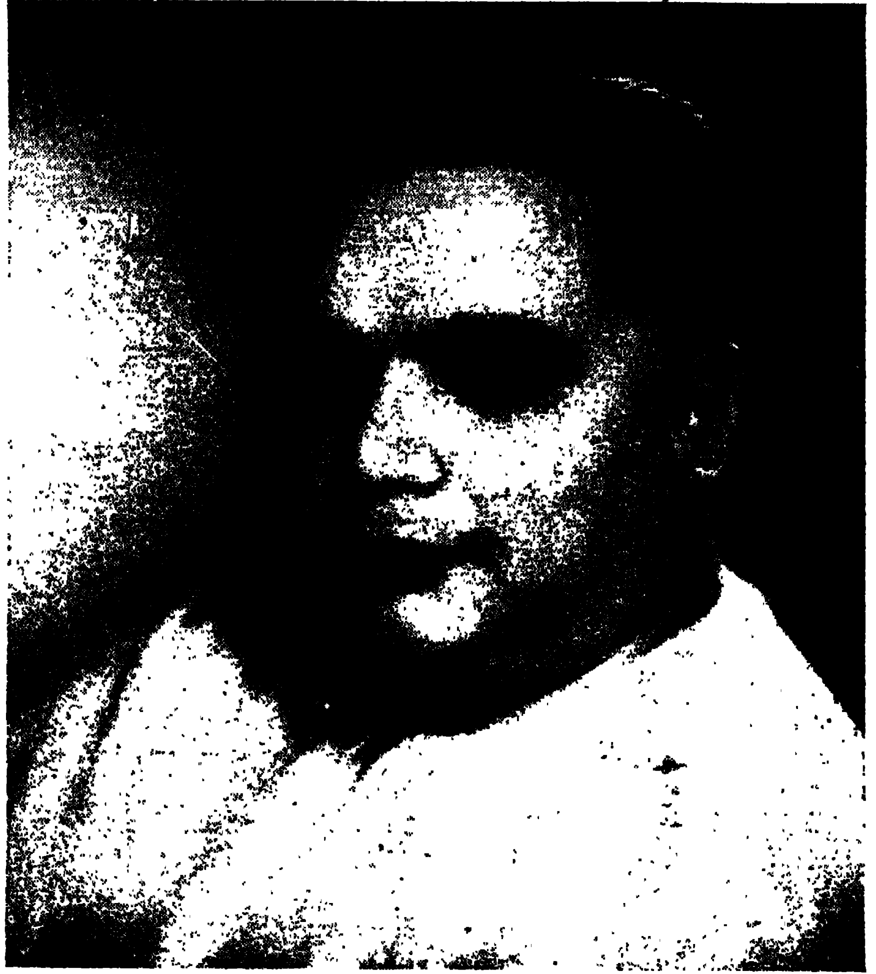
আমাদের অলংকার শাস্ত্রে চৌষট্টি কলার কথা আছে, কিন্তু ফিল্ম সেরকম কোন স্বতন্ত্র শিল্পকলা নয়, ফিল্ম হলো বহু শিল্পের বহু চেষ্টার একটা সম্মিলিত ফল। আজকাল বৈজ্ঞানিক সভ্যতা যতই এগিয়ে চলেছে, ততই মানুষ সমবায় পদ্ধতিকেই আদর্শ কর্ম্মপন্থা রূপে আঁকড়ে ধরেছে। ফিল্ম আজকের বৈজ্ঞানিক যুগের সেই আদর্শকেই আর্টের ক্ষেত্রে অনুসরণ করে চলেছে। যাঁরা ফিল্ম Industry-র সঙ্গে হাতে-কলমে সংযুক্ত, তাঁরা হয়ত এই শিল্পকে মূলতঃ অর্থকরী লাভ-লোকসানের পণ্য হিসেবেই দেখতে অভ্যস্ত কিন্তু বাইরে যাঁরা প্রত্যক্ষভাবে এই শিল্পের সঙ্গে সংযুক্ত নন, তাঁদের মধ্যে অনেকে আশঙ্কা করেন যে, উপযুক্ত লোকের হাতে না থাকলে, এই শিল্প সমাজের ভয়াবহ ক্ষতি ও অধোগতির কারণ হয়ে উঠতে পারে।

দর্শকের দিক থেকে অধিকাংশ দর্শকই ফিল্মকে তাঁদের অবসরের আনন্দ-বিনোদন হিসেবেই দেখে থাকেন। প্রাচীন কালে এই আনন্দ পরিবেশন করবার দায়িত্ব ছিল স্বয়ং রাজার। এমন কোন উৎসব হতো না যার সঙ্গে নৃত্য-গীত বা নাটকের অভিনয় সংযুক্ত না থাকতো। ক্রমশ: যে সব উৎসব বা সাংস্কৃতিক আয়োজন পরিবারগত বা সমাজগত কাজ ছিল, সেগুলো হয়ে দাঁড়ালো জীবিকা অর্জ্জনের উপায়, গিয়ে পড়লো সমাজের বাইরের একজাতীয় লোকেদের হাতে। ফিল্মের সঙ্গে সঙ্গীত, নৃত্য বা অভিনয়ের ঘনিষ্ঠ যোগ থাকার দরুন তাকেও আমাদের দেশে খানিকটা এই সামাজিক সংস্কারে ভর্ৎসনা সহ্য করতে হয়েছে। তার দরুন এক শ্রেণীর লোক আছেন যাঁরা চোখ বুজিয়েই বলেন, ফিল্ম দেখা মানেই হলো সামাজিক দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেওয়া, তার মধ্যে জীবনের যে আনন্দ আর সৌন্দর্যের প্রকাশ তা তাঁরা দেখতে পান না, বা স্বীকার করতে চান না!

কিন্তু এই ধারণা যাঁরা পোষণ করেন, তাঁরা এই শিল্পের ততখানি ক্ষতিকারক নন, যতখানি ক্ষতিকারক হলেন তাঁরা, যাঁরা মনে করেন যে, ছবি হলো শুধু

প্রমোদ পরিবেশনের জিনিষ, যাতে দৈনন্দিন দুঃখ-কষ্টভরা জীবনকে কিছুক্ষণের জন্য ভুলে থাকতে পারা যায়। অনেক ছবি আছে যা দেখে দর্শকেরা খানিকটা আনন্দই পেলো, ভাল বা মন্দ, নীতি বা দুর্নীতির কোন কথাই তাদের মনে জাগলো না। আবার এমন সব ছবিও আছে যা মানুষের মনকে আদর্শে অনুপ্রাণিত করে তুলতে পারে। দর্শককে কতখানি আনন্দ দিতে পারলো, তার ওপর সেই ছবির টিকিট বিক্রীর অঙ্ক মূলতঃ নির্ভর করে, এ কথা সত্যি বটে। কিন্তু ছবির ভাল-মন্দ বিচারে সেইটাই শেষ কথা নয়। মানুষকে তার দুঃখ ভোলাবার জন্য একটা নেশার মধ্যে টেনে নিয়ে যাওয়া চলচ্চিত্রের কাজ নয়। যদি তার সামাজিক প্রভাব ক্ষতিকারক হয় তাহলে ছবি দর্শকদের আনন্দ দিয়েছে, সুতরাং প্রযোজকের দায়িত্ব মিটে গেছে, এ কথা যে প্রযোজক মনে করেন, আমার মতে তিনি ভুল করেন। ফিল্মের একটা বিরাট সামাজিক দায়িত্ব আছে এবং সে দায়িত্ব শুধু ক্ষতিকারক প্রভাব বাঁচিয়ে ছবি তৈরী করাতেই নিঃশেষিত হয়ে যায় না। ভাল ছবির লক্ষ্য হলো তাকে একটা স্বাস্থ্যকর ও আনন্দময় পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।

এ কথা আজ কেউই অস্বীকার করেন না, আজকের সভ্যতায় এবং সংস্কৃতিতে ফিল্মের একটা নিজস্ব অবদান আছে। তার একটা বিশেষ গঠনমূলক সামাজিক দিক আছে তাকে অস্বীকার বা অবজ্ঞা করে চলা সম্ভব নয়। সেইজন্যে সমাজের কর্তব্য হলো যে সব ফিল্ম সর্ব্বসাধারণের দেখবার জন্যে সরকারী অনুমোদন পায়, সেগুলো যেন যথার্থই আনন্দ-বলিষ্ঠ হয়, যেন জাতীয় চরিত্র গঠনে তারা সাহায্য করতে পারে।



বীরেন্দ্রনাথ সরকার

যাঁরা দর্শক, যাঁরা এই শিল্পের ব্যবসার সঙ্গে জড়িত, আমাদের দেশে তাঁদের কোন স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান বা ক্লাব নেই, যার ভেতর দিয়ে তাঁরা তাঁদের মতামত প্রকাশ করতে পারেন। একমাত্র খবরের কাগজে লেখা ছাড়া অন্য উপায় নেই। কিন্তু অবস্থা গতিকে আমাদের দেশের সংবাদপত্র সাধারণতঃ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা নিয়ে এতখানি বিব্রত যে, তাঁরা ফিল্মের জন্যে যথাযথ জায়গা দিতে পারেন না। তার ফলে সিনেমা-দর্শকরা তাঁদের দাবী সার্থকভাবে প্রকাশ করবার সুযোগ পান না।

চলোর্মি সাংস্কৃতিক সঙ্ঘ সিনেমা-দর্শকদের সেই সুযোগ আজ দিয়েছেন, তার জন্যে তাঁরা সিনেমা শিল্পের ধন্যবাদ দাবী করতে পারেন। এই জাতীয় প্রতিষ্ঠান আরো বেশী হওয়া দরকার যাতে দর্শকেরা নিজেদের দাবীকে প্রকাশ করবার সুযোগ ও সুবিধা পেতে পারেন।



বিশ বছর আগে



১৯৩২ সালের ১লা জুলাই ক্রাউন সিনেমায় ম্যাডান থিয়েটার্স প্রতিষ্ঠানে তোলা কাহিনীকার-পরিচালক অমর রায়চৌধুরীর 'চিরকুমারী' মুক্তিলাভ করে। এরই প্রায় বিপরীত দিকে 'চিত্রা' প্রেক্ষাগৃহে তখন চলছিল 'পল্লীসমাজ'। 'চিরকুমারী' সবাক ছবি এবং এর সঙ্গীতাংশ বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করে। এই ছবির বিভিন্ন ভূমিকায় ছিলেন অমর রায়চৌধুরী, ক্ষীরোদগোপাল মুখোপাধ্যায়, মিস্ রাণী। ম্যাডান প্রতিষ্ঠানেই তখন সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণকান্তের উইল' অবলম্বনে সবাক ছবি তোলার মহলা দেওয়া চলতে থাকে। এ-ছবির বিভিন্ন ভূমিকায় নির্বাচিত হয়েছিলেন :—গোবিন্দলাল—নির্মলেন্দু লাহিড়ী, কৃষ্ণকান্ত—অহীন্দ্র চৌধুরী, হরলাল—মণি ঘোষ, মাধবীনাথ—কার্তিক দে, ভ্রমর—শান্তি গুপ্তা, রোহিনী—শিশুবালা। জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায় ছবিটি পরিচালনা করেন এবং চিত্রগ্রহণ করেন যতীন দাস। স্বর্গতঃ পরিচালক-অভিনেতা প্রমথেশ বড়ুয়া তাঁর নিজস্ব প্রথম চিত্র প্রতিষ্ঠান 'বড়ুয়া পিকচার্স লিমিটেডে'র হয়ে ছবি তোলার কাজে উদ্যোগী হন। কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের কাহিনী অবলম্বনে নিউ থিয়েটার্সে 'রমা' নামে যে সবাক-ছবিটি তোলা হচ্ছিল সেটির নাম পরে গ্রন্থকারের দেওয়া নাম অনুযায়ীই 'পল্লীসমাজ' রাখার সিদ্ধান্ত হয়। এ-ছবি পরিচালনা করেন নাট্যাচার্য্য শিশিরকুমার ভাদুড়ী। 'চণ্ডীদাস' সে সময় সম্পাদনা-কক্ষে। তাঁদের পরবর্ত্তী ছবি তোলার কথা হয় প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর পরিচালনায় একখানি উর্দ্দু ছবি।

ম্যাডান থিয়েটার্স-এর আর্থিক অসুবিধা দূর করার জন্য সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং-ডিরেক্টার এ-ব্যাপারে তাঁদের সহায়তা করবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এঁদের 'প্রফুল্ল'

ছবিটি নরেশ মিত্রের পরিচালনায় যথারীতি তোলা হতে থাকে। বড়ুয়া পিকচার্সের ষ্টুডিওটি তৈরী প্রায় সমাপ্ত হয় এবং তাঁরা ত্রি-ভাষী 'অনাথ' ছবির বহির্দৃশ্যগ্রহণের কাজ তার আগেই সুরু করেন। এই সময় প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্ম কোম্পানী। এই প্রতিষ্ঠানের সব ব্যবস্থার ভার নিয়েছিলেন প্রিয়নাথ গাঙ্গুলী। আর এল খেমকা এই ষ্টুডিওর কর্ণধার ছিলেন। বামনদাস চট্টোপাধ্যায় 'সিণ্টোফোন' সবাকচিত্রের প্রদর্শন-যন্ত্র তৈরী করেন। কলকাতার তৎকালীন অন্যতম জনপ্রিয় চিত্রগৃহ 'ছবিঘরে' এই যন্ত্র বসানো হয় এবং যে কোনো বিদেশী চিত্র-প্রদর্শন-যন্ত্রের তুলনায় এর দামও শতকরা ৫০% কম ছিল। মাদ্রাজ থেকে ছায়াচিত্র-রসপিপাসুরা দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও সবিতা দেবী অভিনীত বাংলা ছবি দেখবার আগ্রহ প্রকাশ করেন।

ম্যাডান প্রতিষ্ঠানে 'বাল্মিকী', 'দিল কি পিয়াস', 'পতি-ভক্তি' এবং 'আলাদীন' এই ক'টি ছবির চিত্রগ্রহণ-কার্য্য একই সঙ্গে পুরোদমে চলতে থাকে। তখনও পর্য্যন্ত তাঁদের আর্থিক ব্যাপারে সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং-ডিরেক্টার এস এন পোচখানওয়ালার সঙ্গে কথাবার্ত্তা বিশেষ কিছু এগোয় নি। দেবকীকুমার বসু পরিচালিত নিউ থিয়েটার্সের 'চণ্ডীদাস' ছবিটি তখন মুক্তি-প্রতীক্ষায়। 'এ্যারেবিয়ান নাইট্‌স্‌'-এর কাহিনী অবলম্বনে সে সময় একটি ছবি তোলার তোড়জোড় চলতে থাকে। বড়ুয়া পিকচার্সের 'নিশির ডাক' ছবিটি সিন্‌ক্রোনাইজ করার চেষ্টা হয়েছিল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্ম কোম্পানীতে সবিতা দেবী এসে যোগ দেন। তিনি বাংলা এবং হিন্দুস্থানী ভাষা শেখা সুরু করেন। ছায়াচিত্র প্রতিষ্ঠানের হয়ে নিরঞ্জন পাল 'শক্তিপূজা' ছবিটির সম্পাদনা-কার্য্য চালিয়ে যান।

ম্যাডান প্রতিষ্ঠানের 'পতিভক্তি' তোলা শেষ হয়। 'দিল কি পিয়াস', 'হিন্দুস্থান' এবং 'আলাদীন' ছবির চিত্রগ্রহণ দ্রুতগতিতে এগিয়ে যেতে থাকে। 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এর চিত্রগ্রহণ মাঝে মাঝে চলছিল। একদল নবীন কর্ম্মীকে নিউ থিয়েটার্স প্রতিষ্ঠানে ছবি তোলার জন্য সুযোগ দেওয়া হয়। এঁদের উর্দু ছবি 'সুবে কি সিতারা' তোলার পর 'দেবদাস' সবাক-চিত্র তোলার কাজে হাত দেওয়ার পরিকল্পনা প্রস্তুত হয়। বড়ুয়া পিকচার্সের 'অনাথ' ছবিতে অভিনয় করার জন্য মঞ্চাভিনেতা ভূমেন রায় সেই প্রতিষ্ঠানে এসে যোগ দেন।



সদ্যমুক্ত 'অঞ্জাম' চিত্রে বৈজয়ন্তীমালা



মুক্তি-প্রতীক্ষিত 'পুণম্' চিত্রে আশা মাথুর

অভিনয়শিল্পের রীতি ও পদ্ধতি

লেখক : কনষ্টাণ্টিন ষ্টানিস্লাভস্কি

অনুবাদক : সুবোধকুমার ঘোষ

[মস্কো আর্ট থিয়েটারের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, অভিনয়-শিল্পী ও পরিচালক কনষ্টাণ্টিন ষ্টানিস্লাভস্কি তাঁর পরিণত অভিজ্ঞতার ফল, তাঁর "পদ্ধতি" মারফৎ নাট্যাভিনয়ের নতুন এক বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি উপস্থিত ক'রেছেন নাট্যামোদী দুনিয়ার কাছে। সাধারণতঃ, যে ধরণের নাট্য-পরিচালকের সঙ্গে আমাদের অনেকেই পরিচিত, শিল্প-জীবনের প্রথম দিকে ষ্টানিস্লাভস্কি নিজেও সেই ধরণের স্বেচ্ছাচারী পরিচালক ছিলেন। তাঁর পরিচালনাতেও শিল্পীরা শিখতেন তাঁর অভিনয়কে অবিকল নকল করতে। অভিনয়শিল্পী নিমিরোভিচ ডান্‌শেঙ্কোর সহযোগিতায় মস্কো আর্ট থিয়েটার প্রতিষ্ঠার পরও তিনি স্বেচ্ছাচারী পরিচালকের রীতি ত্যাগ করতে পারেন নি। বিভিন্ন শ্রেষ্ঠ অভিনয়শিল্পী, বিশেষ ক'রে ইতালীয় অভিনয়শিল্পী তমাসো সালভিনির অভিনয়-পদ্ধতি বিশ্লেষণ ক'রে অভিনয়ের সাত্ত্বিক বিধি সম্পর্কে তিনি সজাগ হন। তার ফলেই তাঁর "পদ্ধতি"র সৃষ্টি। "পদ্ধতির"র ভিত্তি যুক্তিজালে নয়, "পদ্ধতি"র ভিত্তি শিল্পী পরিচালকের ত্রিশ বছরব্যাপী থিয়েটার-জীবনের অভিজ্ঞতায়। অবশ্য "পদ্ধতি" প্রকাশের আগেই জার্ম্মানী, আমেরিকা প্রভৃতি দেশ তিনি ঘুরে এসেছেন, দুনিয়া-জোড়া নাম তাঁর ছড়িয়ে পড়েছে শিল্পী-পরিচালক হিসেবে।

"Systems and Methods of Creative Art" নামক গ্রন্থের অনুবাদ এখানে প্রকাশিত হচ্ছে। এই গ্রন্থের অংশগুলি মস্কো বলশ'য় থিয়েটারে প্রদত্ত ষ্টানিস্লাভস্কির বক্তৃতামালার অন্তর্ভুক্ত। ১৯১৮ থেকে ১৯২২ সালের মধ্যে এই বক্তৃতাগুলি প্রদত্ত হয়, "পদ্ধতি"র সব কিছু মালমশলা তৈরী হয়ে গেলেও "পদ্ধতি" তখনও প্রকাশিত হয় নি। এই বক্তৃতামালায় ষ্টানিস্লাভস্কি বলশ'য় থিয়েটারের শিল্পীদের সহযোগিতায় অপেরার কাজে প্রয়োগ ক'রে দেখতে চেয়েছেন তাঁর "পদ্ধতি"কে। প্রাচীন একঘেয়ে অভিনয়-রীতি, থিয়েটারে থিয়েটারীপণা, মিছামিছি করুণ রসসৃষ্টি, বাগাড়ম্বর ও শিল্পপাণ্ডিত্যের ভাণ এই সবের বিরুদ্ধে "পদ্ধতি"র প্রধান বিদ্রোহ ঘোষণা।

—অনুবাদক]

প্রথম অধ্যায়

থিয়েটার হোলো জীবন রূপায়নের শিল্প—জীবনে ও থিয়েটারে সমগ্রতার ভিত্তি ছন্দ—সৃষ্টির কাজে প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র ছন্দোময় ব্যক্তিসত্তা—সৃষ্টির কাজে সাধারণ কার্য্যক্রম ও সমস্যাও আছে— সে নিজস্ব অন্তর্নিহিত শক্তির উদ্বোধনের কার্য্যক্রম ও সমস্যা—

লোকে আকস্মিকভাবে শিল্পক্ষেত্রে সমবেত হয় না। কেউ সহযোগী শিল্পীদের সঙ্গে অভিজ্ঞতা বিনিময় ক'রতে চায়, আর একেবারে চুপ ক'রে থাকা সম্ভব নয় বলে কেউ চায় এগিয়ে যেতে ; অন্তরের শক্তি তাদের আরও দৃঢ় হয়ে বেড়ে চলছে, খুঁজে পেতে চাইছে সৃষ্টির কাজে আত্মপ্রকাশের নতুন নতুন পথ। তাই, তারা সমবেত হয়।

আমাদেরও আজ একত্রিত ক'রেছে এই একই কারণ। আমি চাই আমার অভিজ্ঞতা বিনিময় ক'রতে, চেষ্টা ক'রতে চাই তাকে অপেরার কাজে লাগাতে, আর আমি নিশ্চিত জানি, আপনারাও সবাই এগিয়ে চলার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ। তাই, আর কালবিলম্ব না ক'রে আমাদের শিল্পনীতি অনুশীলনের কাজ আমরা সুরু ক'রে দিতে পারি, অবশ্য যদি আপনাদের থিয়েটারের অভিনয়-শিল্পীদের মধ্যে এখনও এমন কেউ থেকে থাকেন, যিনি মতামত ও অভিজ্ঞতা বিনিময় করতে চান আমার সঙ্গে, বিনিময় করতে চান আমাদের শিল্পে সম্পূর্ণতা অর্জনের একে অপরকে পারস্পরিক সাহায্য ক'রবার জন্য



মঞ্চ-প্রযোজক ষ্টানিস্লাভস্কি

'পারস্পরিক' এইজন্য যে থিয়েটারে যারা স্বাধীনভাবে তাদের কাজ দেয় আর সেই কাজ যারা নেয়, তারা উভয়েই একসঙ্গে একই সময়ে এগিয়ে চলেছে,—বলা যেতে পারে। একটা কথা আমি এখানে বলতে চাই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, ষ্টুডিওতে রীতিমত অনুশীলন না ক'রে এতখানি দাবী মিটিয়ে যুগোপযোগী অভিনয়-শিল্পীর মর্য্যাদা লাভ করা কারও আজ সম্ভব নয়।

কোনও ভাবের অভিনয় কাউকে শিখিয়ে দেওয়া যায়,—এই ভুল ধারণা এখন ত্যাগ করা দরকার। অভিনয় কাউকে শিখিয়ে দেওয়া যায় না,—এই কথাই বরং সুস্পষ্টভাবে বলা যেতে পারে বলে আমি মনে করি।

প্রতিভাশালী অভিনয়-শিল্পীদের মহৎ উদাহরণ থেকে স্পষ্টই আমরা দেখতে পাই,—কি ক'রে তাঁদের যুগের প্রচলিত সবকিছু মঞ্চ-নীতি হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে; বস্তুতঃ, অভিনীত ভূমিকার ঐক্যচ্ছন্দে আর আঙ্গিক ও সাত্ত্বিক অভিনয়ের বিস্ময়কর স্বচ্ছন্দতায় সহযোগী অন্যান্য শিল্পীদের থেকে বেরিয়ে এসেছেন তাঁরা স্বতন্ত্র মর্য্যাদার বিশিষ্টতা নিয়ে। যেসব প্রবৃত্তি রূপায়িত করছেন তার প্রকৃত প্রকৃতি উপলব্ধি করেছেন বলেই মঞ্চে যতক্ষণ তাঁরা সৃষ্টির কাজে সক্রিয় থাকেন ততক্ষণ প্রতি মুহূর্ত্তের জীবনে সঙ্গী ক'রে নিয়েছেন তাঁরা দর্শক-সমাজকে। এইভাবে প্রচলিত মঞ্চরীতির বাধাকে অগ্রাহ্য ক'রে, যে ব্যবধানে তাদের দূরে ঠেলে দেয় দর্শকসমাজ থেকে তাকে তুলে দিয়ে সরাসরি আসন ক'রে নিতে পেরেছেন তাঁরা দর্শকসাধারণের হৃদয়ে। প্রত্যেকটি কথার খাঁটি মূল্য দিতে সমর্থ হয়েছেন তাঁরা তাঁদের সহজাত শিল্পজ্ঞানের প্রেরণায়, (এই জ্ঞান তাঁদের প্রতিভারই অবিচ্ছেদ্য অংশ) সত্যিকার ও সঠিক আঙ্গিক অভিনয়ের সহযোগ ছাড়া দর্শকদের দিকে কোনও কথা তাঁরা ছুঁড়ে দেন নি।

যুগোপযোগী সত্যকার অভিনয়শিল্পী যিনি হ'তে চান, তাঁর পক্ষে এই কাজই অবশ্য প্রয়োজনীয় বলে আমি মনে করি। নিজস্ব পর্য্যবেক্ষণ ক্ষমতার সাহায্যে প্রতিটি মনোভাবের প্রকৃত প্রকৃতি উপলব্ধি, এই ধরণের কাজে নিজের আগ্রহবুদ্ধি ও সচেতনভাবে সৃজনীবৃত্তে প্রবেশের কৌশল আয়ত্বই তাঁকে করতে হবে।

থিয়েটারের পুরো উদ্দেশ্যই যদি হ'ত চিত্তবিনোদন, এত খাটুনির তাহলে কোনও দরকারই ছিল না এর পেছনে। কিন্তু থিয়েটার হ'ল জীবন রূপায়নের শিল্প। নেরো বলে গেছেন,—থিয়েটার হচ্ছে মানবীয় শক্তির সাগর। শতাব্দীর পর শতাব্দী পার হ'য়ে গেছে নেরোর সময় থেকে তবুও তাঁর এই অভিমত আজও সত্য।

মানবশক্তিই নিঃসন্দেহে থিয়েটারকে গড়ে তুলেছে আর থিয়েটার নিজের ভেতর দিয়ে সেই মানব শক্তিকেই রূপায়িত করে। ধীশক্তি হঠাৎ আকাশ থেকে পড়া অলৌকিক একটা কিছু নয়। আমাদেরই চারিদিকে বিস্তৃত রয়েছে উত্তাল মানব সমুদ্র; যেসব শক্তি দেখা যায় সেই সমুদ্রে তার প্রতি অভিনয়শিল্পীর মনোযোগ আর অভিনয় শিল্পীর স্বকীয় মানবীয় শক্তির বিকাশের ফলেই উদ্ভূত হয়

এই শক্তি। মঞ্চে জীবনের দ্রুত-সঞ্চারী মুহূর্ত্তগুলি অর্থাৎ একটা বিশেষ পরিবেশের মধ্যে প্রবৃত্তি-সত্যকে সঞ্চারিত যখন করতে হবে, অভিনয়-শিল্পীর কাজের সেই অপূর্ব্ব মুহূর্ত্তগুলি কোনওক্রমেই আকস্মিক অনুপ্রেরণাজাত নয়; কঠোর আভ্যন্তরীন শিক্ষা আর প্রবৃত্তি প্রকৃতির অনুশীলনের ফলই হ'ল এইগুলি। এই কঠোর শিক্ষা ও অনুশীলনের প্রধান উদ্দেশ্য আবার প্রকৃত অনুপ্রেরণা লাভ আর ভেতরের বা বাইরের কোনও বাধাই যাতে শিল্পীর কাজে মনোযোগ বা কেন্দ্র সন্নিবেশ নষ্ট না ক'রে তার নিশ্চয়তা।

ষ্টুডিওতে কাজের ভেতর দিয়ে অভিনয়-শিল্পীর নিজস্ব ক্ষমতার নিশ্চিত বিকাশ হবে আর এমন হবে যাতে তার কল্পনাশক্তি আত্মশিক্ষায় নিয়ন্ত্রিত হয়ে তার সমস্ত ক্ষমতাকে চালিয়ে নেবার উপযোগী ক'রে তোলে একটি মাত্র পথে, সে পথ তার ভূমিকার নির্দিষ্ট পথ। কিন্তু কি ক'রে মঞ্চের সৃজনী শিল্পের সেই স্তরে পৌঁছানো যাবে, যেখানে 'কোনও এক ব্যক্তিকে আমি রূপ দান ক'রছি'—এটা শেষ হবে আর সুরু হবে—'আমি যদি এরূপ একটি চরিত্র হই, তাহলে আমার মনোভাবের প্রকৃত প্রকৃতি কি হবে আর কিই বা হবে তখন আমার সঠিক অঙ্গভঙ্গী?' এর জন্য প্রয়োজন হয় অনেক বছরের অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ। কথায় একে প্রকাশ ক'রে বলা সম্ভব নয়। পুসকিন নাট্যশিল্পকে আখ্যায়িত ক'রেছিলেন বিশেষ পরিবেশে প্রবৃত্তি-সত্য সঞ্চারের শক্তি হিসেবে। বলা যেতে পারে, পুস্‌কিনের প্রতিভা আজও তো অনতিক্রম্য রয়েছে, বলা যেতে পারে, সেই পথই অনুসরণ ক'রব আমরা ষ্টুডিওর কাজে আর নিযুক্ত হব মানবীয় ভাব ও অনুভবের এবং তদুপযোগী সঠিক আঙ্গিক অভিনয়ের অনুশীলনে।

সারা দুনিয়ার সাধারণ মানুষ যে সাদাসিধে দৈনন্দিন জীবন যাপন করে মনস্তাত্ত্বিক প্রশ্নে সেই জীবনই হ'বে আমাদের প্রথম গবেষণার বিষয়। সাধারণ মানুষ আর সাধারণ জীবনের রূপায়ন হিসেবে মঞ্চও স্বভাবতঃই অত্যন্ত সাধারণ বৃত্তির অনুসরণ করে, একান্তভাবে অসাধারণ লোকেরাই যেসব কাজ করে তার অনুবর্ত্তনে নিযুক্ত থাকে না। অবশ্য, এর অর্থ নিশ্চয়ই এ নয় যে সাধারণ মানুষ কোনও এক সাধারণ দিনে কোনও অসাধারণ কাজ আদৌ করতে পারে না। দেশের জন্য, বন্ধুর জন্য বা মহৎ কোনও উদ্দেশ্যে যে প্রাণ দিয়েছে, তার আত্মত্যাগের মহত্তম প্রচেষ্টায় ক্রমোন্নত অগ্রগতির সব ক'টি ধাপই জানতে হবে অতি সাধারণ ও সামান্য প্রচেষ্টা থেকে সুরু ক'রে, জানতে হবে শুধু বোঝবার জন্য নয়, জীবন্ত প্রতিচ্ছবিতে রূপান্তরিতও করতে হবে তাকে আর রূপায়িত করতে হবে সত্যকার ও সঠিক আঙ্গিক অভিনয়ে।

কিন্তু এই সমস্তকে কি ক'রে আমরা লক্ষ্য ক'রব আর কি ক'রেই বা রূপায়িত ক'রব তাকে আমাদের জীবনের মুহূর্ত্তগুলিতে? কি সেই বস্তু যার অভাবে দর্শককে কখনই আমরা বোঝাতে পারব না যে আমাদের শিল্প শুধু বোধগম্য নয়, প্রয়োজনীয়ও বটে? মানুষের জীবনে সমগ্রতার ভিত্তি তার প্রকৃতি-দত্ত ছন্দ অর্থাৎ শ্বাসপ্রশ্বাস আর আমাদের শিল্পেও যে এই ছন্দই সমগ্রতার ভিত্তি সে-কথা যদি আমরা বুঝতে না পারি, তাহ'লে সমগ্র একটি অনুষ্ঠানে একটি ছন্দের প্রবর্ত্তনে যেমন কখনই সমর্থ হব না, তেমনই সমর্থ হব না ঐ ছন্দে অনুষ্ঠানের প্রত্যেকটি শিল্পীর সুর মিলিয়ে এক ঐক্যতানী সমগ্রতার সৃষ্টিতে। জীবনে প্রতিটি মানুষকে যে ছন্দ প্রকাশ ক'রতে হয় তা' জন্ম নেয় তার শ্বাসক্রিয়ায় অর্থাৎ তার প্রথম অনিবার্য্য প্রয়োজন থেকে; তারপর, ক্রমশঃ সারা দেহমনই হয়ে পড়ে এর উৎস। সৃজনী কাজে প্রত্যেকটি মানুষই অদ্বিতীয় ও স্বতন্ত্র, এক একটি ছন্দোময় ব্যক্তিসত্ত্বা।

কারও কি কিছু তা'হলে জানার প্রয়োজন নেই, একবার ছন্দটি নির্দিষ্ট ও প্রতিষ্ঠিত ক'রতে পারলেই কি পুরোপুরিভাবে অনুপ্রেরণার ওপর নির্ভর করা সম্ভব? তথাকথিত অনুপ্রেরণা-মতাবলম্বীরা প্রথমতঃ তাদের সমস্ত সহজাত শক্তিকে [illegible] ও বাগিয়ে তুলতে

চেষ্টা ক'রতেন, ফলে প্রায়শঃই সত্যকার সহজাত অনুপ্রেরণার অন্তর-শুদ্ধ উন্নত শক্তির শৈল্পিকতার পরিবর্ত্তে শুধু সরাসরি পাওয়া যেত সহজ ক্ষমতাজাত অতিরঞ্জন, মিথ্যা কারুণ্য ও অতি-অভিনয়, আর "এই এই ভাবের অভিনয় এই এই কায়দায় হবে"—এই কৃত্রিম মঞ্চনির্দ্দেশের কল্পনা গজিয়েছে এ থেকেই। শিল্পে নিযুক্ত হ'য়ে নিজেদেরই যাঁরা শুধু ভালবাসেন না বা বেশী মূল্য দেন না, জীবনে পছন্দসই জীবনপদ্ধতি হিসেবে যাঁরা দেখেন অভিনয়-শিল্পকে, যাঁরা মনে করেন জীবনই মূল্যহীন হয়ে পড়বে এর অভাবে, ষ্টুডিওতে দীর্ঘ একনিষ্ঠ অনুশীলনের মধ্য দিয়ে এইসব সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা করতে পারবেন তাঁরা।

উত্তর দেবার মত আরও একটি প্রশ্ন তবু থেকে যায়। শিল্প যদি প্রত্যেকের অনুপম প্রকাশভঙ্গীই হয়, অনেক শিল্পীর সমবেত অ নের জন্য ষ্টুডিও নির্ম্মাণ কি ক'রে আদৌ সম্ভব হ'তে পারে? প্রত্যেকেরই সম্ভবতঃ নিজস্ব ষ্টুডিও থাকবে? কাজের মধ্য দিয়ে আমরা দেখতে পাব, প্রত্যেকটি মানুষের সৃজনী-শক্তি তার নিজের মধ্যে থাকলেও আর একজনের সৃজনী-প্রতিভা আর একজনের সঙ্গে একই খাতে বইতে না পারলেও, সাধারণ ধরণের অনেক কার্য্যক্রম ও সমস্যা আছে। প্রত্যেক সৃজনী শিল্পীর পক্ষে তা' সমানভাবে খাটে। প্রত্যেকেই তাই একটি বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রাখতে পারেন, সে তাঁর নিজস্ব অন্তর্নিহিত ক্ষমতাবলী। কি ক'রে এইসব লক্ষ্য ও আবিষ্কার করা যায় আর কিসের সাহায্যেই বা তাকে অভিনয়-শিল্পী হ'বার উপযোগী উন্নত সংস্কারমুক্ত ক'রে তোলা যায়, এটা ছাত্র ও শিক্ষক উভয়েরই সাধারণ কর্ত্তব্য- সম্পূর্ণতার পথে তাদের সাধারণ শিল্পশৈলী। সৌন্দর্য্যের মধ্যে নিজের ও দর্শকের জন্য এক সাধারণ সংজ্ঞা লক্ষ্য করেন অভিনয়-শিল্পী। বস্তুতঃ সৃজনী কাজে প্রত্যেকেরই লক্ষ্য রাখতে হবে তার নিজস্ব ছন্দকে, কিন্তু শিক্ষককে আরও একটু এগিয়ে যেতে হবে—সমস্ত ছাত্রের শিল্পছন্দকে অন্তর্ভুক্ত ক'রতে হবে তাকে তার নিজস্ব সৃজনী-বৃত্তে। [ক্রমশঃ]

পরিভাষা :—

সৃজনী শিল্প—Creative art
সাত্ত্বিক অভিনয়—Psychological action
সহজাত জ্ঞান—Intuition
ছন্দ—Rhythm সৃজনীবৃত্ত—Creative circle
কেন্দ্রসন্নিবেশ—Concentration সাধারণভাবে Concentration অর্থে 'একাগ্রতা' করা যেত। কিন্তু লেখক সর্ব্বত্র Concentration কথাটি খুব ব্যাপক অর্থে ব্যবহার ক'রেছেন।

ষ্টুডিও—ষ্টানিস্লাভস্কি বলেন,—ষ্টুডিও থিয়েটারও নয়, প্রথম শিক্ষার্থীদের নাট্য-বিদ্যালয়ও নয়, ষ্টুডিও কমবেশী শিক্ষিত শিল্পীদের পরীক্ষা-নিরীক্ষার ল্যাবরেটরী।



★ ★ ★ ★

[মার্কিন ছবির লাস্যময়ী, যৌনমাদকতাসঞ্চারিণী অভিনেত্রী রিটা হেওয়ার্থ সারা বিশ্ব জুড়ে পরিচয় লাভ করেছে যতটা না তার অভিনয়ে, তার চেয়ে বেশী তার দুর্নিবার অপরিতৃপ্ত রোমান্সের ক্ষুধার জন্য। রোমান্স, প্রেম, বিবাহ কোনোটাই তার কাছে না বন্ধনহীন গ্রন্থি, না কোনো গ্রন্থির বন্ধন! এই দুর্ব্বার রোমান্স-পিয়াসী মন মার্কিন মুলুকে তথা হলিউডেও আলোড়নের সঞ্চার করেছিল—তার ফলে চিত্রজগতে এবং গুণমুগ্ধ চিত্রদর্শকদের মনোজগতেও তার প্রতিষ্ঠা একরকম শূন্যের কোঠায় এসে পৌচেছিল। প্রিন্স আলি খাঁ রিটার সঙ্গে বিচ্ছিন্ন বিবাহবন্ধন পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টায় ব্যর্থকাম ও অপ্রতিভ হয়েছেন। সম্প্রতি রিটা আবার চিত্রজগতে ফিরে আসছে হৃত প্রতিষ্ঠা ও মাদকতা-সঞ্চারী সুনাম ফিরে পাবার জন্য।]

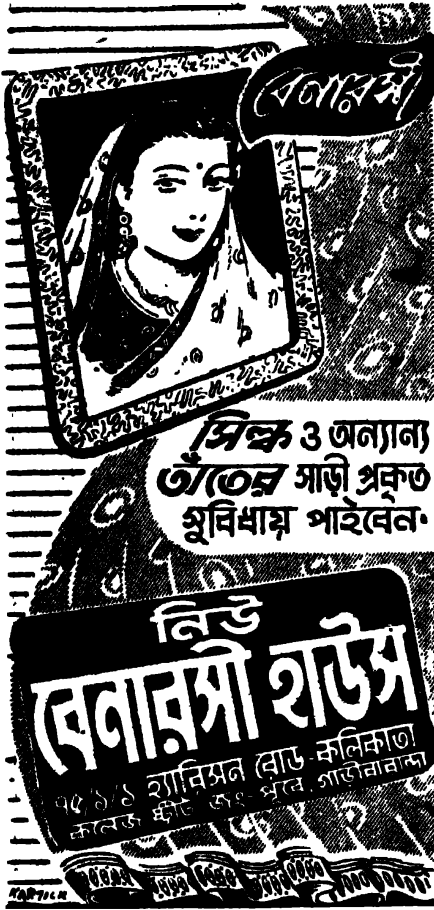
সারা বিশ্বের বিস্ময় জেগে উঠেছে আজ ছলনাময়ী অভিনেত্রী রিটা হেওয়ার্থকে নিয়ে। সাংবাদিক থেকে আরম্ভ করে সাধারণ মানুষের উদগ্রীব লক্ষ্যবস্তু হয়ে উঠেছে সে। তার জীবনের প্রতিটি প্রেম-কাহিনী নাটকীয়—আর সেইজন্যেই বোধ করি তা' ক্ষণস্থায়ী। একের পর এক তার কাছে এসে উপস্থিত হচ্ছেন গুণমুগ্ধ ও রূপমুগ্ধের দল। চোখে তাঁদের স্বপ্নের নেশা। কিন্তু স্বপ্নমাত্রই ভঙ্গুর—স্থিতি নেই তার। তাই বোধ হয় মধুমাসের শেষ পর্য্যায়ে আসে দুর্য্যোগ—নেশা যায় টুটে—ক্ষতবিক্ষত হয়ে ওঠে হতভাগ্য প্রণয়ীদের অন্তর।

মার্গারিটা কারমেন ক্যানাসিনো নামে অল্পবয়স্কা এক স্প্যানিশ নর্ত্তকী ছবির রাজ্য হলিউডে এসে উপস্থিত হলো। এই ছোট্ট মেয়েটি কিন্তু বেশীদিন অপরিচিত রইলো না। অল্পদিনের মধ্যেই সে চিত্রজগতে বিখ্যাত হয়ে উঠলো রিটা হেওয়ার্থ নামে।

হলিউডে আসার আগেই এড্. জাডসন্ নামে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে রিটা পরিণয়সূত্রে আবদ্ধা হয়। কিন্তু বন্ধন দীর্ঘস্থায়ী হলো না—ঘটলো বিবাহ-বিচ্ছেদ।



ছলনাময়ী রিটা



রিটা দ্বিতীয়বার বিবাহ ক'রল বিখ্যাত প্রযোজক-পরিচালক-অভিনেতা অরসন ওয়েলস্‌কে। এই বন্ধনে অরসন্ ওয়েলস্ সুখী হলেন—রিটা লাভ করল তার প্রথম কন্যা সন্তান। কিন্তু হলিউডের বেশীর ভাগ অভিনেত্রীর মত রিটার প্রেমও একজনের ওপরেই আবদ্ধ রইলো না। তাই এ বিবাহবন্ধন স্থায়িত্বলাভ করলো না—হলো দু'জনের মধ্যে ছাড়াছাড়ি।

এইভাবে বিভিন্ন জায়গায় এক থেকে আর এক রোমান্সের মধ্য দিয়েই রিটার দিন কাটছিল। তারপর এলো সেই স্মরণীয় দিন—যে দিনটিতে রিটার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ ঘটলো প্রিন্স আলি খাঁর। রিটা তখন ফ্রান্সে ছুটি উপভোগ করছিলো।

এই সময়েই ইরাণের মহামান্য শাহ্ মহম্মদ রেজা [illegible] রূপমুগ্ধ হয়ে পড়লেন। তাই তাঁর ফ্রান্সে অবস্থানের শেষ রাত্রে তিনি রিটাকে 'ইডেন রকে' ডিনারের নিমন্ত্রণ জানালেন। প্রায় দু' ঘণ্টা ধরে তিনি রিটার প্রত্যাশায় কাল গুণছেন, কিন্তু রিটার দেখা নেই। রিটা তখন ধনকুবের মহামান্য আগা খাঁ-তনয় প্রিন্স আলি খাঁর সাহচর্য্যে 'ফ্রেঞ্চ রিভেয়ারাতে' সময় কাটাচ্ছেন।

প্রিন্স আলি খাঁ ইতিপূর্ব্বে দু'বার বিয়ে করেছেন ও প্রত্যহ প্রায় অগুন্তি চিঠি আসে তাঁর কাছে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে। শুধু তাই নয়, প্রায় শতাধিক রোমান্স তাঁর জীবনকে করেছে রোমাঞ্চিত।

রিটার সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ ঘটে ১৯৪৮ সালের জুলাইয়ে প্যারিসে এক পার্টিতে। রিটার পরিধানে ছিল লাল রঙের অপূর্ব্ব সুন্দর এক পরিচ্ছদ। প্রিন্স আলি খাঁ যখন নাচের আসরে নেমে এলেন লাল গাউন-পরা সেই মেয়েটিই হলো তাঁর নৃত্যসঙ্গিনী। এরপর রিটার ভবিষ্যৎ স্বামী কে হবেন এই নিয়ে যথেষ্ট আলোচনার সৃষ্টি হলো সংশ্লিষ্ট মহলে। কানাকানি থেকে আরম্ভ করে জানাজানি কিছুই আর বাকী রইলো না। ১৯৪৮ সালের আগষ্টের প্রথম সপ্তাহেই রিটা ও আলির প্রণয়-বার্ত্তা রাষ্ট্র হয়ে গেল চতুর্দ্দিকে। কিন্তু প্রিন্সকে এই প্রণয়লাভের জন্য যথেষ্ট ধৈর্য্য ও অধ্যবসায় দেখাতে হয়েছে।

প্যারিসের এক সংবাদপত্র এই সময় মন্তব্য করলেন—"রিটা অবশেষে তার প্রেমপ্রত্যাশী বহুজনের মধ্যে থেকে একজনকে মনোনীত করেছে এবং সেই সৌভাগ্যবানটি হলেন প্রিন্স আলি খাঁ।" রিটার প্রেম-প্রত্যাশীদের মধ্যে তার ভূতপূর্ব্ব স্বামী অরসন ওয়েলস্‌ও ছিলেন, এবং সেই সূত্রে তিনি রোম ও 'ফ্রেঞ্চ রিভেয়ারা'তে যাতায়াতও করেছিলেন। কিন্তু তাঁর সমস্ত চেষ্টাই হতাশায় পরিণত হয়।

এরপরই, অর্থাৎ ১৯৪৮ সালের আগষ্টের দ্বিতীয় সপ্তাহে দেখা যায় রিটা ও প্রিন্স আলি মোটরে করে আনন্দ-ভ্রমণে বেরিয়েছেন। স্পেনের নানান্ জায়গা ঘুরে তাঁরা মাদ্রিদ হয়ে লিসবনে এসে পৌছন। এঁস্তারিলের

আধুনিক বিশ্রামাগারে কিছুদিন কাটিয়ে তাঁরা বেয়ারিজে এসে উপস্থিত হলেন প্রিন্সের নিজস্ব বিমানে করে। এখানে হোটেল মিরামের-এ এক সপ্তাহ অবস্থান করলেন তাঁরা—লা চেম্বার দ্য এ্যামার-এ সাঁতার কেটে আর লে বার বেস্কে আকণ্ঠ মদ্যপানের মধ্যেই তাঁদের সময় কাটতে লাগলো সাঁ সেবাষ্টিয়ানেও কিছুদিন থেকে তাঁরা ফিরে এলেন তাঁদের পুরোনো কাফেতে।



রিটার রোমান্স-স্ফুলিঙ্গে অনির্ব্বান দীপ্তি সঞ্চারে দুর্জ্জয়সংকল্প প্রিন্স আলী খাঁ

এরপরই দেখা গেল রিটা 'কুইন এলিজাবেথ' জাহাজে হলিউড অভিমুখে যাত্রা করেছে আর আলি খাঁ আনন্দে ভরপুর মন নিয়ে 'মে ফেয়ারে' 'কোটে দ্য এ্যাজার'—তাঁর ছোট্ট কুটিরে ফিরে এসেছেন। তিনি তখন ভবিষ্যৎ কর্ম্মময়, আনন্দময় জীবনের পরিকল্পনায় ব্যস্ত।

ইতিমধ্যে রিটা ও আলির ইউরোপ সফর ও প্রণয়-বার্ত্তা ছড়িয়ে পড়েছে চতুর্দ্দিকে। কাগজে কাগজে বড় বড় অক্ষরে প্রকাশিত হচ্ছে তাঁদের প্রেমপর্ব্বের খবরা-খবর। তাঁদের বিবাহের তারিখ নিয়ে চতুর্দ্দিকে জল্পনা-কল্পনা চলতে লাগলো। অবশেষে এই প্রত্যাশার সমাধান হলো—১৯৪৯ সালের ২৭শে মে 'ফ্রেঞ্চ রিভেয়া-রা'তে তাঁরা পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হলেন। সাংবাদিকরা এই বিবাহকে আখ্যা দিলেন—"Cinderella-Prince Charming Romance", যদিও উভয়েরই এর আগে দু'-দু'বার বিয়ে হয়েছে। প্রিন্স আলির পিতা মহামান্য আগা খাঁ এই বিবাহ উপলক্ষ্যে বলে পাঠালেন—"রিটা যদি তার কাজ (চলচ্চিত্রাভিনয়) চালিয়ে না যায় তবে তা' বড়ই দুঃখের কথা হবে। তার ক্ষমতা আছে; তা'ছাড়া এটা আলিকেও নিজের পায়ে ভর দিতে শেখাবে।"

বিবাহের সাত মাস পরেই রিটা জন্মদান করলো 'জেসমিন'-এর, তার দ্বিতীয় কন্যা। সারা বিশ্বে হৈ চৈ পড়ে গেলো আর একবার। এর আগের বিয়েগুলির দরুন প্রিন্সের দুই পুত্র ছিলো, তাই 'জেসমিন' ভূমিষ্ঠ হওয়ার সংবাদে তিনি উৎফুল্ল হয়ে বললেন 'আমি অত্যন্ত আনন্দিত। আমি যা' চেয়েছিলাম ঠিক তাই হয়েছে।'

এই মিলনের প্রতিক্রিয়া কিন্তু আমেরিকাতে মোটেই সুবিধাজনক হয় নি। কোলারাডোর ডেমোক্র্যাট সিনেটর এড্উইন. সি. জনসন্ রিটার কাজের বিরুদ্ধে তীব্র অভিযোগ আনলেন। শুধু তাই নয়, রিটাকে তিনি 'দুর্নীতির মূর্ত্তিময়ী প্রচারিকা' আখ্যা দিলেন।

কিন্তু শিল্পী রিটার মন আবার শিল্পসৃষ্টির জন্য উন্মুখ হয়ে উঠলো। তাই জেসমিন জন্মাবার পরেই সে স্বামীর কাছে অনুমতি প্রার্থনা করলো চিত্রজগতে পুনরায় যোগদানের জন্য। প্রিন্স ইতঃস্তত করতে লাগলেন। অনুমতি দিতে প্রিন্সের মন চাইলো না। রিটা কিন্তু ইতি-মধ্যেই কলম্বিয়া চিত্রপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেছে।

হলিউডে ফিরে রিটার আবার সুরু হলো শিল্পীজী:

রিটার স্বপ্ন হলো শেষ। রিটা-আলির প্রেমের স্বপ্ন-বিলাসের সমাপ্তি ঘটলো।

রিটা তার আইনজ্ঞদের জানালো, সে প্রিন্স আলির সঙ্গে বিবাহ-বিচ্ছেদের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করছে। সে আরও জানালো যে দীর্ঘদিন বিবেচনার পরই এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। রিটার কথায় বলতে গেলে—"আমি আমার সন্তানদের ও আমার জন্যে যে সুখের সংসার চেয়েছিলাম, সে আশা পূরণ হল না। আমার স্বামীর সামাজিক বাধ্য-বাধকতা ও আরও বহুবিধ প্রথার চাপে আমার মনের সাধ মিটলো না।" রিটার স্নেহ-ভালোবাসা স্বামীদের চেয়ে তার সন্তানদের ওপরই বেশী। তাই জেসমিনের লালন-পালনের অধিকার নিয়ে তাঁদের দু'জনের মধ্যে বাদ-বিতণ্ডার সৃষ্টি হয়েছিল। কার ওপর এই অধিকার বর্তায় তা দেখবার জন্য বিশ্বের প্রতিটি লোক উন্মুখ হ'য়ে উঠেছিলেন।

রিটার সঙ্গে বিবাহ-বিচ্ছেদ সম্পর্কে প্রিন্স আলিকে প্রশ্ন করা হলে মৃদু হেসে তিনি বলেন "আমি কিছুই বলতে পারি না।" এদিকে প্রিন্সের পক্ষের আইনজ্ঞও জানান যে, রিটা যদি বিবাহ-বিচ্ছেদের আবেদন করে তাহ'লে প্রিন্সের পক্ষ থেকেও অনুরূপ একটি বিবাহ-বিচ্ছেদের আবেদন দাখিল করা হবে।

সম্প্রতি এক খবরে প্রকাশ যে প্রিন্স আলির কাছ থেকে পুনর্মিলনের যে প্রস্তাব পেয়েছিল রিটা তা' প্রত্যাখ্যান করেছে। রিটা হলিউড থেকে রেনো (নেভাদা) যাবার পরিকল্পনা করে। সেখানে গিয়েই সে বিবাহ-বিচ্ছেদ করেছে। রিটা আরও বলে যে, যতদিন পর্য্যন্ত না প্রিন্স আলির সঙ্গে তার আইনতঃ বিচ্ছেদ হচ্ছে ততদিন সে প্রিন্সের সঙ্গে দেখা করবে না।

রিটা ও আলির বিবাহ তাঁদের জীবনে বিবাহ নয়—বিড়ম্বনা। প্রেমের মোহে অন্ধ হয়ে তাঁরা ছুটেছিলেন। তাই বোধ হয় তাঁদের এই দাম্পত্য-জীবন সমাপ্তি লাভ করলো এত অল্পকালের মধ্যেই। কেন যে এই অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটলো তা' নিয়েও নানা গুজব রটতে লাগলো কেউ কেউ বললেন, ইদানীং আলি নাকি রিটাকে এড়িয়ে চলতেন। শুধু তাই নয় ব্রডওয়ের বিখ্যাত নিগ্রো নর্ত্তকী ক্যাথ্রিন ডানহাম্ তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করায় প্রিন্স আলি তাকে (ক্যাথ্রিনকে) অলঙ্কারের উপহারে ভরিয়ে তোলেন। এতে রিটার ক্ষুব্ধ হবারই কথা।

আর একদল বললেন,—রিটার ভূতপূর্ব্ব স্বামী অরসন্ ওয়েলস্ নাকি রিটাকে ফিরে পাবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করছেন। রিটার মনেও নাকি তাঁর জন্য আজও জেগে আছে এক কোমল প্রেমময় অনুভূতি। এছাড়াও, এই বিয়ের দরুনই রিটার শিল্পীজীবনে এক দুর্লঙ্ঘ্য বাধার সৃষ্টি হয়েছে—একথাও অনেকে বললেন। বিবাহিতা বলে রিটা নিশ্চয়ই এ বাধা সহ্য করতে রাজী নয়। তার ওপর আলিকে অনেক সময় নানারকম সরকারী কাজে উপস্থিত থাকতে হতো যা' নাকি রিটার মত মেয়ের মেজাজে সয় না।

কিছুদিন আগেই শিকারের উদ্দেশ্যে আলি খাঁ আফ্রিকা ভ্রমণে যান। রিটা কন্যার সঙ্গে বাস করার অভিপ্রায়ে ও অজুহাতে বাড়ীতেই থেকে যায়। শুধু তাই নয় আলির পিতা মহামান্য আগা খাঁ রিটাকে এক পার্টিতে আমন্ত্রণ জানালে রিটা সরাসরি তা' প্রত্যাখ্যান করে বসলো। বিচ্ছেদের বহ্নি ধূমায়িত হতে থাকে—বিরক্ত হয়ে ওঠেন প্রিন্স আলি। তিনি স্পষ্টই জানিয়ে দেন, রিটা যদি হলিউডে ফিরে অভিনয়-জীবন সুরু করলেই আনন্দিত হয় তবে সে স্বচ্ছন্দে সেখানে ফিরে যেতে পারে। তাদের মধ্যে ঘটলো বিচ্ছেদ—রিটা ফিরে গেল হলিউডে। রহস্যময়ী নারীর জীবননাট্যে প্রেমের অঙ্কে আর একবার যবনিকা পড়লো।

প্রিন্স নতুন প্রেয়সীর সন্ধানে ঘুরতে লাগলেন বিভিন্ন দেশে এবং পরিশেষে হলিউডেই তা' খুঁজে পেলেন। বিখ্যাত অভিনেত্রী অলিভিয়া ডি হ্যাভিল্যাণ্ড-এর 'অস্কার'-বিজেতা ভগ্নী অভিনেত্রী জোয়ান ফন্টেন হলেন তাঁর নবতমা মানসীপ্রিয়া।

নাটকীয়ভাবে যে-প্রেমের উদ্ভব হয়েছিল একদিন তা' শেষও হ'ল নাটকীয়ভাবে।

ষ্টুডিও সংবাদ

দর্পচূর্ণ

শ্রীমতী কানন দেবীর প্রযোজনায় শ্রীমতী পিকচার্সের পরবর্ত্তী ছবি 'দর্পচূর্ণ'র চিত্রগ্রহণ ভারতলক্ষ্মী ষ্টুডিওতে প্রায় অর্দ্ধেক শেষ হয়ে এসেছে। খ্যাতনামা আলোকচিত্রশিল্পী দেওজীভাই আলোকচিত্র গ্রহণ করছেন। সুরসৃষ্টি ও সম্পাদনা করছেন যথাক্রমে কালিপদ সেন ও কমল গাঙ্গুলী। শিল্প-নির্দ্দেশনার ভার রয়েছে সত্যেন রায় চৌধুরীর ওপর। ছবিটি পরিচালনা করছেন 'শ্রীমতী পিকচার্স ইউনিট'। বিভিন্নাংশে রূপদান করছেন কানন দেবী, রাধামোহন ভট্টাচার্য্য, জহর গাঙ্গুলী, পদ্মা দেবী, তুলসী চক্রবর্ত্তী, কালী সরকার, বিপিন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি। নারায়ণ পিকচার্সের পরিবেশনায় ছবিটি আগামী দিনের অন্যতম স্মরণীয় অবদান হয়ে দর্শকদের অভিবাদন জানাবে।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র

গোপাল ভাঁড়ের পৃষ্ঠপোষক রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের জীবনী অবলম্বনে সুধীরবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায় একখানি ছবি তোলার কাজ অর্দ্ধেক এগিয়ে এনেছেন। কলাকুশলীদের মধ্যে কাজ করছেন আলোকচিত্রে সুধীর দাস, শিল্পনির্দ্দেশনায় শুভো মুখোপাধ্যায় এবং সুর-যোজনায় উমাশঙ্কর। অভিনয়-শিল্পীদের মধ্যে আছেন পাহাড়ী সান্ন্যাল, ছবি বিশ্বাস, বিকাশ রায়, মলিনা, সমীরকুমার, সমীর মজুমদার, উৎপল, তুলসী চক্রবর্ত্তী, অনুপকুমার, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি।

মায়াকানন

প্রমথেশ বড়ুয়ার অসমাপ্ত ছবি 'মায়াকানন'-এর চিত্রগ্রহণ তাঁরই সহকারী বিভূতি চক্রবর্ত্তী আরম্ভ করেছেন। বড়ুয়ার প্রতিভূরূপে অভিনয় করছেন অবনী মজুমদার এবং অন্যান্য শিল্পীরা হলেন প্রভাত সিংহ, শিবপ্রসাদ, রাধারাণী, অঞ্জলি রায়, দুনিয়া দত্ত, মণি ঘোষ, মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোরঞ্জন প্রভৃতি। সুর দিয়েছেন অনিল বাগচী, গীত রচনায় আছেন গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার এবং নৃত্য পরিচালনায় পিটার গোমেস।

অনিবার্য্য

ইষ্ট এণ্ড ফিল্মসের পরিবেশনায় চৈতালী চিত্র প্রতিষ্ঠানের প্রথম চিত্র-নিবেদন 'অনিবার্য্য' কয়েকটি চিত্রগৃহে অবিলম্বে মুক্তিলাভ করবে। অদৃষ্টের নিষ্ঠুর পরিহাস একটি মধ্যবিত্ত সংসারে যে আলোড়নের সৃষ্টি করল তারই অবধারিত পরিণাম নিয়ে 'অনিবার্য্যে'র কাহিনী গড়ে উঠেছে। ছবিটি পরিচালনা করেছেন রতন চট্টোপাধ্যায়। সঙ্গীত পরিচালক অনিল বাগচীর সুরসংযোজনা চিত্রের অন্যতম সম্পদ। বিভিন্ন ভূমিকায় অনুভা, পদ্মা, রেণুকা, বিমান, বিপিন গুপ্ত, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, বাণীব্রত, তুলসী চক্রবর্ত্তী, প্রীতিধারা, রেবা, অপর্ণা প্রভৃতিকে দেখা যাবে। চিত্রগ্রহণ ও শিল্পনির্দ্দেশনায় আছেন যথাক্রমে বিশু চক্রবর্ত্তী ও বীরেন নাগ।

মাকড়সার জাল

যোগেশ চৌধুরীর রচনা অবলম্বনে নীলকণ্ঠ পিকচার্সের 'মাকড়সার জাল' ছবিখানির চিত্রগ্রহণ সমাপ্ত হয়েছে। পরিচালনা করেছেন পশুপতি কুণ্ডু এবং অভিনয় করেছেন বিকাশ রায়, ছবি বিশ্বাস, জহর গাঙ্গুলী, সন্তোষ সিংহ, হরিধন, আশু,নৃপতি, বেচু সিংহ, অনুভা, অপর্ণা, রেবা, লীলাবতী, শান্তি সান্ন্যাল প্রভৃতি। সুর-যোজনা করেছেন গিরীণ চক্রবর্ত্তী।

কবি চন্দ্রাবতী

আড়াইশো বছর আগেকার মহিলা-কবি চন্দ্রাবতীর জীবন কাহিনী অবলম্বনে উদয়ন পিকচার্সের প্রথম অর্ঘ "কবি চন্দ্রাবতী" নির্ম্মীয়মান চিত্রাবলীর অন্যতম। নাম-ভূমিকায় অভিনয় করছেন অনুভা গুপ্তা, আর অপরাপর ভূমিকায় আছেন পাহাড়ী, উত্তমকুমার, তুলসী চক্রবর্ত্তী

প্রভৃতি। ছবিখানি পরিচালনা করছেন হীরেন নাগ এবং সুর দিচ্ছেন কালিপদ সেন।

বিষবৃক্ষ

ষ্টুডিও এক্সের "বিষবৃক্ষ" নবগঠিত ইম্পিরিয়াল ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটার্সের পরিবেশনায় মুক্তি-প্রতীক্ষায় রয়েছে। ছবিখানি পরিচালনা করেছেন শান্তিপ্রিয় মুখোপাধ্যায় এবং অভিনয় করেছেন প্রণতি ঘোষ, পদ্মা, শান্তি সান্ন্যাল, লীলাবতী, মিহির ভট্টাচার্য্য, বেচু সিংহ, শ্যাম লাহা প্রভৃতি। সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন বীরেন চট্টোপাধ্যায়।

কলঙ্ক

ইন্দিরা পিকচার্সের প্রথম ছবি "কলঙ্ক"-র প্রাথমিক কাজ সম্পন্ন হয়েছে। নির্মলেন্দু ঘোষ নিজেরই গল্প নিয়ে ছবিখানি পরিচালনা করবেন এবং তত্ত্বাবধান করবেন নির্ম্মল তালুকদার। ছবিখানি তোলা হবে ইষ্টার্ণ টকীজ ষ্টুডিওতে।

আন

গত ১৮ই জুলাই বোম্বাইয়ের বিখ্যাত প্রযোজক মেহবুবের 'আন' চিত্রখানির বিশ্ব-প্রদর্শনী লণ্ডনের 'রিয়াল্টো'তে সম্পন্ন হয়েছে। চিত্রখানি হিন্দীতে গৃহীত কিন্তু সাবটাইটেল আছে ইংরাজীতে। ১লা আগষ্ট ছবিখানি একযোগে ভারতের বহু চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ করবে। হিন্দী ও তামিল সংস্করণ সমাপ্ত হয়েছে এবং ইতি-মধ্যে এর প্রিন্ট বোম্বাইয়ের পথে অগ্রসর হয়েছে। দীর্ঘদিনের সাধনায় এই 'আন' ছবি আজ মুক্ত হতে চলেছে। প্রকাশ, তিন বছরেরও বেশী সময় লেগেছে ছবিখানি সমাপ্ত করতে। অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে ফেয়ারডুন এ ইরাণী 'কলার ফিল্ম'-এর যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন 'আন'-এর প্রতিটি দৃশ্য বহন করবে তারই বিস্তৃত পরিচয়। প্রখ্যাত সুরকার নৌসাদ পরিচালনা করেছেন 'আন'-এর সঙ্গীত। প্রকাশ, অদ্যাবধি নৌসাদ যতগুলি চিত্রের সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন তার মধ্যে 'আন'-এর

সঙ্গীত পরিচালনা হয়েছে শ্রেষ্ঠতম এবং এর গানগুলি হয়েছে বছরের সেরা গান।

শাপমোচন

ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে এস এস পিকচার্সের 'শাপমোচন' ছবিখানির কাজ হচ্ছে। রূপশ্রী দেবী নামে এক নবাগতা শিল্পীকে এই ছবিতে নায়িকার ভূমিকায় দেখা যাবে।

হরনাথ পণ্ডিত

বীরেশ্বর কুণ্ডুর প্রযোজনায় এবং পঞ্চানন চক্রবর্ত্তীর পরিচালনায় টেকনিসিয়ান্স ষ্টুডিওতে 'হরনাথ পণ্ডিত'-এর চিত্রগ্রহণ অনেকদূর এগিয়ে গেছে। শিক্ষাব্রতীর আদর্শ ও তার জীবনের সমস্যা নিয়ে এই কাহিনীটি রচনা করেছেন বিমল চট্টোপাধ্যায়। বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করছেন কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, বিকাশ রায়, পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য, সদানন্দ চক্রবর্ত্তী, সন্ধ্যা, বাণী গাঙ্গুলী, নিভাননী, তারা ভাদুড়ী, শিবকালী প্রভৃতি। সুর দিচ্ছেন সত্যদেব চৌধুরী।

পথ নির্দ্দেশ

শরৎচন্দ্রের কাহিনী অবলম্বনে 'পথ নির্দ্দেশ'-এর চিত্রগ্রহণ এ্যাসোসিয়েটেড প্রোডাকসন্স ষ্টুডিওতে সমাপ্তপ্রায়। বিভিন্ন চরিত্রে রূপদান করছেন মনীষা দেবী, [illegible] দেবী, বীরেন চট্টোপাধ্যায়, মনোরঞ্জন, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, জীবেন, খগেন পাঠক, শিশির বটব্যাল, অজিত চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি।

মন্ত্রশক্তি

অনুরূপা দেবীর 'মন্ত্রশক্তি'-র পুনর্নির্ম্মাণ করছেন রসিক পিকচার্স, যাঁরা সম্প্রতি রাধা ফিল্মস ষ্টুডিওতে পৌরাণিক কাহিনী 'ধ্রুব'র চিত্রগ্রহণ আরম্ভ করেছেন। দুখানি ছবিই 'চিত্র-পরিবেশক' নামক নবগঠিত প্রতিষ্ঠান কর্ত্তৃক পরিবেশিত হবে

ভানুমতী

কল্পনা ছায়া মন্দির বিক্রমাদিত্যের কাহিনী অবলম্বনে 'ভানুমতী' নামক একখানি চিত্র-নির্ম্মাণে আত্মনিয়োগ করেছেন। পরিচালনা করবেন বিনয় ঘোষ। বর্ত্তমানে এই চিত্রের পরিচালক প্রাথমিক কাজ নিয়ে ব্যস্ত আছেন।

রাইকমল

তারাশঙ্করের 'রাইকমল' অবলম্বনে বড়ুয়া চিত্র প্রতিষ্ঠানের প্রস্তাবিত ছবিখানির চিত্রনাট্য রচনা সমাপ্ত হয়েছে। বিজন সেনের পরিচালনায় এই মাসেই টেকনিসিয়ান্স ষ্টুডিওতে চিত্রগ্রহণ আরম্ভ হবে।



'আন' চিত্রের একটি দৃশ্যে শ্রীমতী শীলা

সাত নম্বর কয়েদী

অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশান ষ্টুডিওতে তোলা হচ্ছে এস এম প্রোডাকসন্সের 'সাত নম্বর কয়েদী'। সজ্জন বলে সম্মানিত কেউ হঠাৎ অনেক দিন আগেকার একজন দাগী কয়েদী বলে জানাজানি হলে তখনও সমাজ তাকে ঠাঁই দেবে কিনা এই রকম এক সমস্যা ছবিতে ফুটিয়ে তোলার জন্য পরিচালক সুকুমার দাশগুপ্ত চেষ্টা করছেন। মণি বর্ম্মার লেখা এই কাহিনীটির বিভিন্ন চরিত্রে রূপদান করছেন জহর গাঙ্গুলী, ছবি বিশ্বাস, কানু বন্দ্যোপাধ্যায় মলিনা দেবী প্রভৃতি। কালিপদ সেন সুর-যোজনার ভার পেয়েছেন। ছবিখানি পরিবেশনা করবেন ছায়াবাণী লিমিটেড।

প্রশ্ন

প্রথম ছবি 'মীমাংসা'র পর বি আর প্রোডাকসন্স'

অতঃপর কালী ফিল্মস ষ্টুডিওতে 'প্রশ্ন' তোলা আরম্ভ করেছেন। ছবিখানি তুলছেন তরুণ পরিচালক শান্তি-রঞ্জন। সুরযোজনা ও নৃত্য পরিকল্পনার জন্যে নিযুক্ত হয়েছেন যথাক্রমে খগেন দাশগুপ্ত ও পিটার গোমেস।

ভোর হ'য়ে এলো

অর্থনৈতিক বিপর্য্যয়বিধ্বস্ত মধ্যবিত্ত সমাজের প্রতিটি মানুষের জীবনকে বিড়ম্বিত ক'রে জড়িয়ে আছে আশাভঙ্গ, দুঃখ আর লাঞ্ছনা. দুঃসহ অভাব অনটন এবং অবমাননা। তবু তারই মধ্যে জেগে থাকে ছোট্ট আশা, সামান্য স্বপ্ন দুঃখ অনটনকে হাসিমুখে বরণ করার অজেয় সাধনা; জেগে থাকে সামান্যতে সন্তুষ্ট হওয়ার অসামান্য মোহ, দুর্ব্বার জীবন-সংগ্রামে ক্ষণিকের স্বস্তি ও নিশ্চিন্ততা লাভের ক্ষীণ আশা, ভবিষ্যতের সুখকল্পনা। আজকের প্রতিপদে বিড়ম্বিত মধ্যবিত্ত সমাজের অতি অন্তরঙ্গ এবং বাস্তবাভি-মুখী কাহিনী নিয়ে রচিত 'ভোর হ'য়ে এলো' ছবির চিত্রগ্রহণ দ্রুতগতিতে অগ্রসর হচ্ছে টেক্‌নিসিয়ান্স ষ্টুডিও এবং ক্যালকাটা মুভিটোন ষ্টুডিওতে। কাহিনী রচনা করেছেন 'প্রত্যাবর্ত্তন'-খ্যাত সলিল সেনগুপ্ত, পরিচালনা করছেন 'পরিবর্ত্তন' ও 'বরযাত্রী'-খ্যাত সত্যেন বসু, সঙ্গীত পরিচালনায় আছেন সলিল চৌধুরী। বিভিন্ন ভূমিকা রূপায়নে আছেন অভি ভট্টাচার্য্য, শোভা সেন, প্রণতি ঘোষ, গঙ্গাপদ বসু প্রভৃতি। চিত্রটির পরিবেশক প্রাইমা ফিল্মস্ (১৯৩৮) লিঃ।

নবগঠিত ওয়েষ্টোর্ণ ফিল্মস লিঃ শীঘ্রই এঁদের প্রথম চিত্র-নিবেদন 'খুনী'র চিত্রগ্রহণ ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে আরম্ভ করবেন। এর রচয়িতা শিশির চক্রবর্ত্তী, চিত্রনাট্য ও সংলাপের ভার নিয়েছেন পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়, পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন ধীরেশ ঘোষ, সহযোগিতা করবেন প্রহ্লাদ গঙ্গোপাধ্যায়, সুর-সংযোজনা করবেন কৃতী সঙ্গীত পরিচালক কালিপদ সেন। এই ছবির বিভিন্ন ভূমিকায় আছেন—শিপ্রা দেবী, সন্ধ্যা, সাবিত্রী, নীলিমা, কানু, বিনয়কুমার, অজিত ঘোষাল প্রভৃতি শিল্পী-বৃন্দ।

চিতা বহ্নিমান

চিত্রশ্রী লিঃ-এর বহু প্রতীক্ষিত কথাচিত্র 'চিতা-বহ্নি-মান' মুক্তির পথে। কাহিনী রচনা করেছেন ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়। ভূমিকালিপিতে আছেন: অভি ভট্টাচার্য, অনুরাধা দেবী, ভানু ব্যানার্জী, সুপ্রভা মুখোপাধ্যায়, ফণী বিদ্যাবিনোদ, সুদীপ্তা রায়, বলীন সোম, স্বাগতা চক্রবর্ত্তী, ও নিভাননী প্রভৃতি। সংগীত পরিচালনায় উমাপতি শীল আর ছবির প্রযোজক ধীরেন শীল নিজেই ছবিটি পরিচালনা ক'রেছেন। শ্রী ও অন্যান্য জনপ্রিয় চিত্রগৃহের এটি পরবর্ত্তী আকর্ষণ।

পরিচালকের বক্তব্য

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের চিত্ররূপ সম্বন্ধে কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীনির্ম্মল দত্ত লিখিত একটি অনুরোধপত্র পত্রস্থ হইয়াছে আনন্দবাজার পত্রিকায়। পত্রলেখককে প্রথমেই ধন্যবাদ জানাইয়া নিবেদন করি যে, চিত্রগ্রহণের পূর্ব্বেই আমি অবহিত হইয়া কার্য্য আরম্ভ করিয়াছি। মহারাজা কৃষ্ণ-চন্দ্রের স্মৃতিবিজড়িত কৃষ্ণনগরের রাজবাড়ী আমি আমার আর্ট-ডাইরেক্টর এবং ষ্টিল-ক্যামেরাম্যানকে সঙ্গে করিয়া চিত্রগ্রহণের পূর্ব্বেই পরিদর্শন করিয়া আসিয়াছি। এই চিত্রের বহির্দৃশ্য তুলিবার প্রয়োজনে অভিনেতা ও অভি-নেত্রী এবং আমার ইউনিটসহ পুনরায় আমর কৃষ্ণনগরে যাইবার পরিকল্পনা করিয়াছি। এজন্য নদ বর্ত্তমান মহারাজা শ্রীসৌরীশচন্দ্র রায়ের সাহায্য প্রার্থনা করিয়া এক পত্র দিয়াছিলাম। সেই পত্রের উত্তরে অবারিত সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি ও যে উৎসাহ-পত্র তিনি দিয়াছেন তাহার প্রয়োজনীয় অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। অপর ইতিহাসকে দূরে সরাইয়া রাখিয়া ঐতিহাসিক ছবি তোলা সম্বন্ধে পত্রলেখক যাহা লিখিয়াছেন—সে সম্বন্ধে আমার নিবেদন এই যে নিজে একজন লেখক হইয়াও যে বিষয়ে আমি অনধিকারী তাহাতে আমি হস্তক্ষেপ করি নাই; বরং যিনি ইতিপূর্ব্বে 'মাইকেল', 'রাণী ভবানী', 'মহারাজ নন্দকুমার' প্রভৃতি ঐতিহাসিক চরিত্র অঙ্কনে

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সাহায্য করিয়াছেন সেই খ্যাতিমান স্বনামধন্য কবি বিমল চন্দ্র ঘোষের সহযোগিতা ও অক্লান্ত চেষ্টায় অষ্টাদশ শতাব্দীর সেই জটিল ঐতিহাসিক পটভূমিকার উপর বাংলার বিক্রমাদিত্য কৃষ্ণচন্দ্রের জীবন চরিত্র যতটা সম্ভব সতর্কতার সঙ্গে রচিত হইয়াছে। আমার নিজের রচনা নয়; সুতরাং আমি মোহমুক্ত হইয়া এই আত্মবিশ্বাস লইয়া বলিতে পারি—কবি বিমল চন্দ্র ঘোষ যে জীবন-চরিত্র রচনা করিয়াছেন—যদি সেলুলয়েডের উপর আমি তাহার পঞ্চাশ ভাগও যথাযথভাবে রূপদান করিতে পারি এবং যদি ঠাকুরের কৃপা আমার উপর থাকে তাহা হইলে শুধু নদীয়াবাসী কেন সমগ্র বঙ্গবাসীকে নিশ্চিত আনন্দ দান করিতে পারিব। ইতি—

সুধীরবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায়

৫।৭।৫২

—মহারাজার পত্র—

রাজবাটি, কৃষ্ণনগর

২৯।৪।৫২

সবিনয় নিবেদন,

আপনার চিঠি পেয়ে খুশী হলুম। আমি আগামীকাল জরুরী কাজে কলকাতা যাচ্ছি। আমার সঙ্গে বৃহস্পতিবার সকালে দেখা করবেন। যদি অসুবিধা থাকে তবে এখানেই অবশ্য দয়া করে আগামী রবিবার দিন আসবেন। আমি আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা করে রাখবো। আপনার চেষ্টা সফল হোক—আমার সহযোগিতা অবারিত থাকলো জানবেন।

আশা করি ভাল আছেন। আন্তরিক প্রীতি ও নমস্কার গ্রহণ করুন। ইতি—

ভবদীয়

শ্রীসৌরীশ চন্দ্র রায়।

শুভ-মহরৎ

সিসটার নিবেদিতা

গত ১১ই জুলাই ইষ্টার্ণ টকীজ ষ্টুডিওতে চিত্রনাট্যম-এর আগামী আকর্ষণ 'সিসটার নিবেদিতা'র শুভ-মহরৎ অনুষ্ঠিত হয়। চিত্রখানির কাহিনীকার গোপাল ভট্টাচার্য্য, পরিচালনা করবেন বিধায়ক ভট্টাচার্য্য। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন শ্রীকালিপদ বিদ্যারত্ন জ্যোতিষার্ণব এবং প্রধান অতিথি ছিলেন কমল মিত্র।

জাতিস্মর

গত ২রা জুলাই ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে হিমালয়ান পিকচার্স 'জাতিস্মর'-এর মহরৎ সম্পন্ন করেন দেবকীকুমার বসুর পৌরোহিত্যে। মাননীয় বিচারপতি পরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, হরেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী, জে কে ঠক্কর প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন। ভাইস চান্সেলর শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও এ্যাডভোকেট অতুল গুপ্ত আশীর্ব্বাণী পাঠান। 'সারথী' নামে কয়েকজন মিলে ছবিখানি পরিচালনা করবেন এবং সম্ভবতঃ সঙ্গীত-সম্রাজ্ঞী ইন্দুবালা সঙ্গীত পরিচালনা করবেন।

ক্রিষ্টিন চার্টারিস্-এর

হলিউড ডায়েরী



টেলিভিশন ও সিনেমা

হলিউডের চিত্রশিল্প এখন টেলিভিশনকে সবচেয়ে বেশী ভয় পায়, যদিও শিল্পপতিদের কাছ থেকে মাঝে মাঝেই শোনা যায় যে টেলিভিশন সিনেমার কোনও ক্ষতি করতেই পারবে না। ষ্টুডিও মহলে টেলিভিশনকে নিয়ে ঠাট্টা ইয়ার্কিও বেশ চলে। যেমন সম্প্রতি এক প্রযোজক বললেন, 'দশ বছর আগে বাইরে গিয়ে ছবি দেখতে একজনের তিরিশ সেণ্ট লাগতো, আজ বাড়ীতে ব'সে টেলিভিশনে ছবি দেখতে তিনশ' ডলার লাগে।'

যাই হোক, এই টেলিভিশনের হাত থেকে দর্শককে ছবিঘরে নিয়ে যাওয়ার জন্য হলিউডের কম চিন্তা নেই। কি ধরণের ছবি করলে দর্শকের ভাল লাগবে, তাই নিয়ে রীতিমতো গবেষণা চলছে। আপাততঃ মনে হয় ভাল গল্প, বিভিন্ন দেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য আর রঙীন ছবি দিয়ে দর্শকদের ধ'রে রাখার চেষ্টা চলছে।

কারণ, আজ হলিউডের প্রতিটি ষ্টুডিওর বিভিন্ন দল পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়েছেন এবং সেইসব দেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের পরিবেশে ছবি তুলতে সুরু করেছেন।



মার্কিন্ চিত্রজগতের জনপ্রিয়া অভিনেত্রী ইভন্-ডি-কার্লো

রঙীন ছবি তোলার হার বৃদ্ধি

আর রঙীন ছবির কথা না বলাই ভাল। এখানকার অভিমত আর এক বছরের মধ্যে শতকরা নব্বুইটি ছবিই রঙীন হবে। মেট্রোর ৮৩টি ছবির মধ্যে ৩৯টি, প্যারামাউণ্টের ৪৫টির মধ্যে ৩৩টি, ইউনাইটেড আর্টিষ্টের ৪২টির মধ্যে ১৬টি এবং ওয়ার্ণারের ৩৩টির মধ্যে ২৭টি রঙীন ছবি তোলার ঝোঁক দেখে বোঝা যায় হলিউড কি পরিমাণ রঙীন ছবি তোলার জন্য উঠে-প'ড়ে লেগেছে।

হলিউডের এভাবে রঙীন ছবি তৈরি করা, দূরদেশে গিয়ে ছবি তোলার আর এক অর্থ হলো ব্যবসার দিক দিয়ে অন্যান্য দেশের ছবিকে সরিয়ে সমস্ত দেশের ছবির বাজার কুক্ষিগত করা। অবশ্য ছবি দর্শকদের আনন্দ দিতে পারলেই এটা সম্ভব। গত বছরের হিসাব থেকে দেখা যায় যে ইংলণ্ড ও অষ্ট্রেলিয়ায় আমেরিকার ছবি অত্যন্ত জনপ্রিয় হ'য়ে উঠেছে। ইংলণ্ডে ছবির বাজারে প্রতিযোগিতা থাকা সত্ত্বেও গত বছরে আমেরিকান ছবি এককোটি তেষট্টি লক্ষ চল্লিশ হাজার পাউণ্ড উপার্জ্জন করেছে। এর আগের বছরের তুলনায় এই উপার্জ্জন অনেক বেশী এবং ই, ডি, পরিকল্পনার সাহায্যে সকলেই আশা করেন যে এ বছরে আমেরিকান ছবি আরও বেশী অর্থ উপার্জ্জন করতে

সক্ষম হবে। ওয়ার্ডার ষ্ট্রীটের অফিসের আশা যে এ বছর হয়তো এককোটি পঁচাত্তর লক্ষ পাউণ্ডেরও বেশী আমেরিকান ছবি উপার্জ্জন করতে পারবে।

অষ্ট্রেলিয়ায় গত বছর ৭৬০টি আমেরিকান ছবি দেখানো হয়, যার মধ্যে ৩৪৭টি পূর্ণদৈর্ঘ্য ছবি। অষ্ট্রেলিয়ায় যত ছবি দেখানো হ'য়েছে তার মধ্যে আমেরিকান ছবির অংশ হলো শতকরা ৮১·৩টি। ব্রিটিশ ছবির সংখ্যা এবছর সামান্য ক'মে গিয়ে ৫৯-এ দাঁড়ায় এবং অন্যান্য সমস্ত দেশের ছবির সংখ্যা ছিল মাত্র ২১টি।

'ড্রাইভ-ইন' সিনেমার জনপ্রিয়তা

টেলিভিশন বা অন্যান্য আকর্ষণ থাকা সত্ত্বেও 'ড্রাইভ-ইন' সিনেমার জনপ্রিয়তা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এমন কি বড় বড় সহরে যেখানে টেলিভিশনের জাল ছড়ানো আছে, সেখানেও এই 'ড্রাইভ-ইন' জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। তার বোধ হয় এই কারণ যে, প্রাকৃতিক আবহাওয়া ভাল থাকলে লোকে আর ঘরে ব'সে থাকতে চায় না।

পাকা চিত্রগৃহে আমেরিকায় প্রায় এককোটি কুড়ি লক্ষ লোকের দিনে ছবি দেখার ব্যবস্থা আছে, আর 'ড্রাইভ-ইন' থিয়েটারে মোট আশি লক্ষ দর্শক ধরে। হিসাব ক'রে দেখা গেছে যে, গত বছরের তুলনায় এ বছরে শতকরা আঠারো ভাগ 'ড্রাইভ-ইন' থিয়েটারের উপার্জ্জন ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। অনেকের মতে 'ড্রাইভ-ইন' থিয়েটারের জনপ্রিয়তার জন্য পাকা চিত্রগৃহের জনপ্রিয়তা কমে যাচ্ছে।

সেসিল বি ডি' মিলি-র পরবর্ত্তী ছবি

দিন দিন ছবির পেছনে অর্থব্যয় এত বৃদ্ধি পাচ্ছে যে আর ছবি ক'রে লাভ নেই; এই স্থির ক'রে সেসিল বি ডিমিল প্রোডাকসন্স এঁদের ডিরেক্টারবর্গের কাজ বন্ধ ক'রে দিয়েছেন। ডিমিলের 'স্যামসন এ্যাণ্ড ডেলাইলা', 'দি গ্রেটেষ্ট শো অন দি আর্থ'-এর মত পর পর এত বড় দুটি ছবির প্রচুর অর্থ উপার্জ্জনের পরও এই কথা শুনে অনেকে আশ্চর্য্য হয়েছেন; অনেকে দুঃখিতও হয়েছেন এই ভেবে যে, ডিমিলের অবসর গ্রহণের সময় এখনও আসে নি।

ডিমিল অবশ্য চিত্রশিল্প থেকে অবসর গ্রহণ করার সঙ্কল্প করেন নি। তিনি এখন তাঁর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা তৈরী করছেন এবং একাধিক সভায় জানিয়েছেন যে তাঁর পরবর্ত্তী ছবি হবে 'টেন কমাণ্ডমেন্টস্।' এই ছবিটি নির্ব্বাক যুগে ১৯২৩ সালে তিনি আর একবার তুলেছিলেন।

মার্কিন ছায়াছবির বাণিজ্য-চুক্তি

সাম্প্রতিক ইটালীর সঙ্গে আমেরিকার এক চুক্তির ফলে স্থির হয়েছে যে, যেসব মার্কিন চিত্র-প্রতিষ্ঠান ইটালীতে ছবি তুলছেন তাঁরা এখন বারো লক্ষ ডলার আমেরিকায় পাঠাতে পারবেন। তাছাড়া প্রতিটি প্রতিষ্ঠান উপার্জ্জনের শতকরা পাঁচ ডলারও আমেরিকায় পাঠাতে পারবেন।

আমেরিকা ও বেলজিয়ামের সঙ্গে এক চুক্তির ফলে প্রতি বছর ২৫১টি পূর্ণদৈর্ঘ্য মার্কিন ছবি ও ৯টি re-issue বেলজিয়ামে রপ্তানী হ'তে পারবে। মোট উপার্জ্জনের অর্দ্ধেক টাকা আমেরিকায় পাঠনো চলবে। বাকী অর্দ্ধেক টাকা দিয়ে ছবি 'প্রিণ্ট' করার খরচ প্রভৃতি হবে এবং অবশিষ্টাংশ এই আমেরিকান কোম্পানীর বেলজিয়ামের প্রতিষ্ঠানে যাবে।

রিটার জনপ্রিয়তার পুনরুদ্ধার

রিটা হেওয়ার্থের ছবিকে আবার জনপ্রিয় করে তোলার জন্য কলম্বিয়া অর্থব্যয়ের জন্য সামান্যও চিন্তা করছে না। রিটার 'এফেয়ার্স ইন ত্রিনিদাদ' শেষ হয়ে গেছে এবং এখন 'স্যালোম' ছবিটি তোলা হবে। শোনা যাচ্ছে যে কলম্বিয়া নায়কের ভূমিকায় মেট্রো গোল্ডউইন মেয়ার থেকে ষ্টুয়ার্ট গ্র্যাঞ্জারকে ধার ক'রে আনবেন। রিটার নিজস্ব ধারণা নায়কের (রোমান সেনাধ্যক্ষ) জন্য মেট্রো ষ্টুয়ার্ট গ্র্যাঞ্জারকে ধার দিতে কোনও আপত্তি করবে না। চার্লস লটন সাজবেন রাজা হেরল্ড ও মরিস [illegible] হবেন তাঁর মন্ত্রী।

ব্রিটেন থেকে



লিখছেন মলি স্কট

এমাসে আপনাদের আর এখানকার চিত্রশিল্পের বেশী খবর দিতে পারছি না; কারণ খবর বলতে সেই একই কথা: এখানকার চিত্রশিল্পের দুর্যোগ আর দুরবস্থা ছাড়া আর কিছুই বলা যাবে না। সংখ্যাতত্ত্ববিদ্‌দের মতে গত বছরে এখানকার লোকেরা কম ছবি দেখেছে এবং গড়ে পনের দিনে মাত্র একবার ছবি দেখেছে। তার আগের বছরে গড়ে দশদিনে একবার ছবি দেখেছে। বর্ত্তমান বছর থেকে ছবি দেখার সংখ্যা আরও কমে যাবে।



ব্রিটিশ চিত্রজগতের উদীয়মানা অভিনেত্রী প্যাট্‌ সিয়া রক

'মহাত্মা গান্ধী'র জীবনী চিত্র

মহাত্মা গান্ধীর জীবন-কাহিনীকে কেন্দ্র ক'রে যে ছবি তোলার ব্যবস্থা প্রযোজক গ্যাব্রিয়েল প্যাস্কেল করছিলেন, তার সমস্ত ব্যবস্থা শেষ হয়েছে। মহাত্মা গান্ধীর ভূমিকায় প্যাস্কেল এখানকার অন্যতম শ্রেষ্ঠ অভিনেতা এলেক গাইনেসকে মনোনীত করেছিলেন; কিন্তু গাইনেস-ই শেষ পর্য্যন্ত এই ছবিতে অভিনয় করতে সম্মত হলেন না। গাইনেসের মত হোলো যে মহাত্মা গান্ধীর ভূমিকায় অভিনয় করার জন্য একজন ভারতীয় অভিনেতাকেই মনোনীত করা উচিত। তা ছাড়া এই ভূমিকায় অভিনয় করার জন্য মহাত্মা গান্ধীর বিরাট ব্যক্তিত্বের দিকে এমন দৃষ্টি দিতে হবে যার ফলে অভিনয় করার সুযোগ অনেকাংশে কমে যাবে।

প্যাস্কেল গাইনেসের মতামত ভেবে এখন স্থির ক'রেছেন যে একজন ভারতীয় অভিনেতাকেই মহাত্মা গান্ধীর ভূমিকায় নির্ব্বাচিত করবেন। তবে কে যে অভিনয় করবেন তিনি এখনও পর্য্যন্ত এ সম্বন্ধে কিছুই স্থির করতে পারেন নি। হয়ত খুব শীঘ্রই একজন উপযুক্ত অভিনেতার (নবাগত) সন্ধানে তিনি ভারতবর্ষে যাবেন।

আপাততঃ যা শোনা যাচ্ছে তাতে মনে হয় চার্লস বয়ার ও রবার্ট নিউটন এই ছবিতে অভিনয় করবেন।

ইউরোপীয় অভিনেত্রী সঙ্ঘ

ইউরোপের অভিনেতৃসঙ্ঘ ২য় বার্ষিক সম্মেলনে এখানে মিলিত হ'য়ে ইউরোপীয় চিত্রশিল্পকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচানোর জন্য প্রত্যেক দেশের সরকারকে অনুরোধ করার প্রস্তাব গ্রহণ করে। আজ প্রতিযোগিতায় হলিউডের সঙ্গে দাঁড়ানো কঠিন, সমস্ত ইউরোপ আমেরিকার ছবিতে ছেয়ে ফেলেছে। তার ফলে ইউরোপের কোনও দেশেই সেখানকার চিত্রশিল্প মাথা তুলে দাঁড়াতে পারছে না; কোনও রকমে প্রাণ ধারণ ক'রে আছে মাত্র। ইউরোপর অভিনেতার অর্দ্ধাংশমাত্র

আজ ছবিতে অভিনয় করছেন, অপর অর্দ্ধাংশ সম্পূর্ণ বেকার।

ফরাসী অভিনেতাদের মুখপাত্র এম. জাঁ দেকাস্তে পরবর্ত্তী বছরের জন্য সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। তিনি বলেন যে, হলিউডের ছবির ক্রম-বর্দ্ধমান আ·দানীর জন্য ফরাসী ছবির নির্ম্মাণ প্রতি বৎসর কমে যাচ্ছে। শুধু তাই নয়, শীঘ্রই আমেরিকার চিত্রশিল্পের প্রতিনিধিরা ফ্রান্সে আসছেন সরকারকে অনুরোধ করতে যেন আমেরিকার ছবির ওপর থেকে সমস্ত বিধি-নিষেধ তুলে নেওয়া হয়। বর্ত্তমানের চুক্তিমত বছরে ১২০টি আমেরিকার ছবি ফরাসী ভাষায় 'ডাব' করা যাবে; কিন্তু আমেরিকা চায়, যত ছবি খুশি তাঁরা ফরাসী ভাষায় 'ডাব' করবেন। দেকাস্তে বলেন যে, সকলে তাঁদের কম্যুনিষ্ট আখ্যা দেন। তাঁরা কম্যুনিষ্ট ন'ন, তাঁরা অভিনেতা, নিজেদের প্রাণ ও দেশের সংস্কৃতি রক্ষার জন্যই তাঁরা সংগ্রাম করছেন।

ব্রিটিশ ছবির প্রাধান্য

প্রযোজক জে. আর্থার র‍্যাঙ্ক সম্প্রতি এক বক্তৃতায় বলেন যে, পৃথিবীর ছবিঘরে আমেরিকার প্রভুত্ব আর নেই। র‍্যাঙ্ক গ্রুপের এখানে যত ছবিঘর আছে, অন্যদেশে তার সংখ্যা আরও অনেক বেশী এবং আমেরিকা ছাড়া অন্য সব দেশে ব্রিটিশ ছবির চাহিদা আছে। কিন্তু তবুও 'রেড সুজ' ছবিটা এর মধ্যেই আমেরিকা থেকে ত্রিশ লক্ষ ডলার পেয়েছে এবং শেষ পর্য্যন্ত পঞ্চাশ লক্ষ ডলার পাবে বলে তিনি আশা করেন।

ব্রিটেনে হলিউড-তারকা

হলিউডে থাকাকালীন এরল ফ্লিন আর ক্লার্ক গেবলের মধ্যে বিশেষ আলাপ-পরিচয় ছিল না। কিন্তু এখন এই



গ্যাব্রিয়েল পাস্কাল ও জিন সিমন্স

দুই হলিউডের অভিনেতা এখানে ছবি করতে এসে অন্তরঙ্গ বন্ধু হ'য়ে পড়েছেন। এরল ফ্লিন এসেছেন 'মাষ্টার অব ব্যালেন্ট্রে' ছবিতে অভিনয় করতে, ক্লার্ক গেবল ফ্লিনের অতিথি হ'য়ে আছেন এবং সময় পেলেই দুজনে গল্‌ফ খেলেন।

ক্লার্ক গেবল এখানে এসেছেন 'নেভার লেট মি গো' ছবিতে অভিনয় করার জন্য। জিন টিয়ার্নি এই ছবিতে নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করবেন। এখানকার সুপ্রসিদ্ধা ব্যালে-নর্ত্তকী ভায়োলেটা এলভিনকে (ভায়োলেটা ভেসিলেভনা প্রোখেরোভা) এই ছবিতে অভিনয় করানোর জন্য মেট্রো গোল্ডউইন মেয়ার অনেক চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু ভায়োলেটার সময় নেই ব'লে এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন।

এরল ফ্লিনকে একবার সাংবাদিকেরা চেপে ধরেন তাঁর প্রকৃত বয়স জানবার জন্য। এরল ফ্লিন গম্ভীরভাবে

উত্তর দেন, 'আমি ফিল্ম কোম্পানীর নায়ক ব'লে আমার বয়স বরাবর ২৯।' তারপরে একজনের কানে কানে বললেন, 'খবরের কাগজে লিখবেন না, ও বয়স আমি বিশ বছর আগে পার ক'রে দিয়েছি।'

বেটি ডেভিসও এখানে আসছেন 'ব্ল্যাক ক্রিফন' ছবিতে অভিনয় করতে।

পল গ্রেগরী ইনগ্রিড বার্গম্যানকে নায়িকা ক'রে একটা ছবি তোলার চেষ্টা করছেন এখানে। এই ছবিতে চার্লস লটনকেও অভিনয় করতে দেখা যবে।

হলিউডে ব্রিটিশ-তারকা

সম্প্রতি কয়েক বছরের মধ্যে আমরা ষ্টুয়ার্ট গ্র্যাঞ্জার, ফার্লি গ্র্যাঞ্জার, মাইকেল ওয়াইল্ডিং, জেম্‌স ম্যাসন, রিচার্ড টড, রবার্ট নিউটন, জন ডেরেক, মাইকেল রেনি, জিন সিমন্স, ময়রা শিয়ারার প্রভৃতি অনেক অভিনেতা-অভিনেত্রী হারিয়েছি আমেরিকার চিত্রশিল্পের দৌলতে। আবার একটি দুটি করে অভিনেতা-অভিনেত্রী আমেরিকায় পাড়ি দিচ্ছেন। জোন কলিন্স 'ডেকামেরন নাইটস্' ছবিতে অভিনয় করতে হলিউড চললেন। আর যাচ্ছেন জন গিলগাড, যিনি বর্ত্তমানে এখানকার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেক্সপীয়ার-অভিনেতা এবং 'হ্যামলেটে' তাঁর তুল্য অভিনেতা আর নেই। তিনি 'জুলিয়াস সিজার' ছবিতে ক্যাসিয়াসের ভূমিকায় অভিনয় করবেন।

এস কে ভাটিয়া জানাচ্ছেন

বোম্বাই-বার্ত্তা

এমাসে বোম্বাই সিনেমার বাজার নানারকম খবরে সরগরম হ'য়ে উঠেছে। এদের মধ্যে প্রধান হলো নিখিল ভারত চলচ্চিত্র সম্মেলনের ৭ই জুলাইয়ের অধিবেশন। ভারতের বিভিন্ন চিত্রশিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগদান করেন এবং ভারত সরকারের তথ্য ও বেতার মন্ত্রী ডাঃ বি, ভি, কেশকার এই সম্মেলনের উদ্বোধন করেন।

ফিল্ম ফেডারেশন অব ইণ্ডিয়ার সভাপতি শ্রীচণ্ডুলাল শাহ সভাপতির ভাসণে বলেন যে, শত বাধা বিপত্তির মধ্য দিয়েও ভারতের চিত্রশিল্পের অগ্রগতি ঈর্ষার ব্যাপার। ক্রমবর্দ্ধমান দুরবস্থার মধ্যেও আজ ভারতীয় ছবি রঙীন ক'রে তৈরী করার স্পর্দ্ধা রাখে। রঙীন ছবির ব্যয় বৃদ্ধির সঙ্গে ভারতীয় ছবির বাজার বৃদ্ধির প্রয়োজন এবং সেইজন্য আরও চিত্রগৃহ নির্ম্মাণ প্রয়োজন। অথচ ভারত সরকার ভারতীয় চিত্রশিল্পের প্রতি বিশেষ সহানুভূতিশীল ন'ন। চিত্রশিল্প আশা করেছিল যে সরকার চিত্রশিল্প অনুসন্ধান সমিতির অনুমোদনগুলি কার্য্যকরী করবেন, কিন্তু তার পরিবর্ত্তে কর-বৃদ্ধিই হ'তে দেখা যাচ্ছে।

তিনি আরও বলেন যে, শিল্পকে মৃত্যু বা সরকারী নিয়ন্ত্রণের হাত থেকে রক্ষা করতে হ'লে শিল্পের মধ্যে ঐক্য প্রয়োজন এবং সেইজন্য চাই শিল্পের নিয়মানুবর্ত্তিতা ও আত্ম-নিয়ন্ত্রণ। আজ চিত্রশিল্পের প্রতি বিভাগের মধ্যে যে স্বার্থের দলাদলি আছে, তাকে আত্ম-নিয়ন্ত্রণই জয় ক'রে শিল্পের ভিত্তিকে দৃঢ়তর করতে পারে। এইজন্যই আত্ম-নিয়ন্ত্রণ আজ আত্ম-সাহায্যের আর এক রূপ।

ডাঃ কেশকার তাঁর উদ্বোধনী বক্তৃতায় চিত্রশিল্পকে এই ব'লে সতর্ক ক'রে দেন যে ভারতীয় চলচ্চিত্রের যে নীতিবোধের অভাব দেখা যাচ্ছে তা যদি অচিরে দুরীভূত না হয় তবে সরকার কঠোরতর সেন্সর ব্যবস্থা প্রয়োগ করতে বাধ্য হবেন। তিনি আরও বলেন যে বর্ত্তমান সেন্সর বোর্ড গঠনের সময় থেকেই সরকার চলচ্চিত্রশিল্পকে যথেষ্ট স্বাধীনতা দেবার নির্দ্দেশ দিয়েছেন, কিন্তু তাতে অনিষ্টকর ফল ফলেছে। অশ্লীল ও যৌন-আবেদনপূর্ণ ছবি ও সঙ্গীত আজ দৈনন্দিন ব্যাপার হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। অনেক প্রযোজক কোনও নৈতিক মান রক্ষা করেন না বলা চলে।

সবচেয়ে মজার ব্যাপার এই হ'য়ে দাঁড়িয়েছে যে এই চিত্রশিল্প সম্মেলনের কার্য্যকারিতা বা শ্রীযুক্ত শাহের অভিভাষণ সম্বন্ধে কোনও দৈনিক পত্রিকা বিশেষ কোনও মন্তব্য প্রকাশ করেন নি ; কিন্তু ডাঃ কেশকারের বক্তৃতায় কয়েকটি দৈনিক পত্রিকা বিশেষ চঞ্চল হয়ে উঠেছেন।

বোম্বাই-এর 'বোম্বে ক্রনিক্ল' লিখেছেন যে তাঁর ভাষণ "will strike many as unnecessarily harsh and prudish·········If a stranger were to hear Dr. Keskar, he would have had the impression that Indian films were nothing but a mixture of low romance and eroticism exploiting human passions and weaknesses

......No one has thought of imposing a moral code on authors and poets to write and sing only about the dull and virtuous."

ঠিক একই ধরণের মন্তব্য করেছেন এখানকার ফ্রি প্রেস জার্নাল, দি ভারত, মাদ্রাজের দি মেইল, ইণ্ডিয়ান এক্স-প্রেস ও দিল্লীর দিল্লী এক্সপ্রেস প্রভৃতি দৈনিক পত্রিকা।

ডাঃ কেশকার হয়ত একটু কড়া কথা ব'লে ফেলেছেন, কিন্তু তা কি একেবারেই মিথ্যা? একটি পত্রিকা বলছেন, ভাল ছবিও তো আছে, তবে সমস্ত চিত্রশিল্পকে খারাপ বলছেন কেন? কিন্তু দেশে বৎসরে গড়ে তিনশো' ছবি তোলা হয়, তার মধ্যে ছবি পদবাচ্য ছবি হয় গোটা-পাঁচেক এবং তা আপনাদের বাঙলা দেশেই। বোম্বে ক্রনিক্ল্ যে লিখেছেন যেন সব ছবিই 'a mixture of low romance and eroticism exploiting human passions and weaknesses'—কিন্তু সত্যিই কি তাই নয়? বোম্বাই-এর বা মাদ্রাজের তোলা ছবিগুলি একবার মনে মনে চিন্তা করে দেখুন। আমার মনে হয় ডাঃ কেশকার একেবারে খাঁটি কথা বলেছেন, জানি না, সম্পাদকমশাই, আমার মতের সঙ্গে আপনার মতের মিল হবে কি না। সত্যি সত্যিই আরও কড়াভাবে সেন্সর করা প্রয়োজন। আমাদের দেশে এমন ছবি হওয়া প্রয়োজন যার মধ্যে সামান্য অভারতীয় সংস্কৃতির ছাপ থাকলে তা কেটে ফেলে দেওয়া উচিত। ভারতীয় ছবির মধ্য দিয়ে আমরা বিদেশীদের বদ্ জিনিষ গ্রহণ করতে শিখেছি। দেশ এবং দেশের লোকের স্বাধীন সত্ত্বা রক্ষা করতে হ'লে সরকারের সত্যি সত্যিই কঠিন হওয়া প্রয়োজন।

ভারত সরকারের আর একটি ভাল ব্যবস্থা এবার উল্লেখ করি। সরকার সিদ্ধান্ত করেছেন যে অল ইণ্ডিয়া রেডিওতে ধীরে ধীরে সিনেমার গান কমিয়ে দেওয়া হবে এবং তার পরিবর্ত্তে ভারতের মার্গ সঙ্গীতের প্রবর্ত্তন করা হবে। এ ব্যবস্থা চিত্রশিল্পের কাছে অত্যন্ত খারাপ লাগবে, কারণ তাঁদের গানের জনপ্রিয়তা ও অর্থপ্রাপ্তি যোগ কমে যাবে। এজন্য হয়ত সরকারকে চিত্রশিল্প দোষ দেবে, কিন্তু এই ব্যবস্থার মূলে কে? ভারতের ছবিতে যে ধরণের গান লেখা হয়, তা অনেক সময় মনে করতেই লজ্জায় মুখ রাঙা হ'য়ে ওঠে, তো সরকারী রেডিও মারফৎ সারা ভারতে ছড়িয়ে দেওয়া! 'জোয়ানী ভাগ যায়ে', 'কসুর আপকা, হুজুর আপকা, মেরা নাম লিজিয়ে না মেরা বাপকা', 'যবসে বালম ঘর আয়ে জিয়ারা মচল মচল যায়ে'—এ ধরণের গানের দৌরাত্ম্য সত্যি সত্যিই বন্ধ হওয়া উচিত। চিত্রশিল্পের গান লেখকেরা যেদিন ভাল গান লিখতে পারবেন, যেদিন সুরকারেরা বিশুদ্ধ ভারতীয় সুরে তা উদ্বুদ্ধ করতে পারবেন সেদিন সরকার নিজে থেকে আবার ফিল্মের গানকে রেডিওতে সম্মান দেবেন।

●

বোম্বাই-এর তিনটি চিত্রগৃহ, নিউ এম্পায়ার, প্যালেস সিনেমা ও কমল টকীজ, অনেক ভেবে-চিন্তে স্থির করেছেন যে উচ্চ মূল্যের আসনের দাম কমিয়ে দিলে দর্শক-সংখ্যা বৃদ্ধি হবে এবং সেইজন্য এই তিনটি চিত্রগৃহের কর্ত্তৃপক্ষ দাম কমিয়ে দিয়েছেন। নিউ এম্পায়ার তিন টাকা বারো আনার টিকিট দু' টাকা দশ আনা ও দু' টাকা দু' আনার টিকিট এক টাকা পাঁচ আনা করেছেন। অন্য দুটি চিত্রগৃহও এই ধরণের টিকিটের দাম কমিয়েছেন।

এর ফলে ইতিমধ্যেই টিকিট বিক্রীর পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু সকলে এই ব্যবস্থাকে ভাল ব'লে মেনে নিতে পারছেন না। অনেকে বলছেন যে তার ফলে চিত্রশিল্পের উপার্জ্জন অনেক ক'মে যাবে, কারণ যাঁরা ছবি দেখবেন তাঁরা টিকিটের দাম ভেবে দেখেন না।

●

বীণা রায় (কৃষ্ণা সারিন) ও প্রেমনাথের বিয়ে স্থির হয়ে গেছে। এঁরা দুজন একত্র 'স্যামসন এ্যাণ্ড ডেলাইলা'র অনুপ্রাণিত হিন্দী ছবি 'ঔরৎ'-এ অভিনয় করার সময় ঘনিষ্ঠ হ'ন এবং হঠাৎ একদিন প্রেমনাথ এই সংবাদটি জানিয়ে সকলকে চমকে দেন। গত ১৩ই জুলাই এঁদের বিয়ের পাকা-দেখা হয়ে গেছে। এই দিন বীণা বিশ বছরে পড়লেন। বিয়ে হবে আগামী ২১শে নভেম্বর, প্রেমনাথের জন্মদিনে

এই সঙ্গে প্রচারিত হচ্ছে দিলীপকুমার-বিজয়লক্ষ্মী ও দেব আনন্দ-কল্পনা কার্ত্তিকের বিবাহের কথা। খবর দু'টি কতদূর সত্য এখন পর্য্যন্ত বোঝা যাচ্ছে না, তবে সত্য হওয়াও আশ্চর্য্যের নয়

এখানকার চিত্রশিল্পের লোকদের বিদেশ-যাত্রা নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। রাজ কাপুর বিলেত থেকে ফিরে এসেছেন। সোরাব মোদী, মেহতাব, নিম্মি ও মুকরী ইংলণ্ডে গেছেন। দেব আনন্দ ও চেতন আনন্দ 'আঁধিয়াঁ' ছবি নিয়ে ভেনিস যাচ্ছেন।

সবচেয়ে মজার ব্যাপার এই যে, যাঁরাই বিলেত যান তাঁদের প্রায়ই ওদেশে ছবিতে অভিনয় করার নাকি কথা হয়। অশোককুমার, দিলীপকুমার ও নিম্মি নাকি ইংরাজী ছবিতে অভিনয়ের জন্য আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন, কিন্তু কেউ যে কেন ইংরাজী ছবিতে অভিনয় করলেন না, সেইটাই একটা প্রশ্ন।

ব্রিটিশ প্রযোজক ও পরিচালক হার্বার্ট মার্শাল আলুওয়ালা ও অশোককুমারের যে ইংরাজী ছবি পরিচালনা করবেন, তার নাম হয়েছে 'ওয়াদিন আলি শাহ', অযোধ্যার রাজার বীর গাথা এই ছবিতে থাকবে।

প্রযোজক ফরেষ্ট জাডের ভারতে তোলা পরবর্ত্তী ইংরাজী ছবি 'দি ওয়ার্লড্স্ ডিলাইট' ছবিটি পরিচালনা করবেন মরিন ও' হারার স্বামী উইল প্রাইস। উর্ম্মিলা থেইসকে নায়িকার ভূমিকায় দেখা যাবে

ফিল্ম টেকনিসিয়ান্স অব ইণ্ডিয়ার প্রথম ছবি 'আরমান' -এর কাহিনী লিখেছেন নিউ থিয়েটার্সের চিত্রনাট্যকার বিনয় চট্টোপাধ্যায়।

নলিনী জয়ন্তের স্বামী কর্ত্তৃক প্রযোজিত 'উঁচি হাভেলী'র কাহিনী পরিবর্ত্তন করা হচ্ছে ব'লে ছবিটির চিত্রগ্রহণ বন্ধ আছে।

বালী-সিষ্টারেরা 'রাগ-রঙ্গে'র পর এবার 'আজীব ঘর' তুলছেন। ভাই দিগ্বিজয় বালী পরিচালনা করবেন, বোন গীতা বালী হবেন নায়িকা।

নীতিন বসু নিজের ছবি 'দর্দ-এ-দিল' শেষ ক'রে ইউনাইটেড টেকনিসিয়ানের তৃতীয় ছবিটি পরিচালনা করবেন।

'মা' ছবিটির অসাধারণ সাফল্যের পর বিমল রায়ের প্রচুর সুনাম হয়েছে। তিনি 'বাপ-বেটি' ছবিটি শেষ ক'রে ফেলেছেন। 'জাগির' ছবিটি শেষ পর্য্যন্ত পরিচালনা করতে পারলেন না। এখন অশোককুমার প্রোডাকসন্সের হ'য়ে শরৎচন্দ্রের 'পরিণীতা'র হিন্দী চিত্ররূপ দিচ্ছেন। মৈত্র ফিল্মসের হ'য়ে 'বাদলা' ছবিটির পরিচালনাও করছেন।

নিমাই ঘোষ পাঠিয়েছেন

মাদ্রাজ-সংবাদ

চলচ্চিত্রশিল্প সম্বন্ধে মাদ্রাজ সরকারের আগ্রহ থাক বা না থাক, চিত্রশিল্প সম্পর্কিত নিত্য নতুন আইন-কানুন রচনা করে চলেছেন। সম্প্রতি সরকার এক নির্দ্দেশ জারী করেছেন যে, যেসমস্ত অঞ্চলে পঞ্চাশ হাজারের কম লোক বাস করে সেই সমস্ত স্থানে একটি স্থায়ী চিত্রগৃহ থাকলে তার কাছাকাছি এক মাইলের মধ্যে কোনো ভ্রাম্যমান চিত্রগৃহ রাখা চলবে না; এবং যে সমস্ত অঞ্চলে পঞ্চাশ হাজারের বেশী লোক বাস করে তার আধ মাইলের মধ্যে কোন ভ্রাম্যমান চিত্রগৃহ রাখতে দেওয়া হবে না। এতে অবশ্য স্থায়ী চিত্রগৃহের মালিকদের সুবিধা হবে। দর্শকদের কিছুই সুবিধা হবে না।

●

সরকার আরও একটি আইন প্রনয়ণ ক'রে তামিলনাদের তাঞ্জোর, ত্রিচিনোপল্লী প্রভৃতি জেলার দৈনিক বিদ্যুৎ সরবরাহ শতকরা ৫০ভাগ কমিয়ে দিয়েছিলেন। যার ফলে এই সমস্ত জেলার প্রতিটি চিত্রগৃহের মালিকেরা দিনে একবারের বেশী ছবি দেখাতে পারছিলেন না। এখানকার প্রতিটি চলচ্চিত্র প্রতিষ্ঠান এই বিদ্যুৎ সংরক্ষণ আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করায় সরকার বিদ্যুৎ সংরক্ষণ শতকরা ৫০ ভাগের স্থলে ২৫ ভাগ করেছেন এবং এতে প্রতিটি চিত্রগৃহে দিনে দু'বার করে ছবি দেখানো চলবে।

●

চিত্রশিল্প সম্বন্ধে সরকারের মনোভাব কি এখন তা' বেশ স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে। সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী শ্রীরাজাগোপাল আচারী চিত্রশিল্প সম্বন্ধে সরকারী কর্ম্মচারীদের সতর্ক করে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন তাঁরা যেন ছবি দেখে অর্থ ব্যয় না করেন। শিক্ষা এবং প্রয়োজনীয় ব্যাপারেই যেন অর্থ ব্যয় করা হয়। চিত্রশিল্প সম্বন্ধে মতামত ব্যক্ত করতে গিয়ে তিনি বলেছেন যে, 'ছায়াছবি আর কিছুই নয়, কেবল পর্দ্দার ওপর কতকগুলি পুতুলের নাচ।' একথা অন্য কেউ বললে না হয় একথার কোন গুরুত্ব ছিল না। কিন্তু স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীর এই মনোভাবে এখানকার চিত্রানুরাগী প্রতিটি ব্যক্তিই ক্ষুব্ধ হয়েছেন।

●

সম্প্রতি সাউথ ইণ্ডিয়ান ফিল্ম চেম্বার অব কমার্সের এক সাধারণ সভায় পরবর্ত্তী বছরের জন্য কার্য্যকরী পরিষদ গঠন করা হয়। নিম্নোক্ত ব্যক্তিদের নিয়ে পরিষদ গঠন করা হয়েছে। সভাপতি—এ, রামিয়া; সহ-সভাপতি—নাগি রেড্ডী, এ, ভি, মৈয়াপ্পান, এন, আয়েঙ্গার, সি, পি সারথী; সাধারণ সম্পাদক—টি, ভি সুন্দরম, এম, আর, বিঠল; কোষাধ্যক্ষ—আর, এম, প্যাটেল।

●

এখানকার অভিনেতা-অভিনেত্রীদের মধ্যে অনেকেই বোম্বাই গেছেন। এবারে বোম্বাই চললেন 'বাহার'-খ্যাত পরিচালক এম, ভি, রমন। তিনি এ, ভি, এম, এ-র পরবর্ত্তী হিন্দী ছবি 'লেড়কী' পরিচালনা করছেন। এ ছবিটি শেষ হলেই তিনি বোম্বাই যাবেন। সেখানে তিনি জি, পি, প্রোডাকসন্সের হয়ে 'শাহেনসা' ছবিটি পরিচালনা করবেন।

●

জেমিনীর ছবি হলেই একটা সোরগোল পড়ে যায়। জেমিনীর সর্ব্বশেষ তামিল ছবি 'থ্রি সন্স' (তিন পুত্র) সম্প্রতি এখানকার একাধিক চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ করেছে। তবে ছবিটি অনেকটা পর্ব্বতের মুষিক প্রসবের মত হয়েছে। এখানকার সাংবাদিকদের মতে এটা নিতান্ত সাধারণ ছবি। এত সুখ-সুবিধার মধ্যেও এই ছবি তোলার পর একে সাধারণ ছবিই বলা চলে। অবশ্য ভিড় নেহাৎ কম হচ্ছে না। তবে সেটা ছবির গুণের চেয়ে প্রচারের জোরেই চলছে। ছবিটি এখন হিন্দীতে তোলার ব্যবস্থা হচ্ছে।

●

'চন্দ্রলেখা'-খ্যাত অভিনেত্রী শ্রীমতী রাজকুমারী একটি চিত্রপ্রতিষ্ঠান খুলছেন। এই প্রতিষ্ঠানের প্রথম ছবি হবে ইংরাজী উপন্যাস 'দি উয়োমেন বর্ণ টু লিভ'-এর কাহিনী অবলম্বনে। তাঁর ভাই ছবিটি পরিচালনা করবেন। শ্রেষ্ঠাংশে ইনি নিজেই অভিনয় করবেন।

জয়শ্রী সেন জানাচ্ছেন

কলকাতার খবর

এ মাসের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য খবর হলো পরবর্ত্তী এক বৎসরের জন্য বেঙ্গল মোশান পিকচার এ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি, সহ-সভাপতি, কোষাধ্যক্ষ ও কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভ্য নির্ব্বাচন। ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রযোজক প্রতিষ্ঠান নিউ থিয়েটার্সের কর্ণধার শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ সরকার সভাপতি নির্ব্বাচিত হয়েছেন। গত দু'বছর ধরে সভাপতির পদে আসীন ছিলেন শ্রীযুক্ত মুরলীধর চট্টোপাধ্যায়। এই নির্ব্বাচনের ব্যাপারে অবশ্য অনেক বাদ-বিতণ্ডার সৃষ্টি হয়েছিল। নীচে কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভ্যদের সম্পূর্ণ তালিকা দেওয়া হলো।

সভাপতি—বীরেন্দ্রনাথ সরকার, সহ-সভাপতি—ঈশ্বরীভাই দেশাই, কোষাধ্যক্ষ—প্রকাশ চন্দ্র নান, অন্যান্য সভ্য—মুরলীধর চট্টোপাধ্যায়, খগেন্দ্রলাল চট্টোপাধ্যায়, রতিলাল মেহতা, নীরোদচন্দ্র নাগ, ফণীন্দ্র বসু, সতীনাথ ঘোষ, অজিত বসু, ভি, এ, পি, আয়ার, পরিমল চট্টোপাধ্যায়, রবি গুপ্ত, নরেশচন্দ্র ঘোষ, শিশির মুখোপাধ্যায় ও বীরেন্দ্র বসু।

প্রযোজক বিভাগ: নিউ থিয়েটার্স, অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশন, এ্যাসোসিয়েটেড ডিষ্ট্রিবিউটার্স, রূপায়ণ থিয়েটার্স।

প্রদর্শক বিভাগ: বসুশ্রী, আলোছায়া ও ঝর্ণা।

পরিবেশক বিভাগ: কাপুরচাঁদ, শ্রীভারতলক্ষ্মী পিকচার্স ও কিনেমা এক্সচেঞ্জ।

*

অভিনেতৃ সঙ্ঘ থেকে এক বিবৃতিতে আমাদের জানানো হয়েছে যে দুঃস্থ শিল্পীদের সাহায্যের জন্য মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে সঙ্ঘের সভ্যসভ্যাগণ কর্ত্তৃক 'মিশর কুমারী' নাটকের অভিনয়লব্ধ অর্থের পরিমাণ হচ্ছে ৬৮৪৮।/০ আনা। প্রমোদকর, বিজ্ঞাপন, টিকিট, পোষ্টার মুদ্রণ

ইত্যাদিতে খরচ হয়েছে ২১২৮৸/৫। বর্ত্তমানে কোষাধ্যক্ষের কাছে ৪৭১৯৸৶১৫ মজুত আছে।

*

একই দিনে তিনটির বেশী 'শো' করা চলবে না বলে কলিকাতা পুলিশ যে আদেশ জারী করেছিলেন তা' পুনর্বিবেচনার জন্য বি, এম, পি, এ, প্রদর্শক ও পরিবেশক সমিতির সহযোগিতায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে যে আবেদন পেশ করেছিলেন তা চূড়ান্তভাবে নাকচ করে দেওয়া হয়েছে। পুলিশের বিনা অনুমতিতে এবং রবিবার আর ছুটির দিন ছাড়া এই আদেশ কার্যকরী হবে। সরকার বলছেন তাঁরা এটা করেছেন স্কুল ও কলেজের ছাত্রদের নৈতিক চরিত্র গঠনে সহায়তা করবার জন্যই। সরকারের এই আদেশ যাদের জন্য তারা এটাকে গ্রহণ করলে হয়!

*

শুধু এতেই পশ্চিমবঙ্গ সরকার ক্ষান্ত হন নি। নতুন ছবিঘরে যাতে নিজেদের গাড়ীতে আগন্তুক দর্শকরা চিত্র-গৃহের সীমার মধ্যে মোটর গাড়ী রাখার পর্যাপ্ত জায়গা পান তার জন্য ছবিঘরের মালিকদের বাধ্য করতে কলিকাতা পুলিশ মনস্থ করেছেন। এই আদেশ অমান্যকারীদের লাইসেন্স বাতিল করবার ক্ষমতাও পুলিশের থাকবে। সরকারের অন্যদিকে দৃষ্টি দেবার সময় থাক আর নাই থাক পথচারীদের সুবিধা-অসুবিধার দিকে যে দৃষ্টি পড়েছে তাও একটা সুলক্ষণ সন্দেহ নেই!

*

ভারতবর্ষ থেকে একটি চলচ্চিত্র প্রতিনিধি দল আমেরিকান মোশান পিকচার এ্যাসোসিয়েশন ও মার্কিন সরকারের আমন্ত্রণে শীঘ্রই মার্কিন দেশে ছ'-সপ্তাহব্যাপী সফরে যাচ্ছেন। এই প্রতিনিধিদলে মোট ১৪জন সদস্য থাকবেন এবং এই দলের নেতৃত্ব করবেন ভারতের তথ্য ও বেতার দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ডাঃ বি. ভি. কেশকার। বাঙলা দেশ থেকে ৩জন প্রতিনিধি এই দলে স্থান পেয়েছেন। এঁরা হলেন শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ সরকার, শ্রীযুক্ত দেবকীকুমার বসু ও শ্রীযুক্ত নীতিন বসু। তবে দেবকীবাবু যেতে পারবেন না বলে প্রকাশ। তাঁর শারীরিক অসুস্থতাই এর একমাত্র কারণ। অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে আছেন—চণ্ডুলাল শাহ, ভি. শান্তারাম ও রাজ কাপুর আগষ্ট মাসের শেষের দিকে এঁরা যাত্রা করবেন।

*

বেঙ্গল মোশান পিকচার এ্যাসোসিয়েশনের পরিবেশক

শাখা 'বিজ্ঞাপন-নিয়ন্ত্রণ-আইন' সংশোধনের প্রস্তাব কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতিতে পেশ করেন এবং এটি বিচার-বিবেচনা করে দেখতে অনুরোধ করেন। কিন্তু খবর পেলাম পূর্ব্বের নিয়ন্ত্রণ আইনই বলবৎ আছে। প্রস্তাবগুলি নাকি বাতিল হয়ে গেছে। এই বিজ্ঞাপন-নিয়ন্ত্রণ আইন নিয়েই বি. এম, পি, এ-র কর্ম্মকর্ত্তাদের একটু প্রাণের স্পন্দন পাওয়া যায়। সারা বছরে এঁদের বিশেষ কোন কাজ-কর্ম্ম থাকে না। তাই সময় কাটাবার একটা কারণ থাকলেই হলো। এই ব্যাপারে বি, এম, পি, এ-র সভ্যদের মধ্যে মতানৈক্যও লক্ষ্য করা গেছে। এই 'বিজ্ঞাপন-নিয়ন্ত্রণ আইন' নিয়েই বি, এম, পি, এ-র মধ্যে দলাদলি সুরু হয়েছে। অধিকাংশ সভ্য ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক এই নিয়মকে মেনে নিলেও একদল সভ্য সময় সময় এই আইন ভঙ্গ করে বি, এম, পি, এ-র বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। এই 'বিজ্ঞাপন-নিয়ন্ত্রণ আইন' নিয়ে বি, এম, পি, এ-র সুনাম বিপন্ন হতে চলেছে। এই ব্যাপারে বি, এম, পি, এ-র মধ্যে দলাদলি বাংলা চিত্রশিল্পের পক্ষে ক্ষতিকর বলেই মনে করি।

*

পরিচালক অমর মল্লিক তাঁর 'স্বামিজী' ছবিটি হিন্দী ও তামিল ভাষায় তোলা মনস্থ করেছেন। তিন বছর আগে বাংলা ভাষায় এ ছবিটি তোলা হয়। নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি এখানকার এক নামকরা ষ্টুডিওতে এটির কাজ আরম্ভ হবে। অবশ্য বাংলা সংস্করণের কিছু কিছু অংশ হিন্দী ও তামিল ভাষায় 'ডাব' করা হবে। বাংলা সংস্করণে যাঁরা অভিনয় করেছিলেন তাঁদের অধিকাংশই হিন্দী ও তামিল সংস্করণে অভিনয় করবেন। সঙ্গীত পরিচালনা করবেন প্রখ্যাত সুরশিল্পী রাইচাঁদ বড়াল।

*

পরিচালক দেবকীকুমার বসু তাঁর পরবর্ত্তী ছবির কাহিনী নির্ব্বাচনের ব্যাপারে বিশেষ ব্যস্ত ছিলেন। সর্বশেষতঃ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অমর উপন্যাস 'পথের পাঁচালী'কে তিনি মনোনীত করেছেন। ছবিটি হিন্দী ও বাংলা উভয় ভাষাতেই তিনি তুলবেন। ছবিটির কাজ আরম্ভ হতে দেরী আছে।

★ টুকরো খবর ★

ভারত সরকারের প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরোর এক সংবাদে প্রকাশ যে, ভারতীয় নৃত্য, নাটক এবং সঙ্গীতের উন্নয়ন সাধন করে তাদের সহায়তায় দেশের সাংস্কৃতিক ঐক্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ভারত সরকার 'সঙ্গীত নাটক এ্যাকাডেমী' নামক একটি ভারতীয় নৃত্য, নাটক ও সঙ্গীত কেন্দ্র স্থাপনের সিদ্ধান্ত করেছেন। দেশের সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত, নাটক ও নৃত্য সংক্রান্ত কার্য্যাবলীর সংহতি সাধনকল্পে একটি সংস্কৃতি কেন্দ্র স্থাপন সংক্রান্ত বিষয়াদি বিবেচনার জন্য ১৯৪৫ সালে ভারত সরকার যে কমিটি নিযুক্ত করেন সেই কমিটি সাহিত্যের জন্য একটি, শিল্পকলার জন্য একটি এবং সঙ্গীত, নৃত্য ও নাটকের জন্য একটি—মোট তিনটি কেন্দ্র স্থাপনের সুপারিশ করেন। ভারত সরকার গত ১৯৫১ সালের গোড়ার দিকে নয়াদিল্লীতে নৃত্য, নাট্য ও সঙ্গীত-শিল্পীদের এক সম্মেলন আহ্বান করেন। এই সম্মেলনে একটি জাতীয় এ্যাকাডেমী স্থাপনের কথা বিবেচনা করা হয়। এই এ্যাকাডেমীর গঠনতন্ত্র রচনার

জন্ত একটি বিশেষ কমিটি গঠন করা হয়। ভারত সরকার এই কমিটি রচিত গঠনতন্ত্র অনুমোদন করেছেন। রাজ্য ও আঞ্চলিক নৃত্য, নাট্য ও সঙ্গীত এ্যাকাডেমীগুলির কার্য্যাবলীর সংহতি সাধনই এই এ্যাকাডেমীর প্রধান কাজ হবে। ভারতীয় সংস্কৃতির উন্নয়নের উদ্দেশ্যে অনুরূপ অন্যান্য যাবতীয় সংস্থার সঙ্গে এই এ্যাকাডেমী সহযোগিতা করবে। এই এ্যাকাডেমীর মহাকেন্দ্র হবে নয়াদিল্লীতে। এ্যাকাডেমীর তিন-চতুর্থাংশ সদস্যের সম্মতিক্রমে পরে তা অন্য যে কোন স্থানে স্থানান্তরিত করা যেতে পারবে। একটি লাইব্রেরী ও একটি যাদুঘর এই এ্যাকাডেমীর সঙ্গে যুক্ত থাকবে।

মহীশূর বিধান সভার এক অধিবেশনে চিত্রগৃহসমূহে ধূমপান নিরোধের আইন প্রণয়নের কথা হয়েছে। চিত্রগৃহে কেউ ধূমপান করলে তাকে বের করে দেওয়া হবে এবং পঞ্চাশ টাকা পর্য্যন্ত জরিমানাও করা হবে। চিত্রগৃহে ধূমপান নিষেধ একথা যদি কর্তৃপক্ষ ঠিকভাবে দর্শকদের জানিয়ে না দেন তাহলে কর্তৃপক্ষকেও জরিমানা দিতে হবে।

ইতালীতে সমস্ত বিদেশী ছবিকেই ইতালীয় ভাষায় ডাব্ করিয়ে তবে দেখানো হয়। ইতালীতে ডাব করার পদ্ধতি চলে আসছে অনেকদিন আগে থেকেই। এখন ওখানে বছরে ৬০০খানি পর্য্যন্ত পূর্ণদৈর্ঘ্য বিদেশী ছবি ডাব্ করা হয়। ফলে ডাব্ করার পদ্ধতিতে পৃথিবীর মধ্যে যন্ত্র ও কৃতিত্ব উভয় দিক থেকেই ইতালীয়রা সবচেয়ে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

বিখ্যাত ইতালীয় শিল্পী লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চির কীর্তি-সমূহ নিয়ে ইতালীতে গত এক বছর ধরে একখানি পূর্ণ্য-দৈর্ঘ্য ছবি তোলা শেষ হয়েছে। মিলান, ভেনিস ও প্যারিসের লুভেয়ারে গিয়ে ছবিখানি তোলা হয়। বেশী আলোর চড়া তেজে দ্য ভিঞ্চির অমূল্য ছবিগুলি রঙ-চটা হ'য়ে যাবার আশঙ্কায় এক দফায় মাত্র কয়েক মিনিট ধ'রে দৃশ্যগ্রহণ করা হয়। ছবিখানি দ্য ভিঞ্চির কীর্তিসমূহ নিয়ে তোলা হয়েছে এবং এতে কোন অভিনেতা নেই, আছে কেবল আবহ বিবৃতি।

●

সবাক ও নির্ব্বাক যুগ মিলিয়ে আজ পর্য্যন্ত যত ছবি তোলা হয়েছে তার মধ্যে দীর্ঘতম পূর্ণ দৈর্ঘ্য ছবি হলো 'গন উইথ দি উইণ্ড।' ছবিখানির দৈর্ঘ্য বিশ হাজার ফিট। ছবিটি দেখতে প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টা সময় লাগে।

●

চলচ্চিত্রের কলাকৌশলাদি বিষয়ে পাকিস্থানীদের শিক্ষিত করে তোলার উদ্দেশ্যে করাচীতে 'ইনষ্টিটিউট অব সিনে টেকনিক' নামে একটি শিক্ষালয় স্থাপিত হয়েছে।

●

গত ১৩ই জুলাই থেকে টোকিওর রয়াল ইম্পি-রিয়াল থিয়েটারে বিখ্যাত মনিপুরী নৃত্যশিল্পী রাজকুমার প্রিয়গোপাল মনিপুরী ঘরানার নাচের আসর বসিয়েছেন। আসরটি যতদিন চলে ততদিন রাখা হবে। এর আগে টোকিওতে ভারতীয় নাচ দেখানো হয়েছিল ১৯৩৭ সালে—রামগোপাল আমেরিকায় যাবার পথে কয়েকটি আসরের অনুষ্ঠান করেছিলেন।

বিবিধ অনুষ্ঠান

'চলোর্ম্মি'র সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

গত ৬ই জুলাই সন্ধ্যায় ভবানীপুরস্থ আশুতোষ কলেজে চলোর্ম্মি সংস্কৃতি কেন্দ্রের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এক সভায় সাংস্কৃতিক অগ্রগতিতে আধুনিক চলচ্চিত্র বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়। প্রবীন খ্যাতনামা শিল্প-সমালোচক শ্রীঅর্দ্ধেন্দু কুমার গঙ্গোপাধ্যায় এই সভায় পৌরোহিত্য করেন এবং নিউ থিয়েটার্স লিঃ-এর কর্ণধার শ্রীবীরেন্দ্রনাথ সরকার প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। বাংলা চলচ্চিত্রশিল্পের কয়েকজন কর্ণধার, সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ, সংস্কৃতিবিদ এবং চিত্র-সাংবাদিক প্রভৃতিরা এই আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন। সাংস্কৃতিক স্তরে চলচ্চিত্রশিল্পের এরূপ আলোচনা সভা এর পূর্ব্বে অনুষ্ঠিত হয়েছে বলে মনে হয় না।

প্রারম্ভে 'চলোর্ম্মি'র অন্যতমা সম্পাদিকা শ্রীমতী বাণী রায় "মহাপ্রস্থানের পথে" এবং ইদানীং সাফল্যমণ্ডিত ক'খানি বাঙলা ছবি সম্পর্কে বলে আলোচনার উদ্বোধন করেন। বক্তৃতা প্রসঙ্গে শ্রীমতী রায় প্রযোজক শ্রীবীরেন্দ্র নাথ সরকারকে অভিনন্দন জানান। অভিনন্দনের উত্তরে শ্রীবীরেন্দ্রনাথ সরকার বলেন সর্ব্বদাই তাঁর লক্ষ্য ছবির শ্রীবৃদ্ধি সাধনের দিকেই। তিনি বলেন ছবি তোলা আরম্ভ হয় খেয়াল চরিতার্থ থেকে—তাই থেকেই ক্রমে আজ এতো বড়ো একটা শিল্প গড়ে উঠেছে। এর পিছনে কোন বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা ছিল না। প্রসঙ্গক্রমে শ্রীযুত সরকার বলেন, দর্শক ছবির মধ্যে প্রাণ-চাঞ্চল্য ও রক্ত মাংসের জীবন্ত উত্তেজনার সাড়া উপলব্ধি করে ব'লেই তাদের অতো আকর্ষণ। চলচ্চিত্র চৌষট্টি কলার কোন একটির মধ্যে পড়ে না, চলচ্চিত্র বহু চেষ্টার প্রতিফলিত ফল। ছবি তৈরীর মধ্যে দিয়ে মানুষ সমবায় পদ্ধতিকে আদর্শ কর্ম্মপন্থারূপে আঁকড়ে ধরতে পেরেছে। চলচ্চিত্রকে নানাবিধ সামাজিক ভৎর্সনা সহ্য করতে হচ্ছে, অনেকে আশঙ্কা করেন যে, যোগ্য লোকের হাতে না থাকলে ছবির দ্বারা ভয়াবহ ক্ষতি হতে পারে। চলচ্চিত্রের লক্ষ্য ও আদর্শের কথা উল্লেখ করে শ্রীযুত সরকার বলেন, ছবির লক্ষ্য একটা স্বাস্থ্যকর ও আনন্দময় পরিবেশ সৃষ্টি করা, যেন জাতীয় চরিত্র গঠনে সহায়ত' করে।

চলচ্চিত্রের বিষয়বস্তু সম্পর্কে আলোচনা করেন সাহি-ত্যিক শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল। পরিচালক দেবকী-কুমার বসু মানুষ গড়ায় চলচ্চিত্রের দায়িত্ব সম্পর্কে ভাষণ দেন। তিনি বলেন, চলচ্চিত্র মানুষকে জীবন থেকে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। শ্রীযুত বসু আশা প্রকাশ করেন এই বলে যে, এখন সাংস্কৃতিক কেন্দ্র চলচ্চিত্রকে যে স্বীকার করে নিয়েছে সেইটেই চলচ্চিত্রের শুধরোবার বড়ো আভাস।

প্রযোজক ও পরিচালকের অসুবিধার কথা ব্যক্ত করতে গিয়ে সাহিত্যিক-পরিচালক-প্রযোজক প্রেমেন্দ্র মিত্র 'মহাপ্রস্থানের পথে'র প্রযোজকের কথা উল্লেখ করে বলেন, শ্রীযুত সরকার হাতে মশাল নিয়ে দেশের চলচ্চিত্রের প্রগতির পথ দেখিয়ে চলেছেন। শ্রীযুত মিত্র আক্ষেপ করে বলেন, দায়িত্ব কেবল প্রযোজকদেরই নয়, দর্শকদেরও দায়িত্ব আছে ভালো জিনিষকে স্বীকার করার। কিন্তু দর্শকরা বধির বলে অনেক ভালো জিনিষ অবহেলিত হয়। তিনি আশা করেন যে, সংস্কৃতি প্রসার কেন্দ্রগুলি যদি ছবির বিষয়ে অবহিত হন তাহলে ছবি ভালো হবে।

পরিচালক মিত্র বিদেশী অনুকরণের নিন্দা করেন। 'মহা-প্রস্থানের পথে'র কথা উল্লেখ করে বলেন যে, গ্রন্থখানি কল্লোল যুগের গভীর অতৃপ্তিকে যেমন তৃপ্ত করেছিল, তাঁর ছবিখানিও তেমনি এখন দর্শকদের তৃপ্ত করছে। তাঁর মতে 'মহাপ্রস্থানের পথে'র মতো বিষয়বস্তু নিয়ে ছবি তোলার চেষ্টা পৃথিবীর কোথাও হয়নি।

অধ্যাপিকা শ্রীমতী সুজাতা রায় আলোচনায় যোগদান করে বলেন, চলচ্চিত্রকে যদি কাজে লাগানো যায় তাহলে দেশের মোড় ঘুরিতে দেওয়া যায়। বিদেশীর অনুকরণের নিন্দা করে তিনি বলেন ভারতের চিত্রশিল্পে বাঙলা দেশই ভরসা-স্থল। চলচ্চিত্রকে শক্তিশালী করতে হলে, তিনি বলেন, সরকারের সহায়তার প্রত্যাশা না করে নিজেদের প্রত্যেককে চেষ্টা করতে হবে।

কতকগুলি প্রস্তাব উত্থাপন প্রসঙ্গে কবি নরেন্দ্র দেব ছবিকে বিশ্বের কল্যাণে নিয়োগের কথা বলেন। চলচ্চিত্র জাতকে বড়ো করতে পারে, মহান করতে পারে; কিন্তু তা হচ্ছে না বলে তিনি আক্ষেপ প্রকাশ করেন। এককালে যাত্রা, কথকতা প্রভৃতি লোকশিক্ষার মাধ্যম ছিল, সিনেমা আজ তাদের সরিয়ে লোকের মন অধিকার করে বসেছে, কিন্তু উপযুক্ত ছবি তৈরী হচ্ছে না। দেশের যাঁরা জাতি গঠনের ভার নিয়েছেন, আজ প্রয়োজন তাঁরা এগিয়ে এসে চলচ্চিত্রের ভার গ্রহণ করেন।

পাঁচটি প্রস্তাবে (ক) কেন্দ্রীয় সেন্সর বোর্ডকে ছবির বিচারে আরও কড়া হতে অনুরোধ করা হয়েছে, কারণ এমন কতকগুলি ছবির ছাড়পত্র তাঁরা দিচ্ছেন যা নিশ্চিত-ভাবে নাগরিকদের নৈতিক ও সাংস্কৃতিক বোধকে আহত করে; (খ) ছোটদের জন্য বিশেষ করে ছবি তোলার জন্য সরকার ও প্রযোজকদের অনুরোধ করা হয়েছে; (গ) শিক্ষাপ্রদ ও জীবনী চিত্রাবলীর ওপর থেকে প্রমোদ-কর রেহাই দেবার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে অনুরোধ করা হয়েছে; (ঘ) কদর্য্য প্রচার উপাদানগুলি অবিলম্বে বন্ধ করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে এবং (ঙ) কেন্দ্রীয় সেন্সর বোর্ডকে অনুরোধ করা হয়েছে তাঁরা যেন ক্লাসিক রচনা এবং প্রখ্যাত লেখকদের সাহিত্য রচনাগুলি যাতে বিকৃত না হয় তার জন্য বর্ত্তমান সেন্সর বিধি কড়াভাবে প্রয়োগ করেন।

শেষের প্রস্তাবটি সম্পর্কে শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল অভিমত প্রকাশ করেন যে, ছাপার বই আর ফিল্মের ছবি উভয়ের প্রকাশভঙ্গী একেবারেই আলাদা। লেখক কলম দিয়ে যা লেখেন পরিচালক ও ক্যামেরা-ম্যানের ক্যামেরাতে তার মধ্যে পরিবর্ত্তন আসা অবশ্য-ম্ভাবী, কারণ ছবিতে স্থান ও কালের পরিধি অনেক ব্যাপক। রচনার আঙ্গিক স্বরূপ রক্ষাটাই আসল কথা। লেখকের রচনাকে দরকার মতো পরিবর্ত্তন করে শোভন ও সুন্দর করার অধিকার পরিচালকের আছে। তিনি প্রস্তাব করেন যে, ক্লাসিকের মর্য্যাদা রক্ষিত হচ্ছে কিনা দেখবার জন্যে সেন্সর কর্ত্তৃক এক বিচারকমণ্ডলীগঠন করা উচিত।

সভায় প্রখ্যাত সুধী সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও শিল্পী উপস্থিত ছিলেন।

কেন্দ্রের যুক্ত সাধারণ সম্পাদক শ্রীহরি গঙ্গোপাধ্যায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদজ্ঞাপন প্রসঙ্গে চলোর্ম্মি সংস্কৃতি কেন্দ্রের এই আলোচনা সভা আহ্বা:-নের উদ্দেশ্যে বর্ণনা করেন। কেন্দ্রের সমাজ বিভাগের সম্পাদক সনৎ মতি-মতিলাল এবং প্রচারসম্পাদক অবনী মতিলাল উপস্থিত সকলকে আপ্যায়নে যত্নবান ছিলেন।

আলোচনাসভায় উপস্থিত ব্যক্তি-বর্গের মধ্যে ছিলেন কেন্দ্রীয় সেন্সর দপ্তরের পশ্চিমবঙ্গ শাখার অধিকর্ত্তা ডাঃ আর এম রে, কলিকাতা স্মল কজ্ কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচার-পতি চারুচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, 'মহা-প্রস্থানের পথে'র পরিচালক কার্ত্তিক চট্টোপাধ্যায়, পঙ্কজকুমার মল্লিক, চিত্রসাংবাদিক নির্ম্মলকুমার ঘোষ, মহেন্দ্র সরকার মনুজেন্দ্র ভঞ্জ, পঙ্কজ দত্ত, সাগরময় ঘোষ, গৌর চট্টো-পাধ্যায়, বাগীশ্বর ঝা, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, সরোজ সেন-গুপ্ত, বিজন দত্ত, শ্রীমতী আশাপূর্ণা দেবী, শ্রীমতী শীলা চ্যাটার্জ্জি, বিধানসভার সদস্য দেবী চট্টোপাধ্যায় এবং সুধীরেন্দ্র সান্যাল



সুলেখা ওয়ার্কস লিমিটেডের সপ্তম বার্ষিক উৎসবে ভাষণরত এই প্রতিষ্ঠানের ডিরেক্টার-ইন-চার্জ্জ শ্রীযুত এন মৈত্র। তাঁর বামপাশে উপবিষ্টদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে এই প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং ডিরেক্টার শ্রীযুত এস মৈত্র ও বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদের ডেপুটি চেয়ারম্যান ডাঃ প্রতাপচন্দ্র গুহরায়কে।

সুলেখা ওয়ার্কসের সপ্তম বার্ষিকী উৎসব

গত ১লা জুলাই সুলেখা ওয়ার্কস লিমিটেডের কার-খানার ভবনে সপ্তম বার্ষিকী উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। ঐ সভায় পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার ডেপুটি চেয়ারম্যান ডাঃ প্রতাপচন্দ্র গুহরায় সভাপতিত্ব করেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ডিরেক্টার-অব-ইণ্ডাষ্ট্রীজ ডাঃ এস এন গাঙ্গুলী প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। উদ্বোধন সঙ্গীতের পর এই প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং ডিরেক্টার শ্রী এস মৈত্র অভ্যাগতদের স্বাগতম জানান। ডিরেক্টার-ইন-চার্জ্জ শ্রী এন মৈত্র ভারতে ফাউন্টেনের কালি প্রস্তুত সম্বন্ধে সাংবাদিকদের এই শিল্পটিকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য তাঁদের কর্ত্তব্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সভা-পতি তাঁর ভাষণে এই শিল্পটির প্রতি সরকারের কার্য্যকরী উৎসাহদানের কথা স্বীকার করেন। প্রধান অতিথি এস এন গাঙ্গুলী বলেন যে, এই প্রতিষ্ঠানে প্রস্তুত 'সুলেখা কালি' বিদেশী কালির চেয়ে কোন অংশে হীন নয়। এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম ডিরেক্টার আর পি লাহিড়ী কর্ত্তৃক সভাপতিকে ধন্যবাদ জানানোর পর সভার কাজ শেষ হয়। এই সপ্তম বার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। প্রস্তাবে বলা হয় ভারত সর-কার যেন তাঁদের ট্যারিফ প্রোটেকসান আইনের মেয়াদ যতদিন পর্য্যন্ত না এই দেশীয় ব্যবসা বাণিজ্য স্বাবলম্বী হচ্ছে ততদিন পর্য্যন্ত বাড়িয়ে দেন। এই সঙ্গে 'সুলেখা' কালি এবং এই প্রতিষ্ঠানের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হয়।

কারাপ্রাচীরের অন্তরালে দমদম স্পেশাল জেলে আবদ্ধ রাজনৈতিক বন্দী শ্রীশঙ্করাচার্য্য মৈত্র ও তাঁর কনিষ্ঠ ভাই শ্রীননীগোপাল মৈত্রের মনে দেশীয় শিল্পের উন্নতি ও



চিত্রশ্রী লিঃ-এর 'চিতা বহ্নিমান' চিত্রে নবাগতা অনুরাধা দেবী ও অভি ভট্টাচার্য্য

প্রসার সম্পর্কে নানা প্রশ্ন জেগেছিল। তাঁরা ভেবেছিলেন যে দেশীয় শিল্পের প্রচার ও প্রসার ভিন্ন বিদেশী বর্জ্জন আন্দোলন কখনও সফল হতে পারে না। তাই জেল থেকে মুক্তি লাভের পরই তাঁদের পরিকল্পনাকে রূপ দেবার জন্য অভিজ্ঞ বৈজ্ঞানিক শ্রীযতীশচন্দ্র দাশগুপ্তের সঙ্গে আলোচনা করে তাঁর কথা মতো উৎকৃষ্ট ধরণের কালি প্রস্তুত করবেন স্থির করেন। এই 'সুলেখা' কালির প্রথম কারখানা স্থাপিত হয় রাজসাহী সহরে। পরে ক্রমশঃ ক্রমোন্নতি হতে থাকে এবং জনসাধারণ এবং সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় আজ সুলেখা কালি বিদেশী শ্রেষ্ঠ কালির সঙ্গে সমকক্ষতার দাবী করতে পারে। রাজসাহী থেকে কারখানা বর্ত্তমানে যাদবপুরে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। সর্ব্বসাধারণের আস্থা ও দ্রব্যের উৎকর্ষের মান উচ্চতর রাখাই 'সুলেখা'র একমাত্র উদ্দেশ্য।

'পথের ডাক' নাট্যাভিনয়

গত ৮ই জুলাই মঙ্গলবার রঙমহল নাট্যমঞ্চে দামোদর ভ্যালী কর্পোরেশনের কর্ম্মচারীবৃন্দ কর্ত্তৃক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'পথের ডাক' নাটকটি অভিনীত হয়। নাটকটি আগাগোড়া উপভোগ্য হয়েছিল। অভিনেতাদের মধ্যে কুড়োরামের ভূমিকায় মনি গঙ্গোপাধ্যায় ও রায়বাহাদুরের ভূমিকায় অরুণ চট্টোপাধ্যায়ের অভিনয় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়েছিল। ডাঃ চ্যাটার্জ্জির অভিনয় হয়েছিল চলনসই। 'অতুলে'র স্থানে স্থানে সাহেবী ঢং বাদ দিলে অভিনয় মন্দ হয় নি। 'বিছে'র ক্ষুদ্র ভূমিকায় তিনকড়ি ঘোষ সুন্দর অভিনয় করেছেন। ভক্তারাম, কানাই ও যতীনের অভিনয় মন্দ নয়, স্ত্রী ভূমিকার মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় রমার ভূমিকায় কমল দত্তের। সুনন্দার অভিনয় মন্দ নয়। জ্যোতির্ম্ময়ীর অভিনয়ও চলনসই; এক কথায় বলতে গেলে অভিনয় সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল। এঁদের টিম-ওয়ার্ক সুন্দর হ'য়েছিল। সচরাচর সৌখীন নাট্যাভিনয়ে এরূপ দেখা যায় না। এর জন্য পরিচালক কানাই কুণ্ডু কৃতিত্বের দাবী করতে পারেন।

'সান্ধ্য-বাসরে'র নাট্যানুষ্ঠান

গত ২৫শে জুলাই শুক্রবার সন্ধ্যা সাড়ে ছ' টায় সান্ধ্য-বাসরের সভ্যসভ্যাবৃন্দ কর্ত্তৃক ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'পথের ডাক' নাটকটি রঙমহল থিয়েটারে অভিনীত হয়। অভিনয়াংশে সকলেই বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। নাটকটি পরিচালনায় পরিচালকের মুন্সিয়ানার পরিচয় পাওয়া যায়। আবহসঙ্গীত পরিচালনা সুন্দর হয়েছিল। অনুষ্ঠানটি বিশেষ উপভোগ্য হয়।

আজকাল

বর্ত্তমান জীবনের দৈনন্দিন সমস্যাকে কেন্দ্র করে রচিত মঞ্চ ও চিত্রের শ্রেষ্ঠ শিল্পী সমন্বয়ে 'আজ কাল' নাটক আগামী ৮ই, আগষ্ট শুক্রবার রঙমহল রঙ্গমঞ্চে হুজুগে সংঘের প্রযোজনায় ও পরিচালনায় অভিনীত হবে। অভিনয়াংশে থাকবেন—জহর গাঙ্গুলী, ছবি বিশ্বাস, উত্তম কুমার, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, বীরেন চট্টোপাধ্যায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়।

আপনি কি বলেন?

মন্দির

শ্রদ্ধেয় সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

বহুদিন থেকেই শরৎচন্দ্রের 'মন্দির' ছবিটির মুক্তি-প্রতীক্ষায় দিন গুনছিলাম এবং মুক্তিলাভের দু'দিন পরেই অধীর আগ্রহসহকারে ছবিটি দেখে এলাম। কিন্তু যা দেখে এলাম সে কি শরৎচন্দ্রের 'মন্দির', না দেবকী বোসের 'মন্দির'? কাহিনীকার হিসাবে শরৎচন্দ্রের নাম আছে, শরৎচন্দ্রের দেওয়া কাহিনীর নামটি আছে কিন্তু কাহিনীটি নেই। শরৎচন্দ্রের লেখার ওপর স্বনামধন্য পরিচালক দেবকী বোসের এইরকম যথেচ্ছাচারভাবে কলম চালাবার কি প্রয়োজন ছিল? মৃত লেখকের লেখার ওপর দিয়ে এই রকম নির্মমভাবে লেখনী চালনায় কি মৃত লেখকেরই অবমাননা করা হয় না?

শরৎচন্দ্র লিখিত কাহিনীর সঙ্গে নায়ক নায়িকার নাম ভিন্ন আর কোনকিছুরই মিল দেখতে পেলাম না। 'মন্দির' কাহিনীটিতে দেখা যায় যে অমরনাথের মৃত্যুর পর শক্তিনাথের আবির্ভাব হয়, কিন্তু চিত্রে অপর্ণার শিশুকাল থেকেই তার সঙ্গে শক্তিনাথের ঘনিষ্ঠতা দেখতে পাই। কাহিনীতে আছে, অমরনাথের মৃত্যুর পর বিধবা হয়ে অপর্ণা তার বাবার কাছে ফিরে যায়, কিন্তু চিত্রে দেখতে পাই শাশুড়ীর কাছে প্রহৃতা হয়ে অপর্ণা পিত্রালয়ে ফিরে আসে এবং সবচেয়ে বড় কথা চিত্রে শেষ পর্যন্ত অমরনাথকে জীবিত অবস্থায় দেখতে পাই।

চিত্রের প্রথমেই লিখে দেওয়া হয়েছে "শরৎচন্দ্রের 'মন্দির' অবলম্বনে"। কিন্তু অবলম্বন লিখে দিলেই কি কাহিনীর জীবিতকে মৃত এবং মৃতকে জীবিত বানান যায়? অবলম্বনেটাও কি এখানে উপন্যাসের মতনই দেখাচ্ছে না? শরৎচন্দ্রের 'মন্দিরের' বিন্দুমাত্রও আভাসও আমরা চিত্রে রূপায়িত 'মন্দিরে'র মধ্যে দেখতে পাই না। শরৎচন্দ্রের 'মন্দির' না লিখে দেবকী বসুর 'মন্দির' অথবা চিত্ররূপার 'মন্দির' লিখলেই কি বেশী ভাল হোত না? 'কুন্তলীন' পুরস্কারপ্রাপ্ত 'মন্দির' কাহিনীটিকে যদি চিত্রে রূপায়িত করা খুবই কঠিন বোধ হয়েছিল অথবা শরৎচন্দ্রের কাহিনীটি দর্শকসাধারণের হৃদয় স্পর্শ করতে পারবে না বলেই সন্দেহ হয়েছিল তবে শরৎচন্দ্রের লেখনীর ওপর দিয়ে যথেচ্ছাচার কলম চালিয়ে 'মন্দির' কাহিনীটিকে চিত্রে রূপায়িত করার চেষ্টা না করলেই কি বেশী ভাল হোত না?

শরৎচন্দ্রের 'মন্দির' না ভেবে যদি আমরা দেবকীবসুর 'মন্দির' ভেবে চিত্রটিকে বিচার করি তাহলে ছবিটি মন্দ লাগবে না। বহু ঘাত-প্রতিঘাতপূর্ণ ঘটনার ভিতর দিয়ে নাট্যকার দর্শকদের মনে প্রভাব বিস্তার করতে যথেষ্ট সক্ষম হয়েছেন।

বিকাশ রায়ের অভিনয় খুবই ভাল লেগেছে তবে তাঁর চলনভঙ্গীটির এখন একটু পরিবর্ত্তন হওয়া দরকার। এক সময়ে তাঁর অনন্যসাধারণ চলনভঙ্গী ও বাচনভঙ্গী দিয়েই তিনি দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন কিন্তু এখন তাঁর চলনভঙ্গীটি একটু একঘেয়ে মনে হয়। তবুও তাঁর অভিনয় আমাদের খুবই ভাল লেগেছে। অপর্ণার ভূমিকায় যমুনা সিংহ মন্দ নয়, শক্তিনাথের মৃত্যু সংবাদ পাওয়ার পর তাঁর মুখের অভিব্যক্তি সুন্দর। তবে শীঘ্রই তাঁর মেদবহুল দেহ যে তাঁর অভিনেত্রী-জীবনের পথে একটি বিশেষ অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সময়ে শরীরের যত্ন নেওয়ার জন্য আমরা তাঁকে অনুরোধ জানাচ্ছি। ছোট্ট দু'টি চরিত্রে মঞ্জু দে ও অমিতা বসু বেশ সুন্দর অভিনয় করেছেন। সমর রায়কে তাঁর অভিনীত অন্যান্য ছবির চেয়ে এই ছবিতে বেশী ভাল লেগেছে। অমরনাথের পিতার ভূমিকায় নীতিশ মুখার্জীর অভিনয় আমাদের আনন্দ দান করেছে।

সঙ্গীতে কালিপদ সেন প্রথম গানটির সুন্দর সুরছন্দের জন্য কৃতিত্ব দাবী করতে পারেন।

পরিচালক দেবকী বোসের কাছে আমাদের অনুরোধ তিনি যেন আর বিখ্যাত লেখকদের লেখার ওপর কলম চালিয়ে জনসাধারণের [illegible] ও নিন্দার পাত্র হয়ে না দাঁড়ান।

সশ্রদ্ধ নমস্কারান্তে। ইতি
রত্না চৌধুরী,
সুগোপা দত্ত,
মহানির্ব্বাণ রোড, বালিগঞ্জ।

প্রিয় চিত্রবাণী সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

সম্প্রতি বিখ্যাত মণীষীদের হত্যা করা একটা পেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে। পল্ জিল্‌স রবীন্দ্রনাথকে হত্যা করলেন 'জলজলার' মাধ্যমে। কিন্তু জনতা একেবারে নীরব, এমন কি বিশ্বভারতী পর্য্যন্ত, অথচ যখন দেবকী বসু বঙ্কিমচন্দ্রকে হত্যা করেছিলেন 'চন্দ্রশেখর' চিত্রে তখন সমালোচক, সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। দেবকীবাবু সংবাদ-পত্র মারফৎ ত্রুটি স্বীকার করেছিলেন মাত্র। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তাঁদের কণ্ঠ রুদ্ধ হল কেন? দেবকী বসু হত্যার পুনরাবৃত্তি করলেন "মন্দিরে" শরৎচন্দ্রকে হত্যা করে, এ ক্ষেত্রেও সকলে প্রায় নীরব, সেন্সর কর্ত্তারা এরকম ছবি অনুমোদন করেন কি করে?

পরিচালকের স্বাধীনতা আছে বলেই কি এমন করে তাঁদের খেয়াল মত হত্যাকাণ্ড চালিয়ে যাবেন? জনসাধারণের উচিত এ বিষয়ে প্রতিবাদ জানানো। সেন্সর কর্ত্তাদের কি কর্ত্তব্য নয় যে এই হত্যাকাণ্ড বন্ধ করা? নমস্কার নেবেন—ইতি

শ্রীমতী সাবিত্রী দে,
বাজার পাড়া, ইছাপুর-নবাবগঞ্জ,
২৪ পরগণা

চিত্রশিল্পে অসাধুতার কাহিনী

সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু

সত্যিই আপনাদের 'নাগরদোলা' দোলা দিয়েছে। রিক্সাওয়ালা'র আসল কথা ও সংবাদের ব্যাপারে অনেকেরই কৌতুহল ও জিজ্ঞাস্যও আছে। সংবাদটি আপনারা প্রকারান্তরে প্রকাশ করেছেন—এখানে তার দ্বার উন্মুক্ত করা হলো। এই কথা বা সংবাদটি যদি আর একটু মেহনৎ করে চিত্র-সমাজে পরিবেশন করেন তাহলে চিত্র-সমাজের হিতৈষী হবেন।

প্রকৃত 'রিক্সাওয়ালার' গল্পটি—যা'তে বাংলার এক অতি দীন পীড়িত কৃষককে কেমন করে 'রিক্সাওয়ালা' ও তার ছেলেকে 'Shoe-shine boy'-বৃত্তি গ্রহণ করতে হয় তার প্রাণস্পর্শী ঘটনা ছিল, যাতে প্রগতিশীল উদ্দীপনার দুর্বার বন্যা ছিল, যা'তে বাস্তবের 'Struggle for existence ব্যক্ত হবার প্রয়াস ছিল—সেই কাহিনীর উৎস হলেন শিল্পী উৎপল দত্ত ও বিখ্যাত পরিচালকের সহকারী রথীন বসু। তাঁরা দুই বন্ধু Bicycle thief দেখবার পর নতুনভাবে অনুপ্রাণিত হন এবং পরে নিজস্ব মৌলিকতা অক্ষুণ্ণ রেখে এই 'রিক্সাওয়ালা' গল্পটি রচনা করেন এবং পরে চিত্রে রূপদান করবার জন্যে চেষ্টা করেন। রথীন বসু কোন একটি প্রোডাকসন্সের মধ্যে থেকে গল্পটি চিত্রে রূপায়িত করবার সুযোগ পান। চিত্রনাট্য ও পরিচালনা করবার কথা ছিল রথীন বসুর, নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করবেন উৎপল দত্ত, নায়িকা শোভা সেন ও আলোকচিত্রে থাকবেন বিভূতি চক্রবর্ত্তী। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ পরে রথীন বসুর সঙ্গে সুরকার সলিল চৌধুরীর সাক্ষাৎ হয়। তিনি রথীন বসু ও উৎপল দত্ত—উভয়ের চোখে ধুলো দিয়ে গল্পটির ওপর একটু রঙ্ ফলিয়ে নিজের বলে ঢাক পেটাচ্ছেন। কিন্তু আসল গল্পের ভিত্তিকে পাল্টে বেশী দূর সলিল বাবু এগোতে পারেন নি। এই দুটী গল্প (অর্থাৎ রথীন বসু ও উৎপল দত্ত লিখিত আসল গল্পটি ও রঙ ফলানো গল্পটি) অনেকেরই জানা আছে—কিন্তু দুঃখের বিষয় কেহই পৃথক দুটি গল্পের কোথাও পার্থক্য খুঁজে পান না। লোকমুখে শোনা যাচ্ছে—রথীন বসু ও উৎপল দত্তের নাকি পূর্ব্ব সঙ্কল্পিত কর্ম্মে প্রবল স্পৃহা ও পারদর্শিতা আছে; তাই তাঁরা স্ব স্ব বিষয়ে কর্ম্ম-পটুতার প্রতিদ্বন্দ্বী হবার জন্য আগ্রহান্বিত।

'চিত্রবাণীর' পাঠক হিসেবে আশা করি আপনারা এই প্রেরিত সংবাদটি প্রকাশ করে প্রকৃত প্রগতিশীল চিত্র-সমাজকে হুঁসিয়ার করে দেবেন—তাঁরা যেন "মহাবিদ্যা"-ওলার কবলে না পড়েন। আপনাদের এই আগ্রহের জন্যে ধন্যবাদ। নমস্কার। ইতি—

দিলীপ কুমার মল্লিক
জ্যোতিষ রায় রোড, কলিকাতা—৩৩

অধীর-প্রতীক্ষিত চিত্রের শুভমুক্তি

শুক্রবার ১৫ই আগষ্ট

নৃত্যগীতের অকারণ অবারণ সমারোহ নেই!
জনপ্রিয় তারকা সমাবেশের আড়ম্বর নেই!

আছে শুধু

হৃদয়াবেদনে মধুর সহজ সরল সাধারণ মানুষের
প্রতিদিনের সংসারের তুচ্ছতার কাহিনী—
ছোট আশা আর দুর্ব্বিসহ জীবন-সংগ্রামের অশ্রুসজল চিত্ররূপ!



গত ত্রিশ বছরের আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রশিল্পের শ্রেষ্ঠতম ছবি!

প্যারাডাইস ★ বসুশ্রী ★ বীণা

আলোছায়া (বেলিয়াঘাটা) বঙ্গবাসী (হাওড়া)

গীতা পিক্‌চার্স রিলিজ



সুনীল কুমার গঙ্গোপাধ্যায়

বাঙলা চলচ্চিত্রশিল্পের অভিনেত্রীকুলের মধ্যে একমাত্র কানন দেবীরই সমগ্র ভারতব্যাপী সুনাম ও জনপ্রিয়তা ছড়িয়ে পড়েছিল শুধু নয়, আজও সেই জনপ্রিয়তা পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। বাঙলা দেশে থেকে, বাঙলার তোলা হিন্দী ছবিতে অভিনয় করে এক সময়ে ভারতের তিনি সবচেয়ে জনপ্রিয়া অভিনেত্রী হিসাবে অভিনন্দিতা হয়েছিলেন, বোম্বাইয়ের অভিনেত্রীকুল সবিস্ময়ে এই অভিনেত্রীর অভিনয়-কলা দেখে বিস্ময়ে হতবাক্ হ'য়ে গিয়েছিলেন, বোম্বাইয়ের প্রযোজকেরা সে সময়ে এসেছিলেন প্রচুর অর্থের বিনিময়ে তাঁকে ওখানে নিয়ে যেতে ; কারণ তাঁর নাম তখন 'বক্স অফিস' ভ'রে দিতে পারতো। গল্পের কোনও প্রয়োজন ছিল না, দাও তাঁকে মনের মত ভূমিকা আর গান—তারপর যা করবার তিনি আপনিই ক'রে যাবেন। এই ছিলেন কানন। এই যশ-গৌরবের যিনি অধিকারিণী ছিলেন, তিনি যে কত বড় অভিনেত্রী হ'তে পারেন, কত বড় প্রতিভা তাঁর মধ্যে নিহিত থাকতে পারে—তা যে কেউ চোখ বুজে কল্পনা ক'রে নিতে পারেন।

আজকের কানন দেবীকে এই সঙ্গে কল্পনা করুন। চিত্র-সাংবাদিকতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থেকে আজও জানি, বাঙলা দেশের বাইরে এখনও তাঁর অগুণতি গুণমুগ্ধ ভক্ত আছেন, অথচ বাঙলা দেশে আজ কানন দেবী অতীত। আজও তাঁর অভিনয়-প্রতিভা নিঃশেষিত হয় নি, প্রতিভা ফুরিয়ে যায় না ব'লেই, আজও যে তিনি সুদক্ষা অভিনেত্রী তার পরিচয়ের স্বাক্ষর তাঁর অভিনীত চরিত্রে মাঝে মাঝে স্ফুরিত হয় ; অথচ সেই কাননের নামে আর দর্শকে মূর্চ্ছা যান না, পাগল হন না (এককালে হ'য়েছেন্) বা দর্শকের ভিড়ে চিত্রগৃহ ভেঙে পড়ে না। আজকের দর্শক সে কাননকে চেনেন না, যে কানন ছিলেন একদা সমস্ত দর্শকের মানস-প্রিয়া, ছিলেন একমাত্র রোম্যান্টিক নায়িকা। চন্দ্রাবতীর মতো কানন তাঁর দর্শককে ধ'রে রাখতে পারেন নি, পারেন নি উমাশশীর মত একটি 'লেজেণ্ড' (legend) সৃষ্টি ক'রে অমর হ'য়ে যেতে। অভিনেত্রীর অহমিকায় তাঁর বেধেছে, তাই আজও তাঁর আত্মপ্রকাশের প্রচেষ্টায় আলস্য নেই, কিন্তু দীপ্ত মধ্যাহ্নের রবিচ্ছটার মতো তিনি আর বিকশিত হতে পারছেন না। কানন দেবীর অভিনেত্রী-জীবনে এ-ই সবচেয়ে বড় ট্রাজেডি।

কিন্তু সমগ্র ভারতের চিত্রশিল্পের ইতিহাসের পাতা উলটে গেলেও সমস্ত দিক দিয়ে সার্থক অভিনেত্রী তো কানন দেবী ছাড়া আর একজনের কথাও মনে হয় না। ছায়াছবির অভিনেত্রী হিসাবেই যেন তাঁর সৃষ্টি! এত সুন্দর মুখশ্রী, যে কোনো দিক দিয়ে যে কোনো ভাবে ছবি তুললেই তাঁর অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের ছটা ঝলসে ওঠে, এত সুঠাম দেহ-বল্লরী, অপূর্ব্ব স্নিগ্ধ চোখ ও তার পাগল-করা চোখের ভাষা, দুর্দ্ধর্ষ অভিনয়-প্রতিভা আর তেমনি সুকণ্ঠ—ভারতের চিত্রশিল্পে এত গুণ তো আর কোনও অভিনেত্রীর একসঙ্গে দেখা যায় নি। অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, কানন দেবীর সমস্ত গুণের স্বরূপ প্রকাশিত হয়, তাঁর অভিনেত্রী-জীবনের মধ্যভাগে। কিন্তু একবার যখন তিনি দর্শককে তাঁর অপূর্ব্ব প্রতিভায় মোহাচ্ছন্ন ক'রে ফেললেন, তারপর থেকে আর তিনি পিছু সরেন নি। কানন দেবীর প্রদীপ্ত যুগে অন্য সমস্ত অভিনেত্রী ম্লান হ'য়ে গিয়েছিলেন, এমন কি চন্দ্রাবতীও। কানন দেবীর সেই স্বর্ণ যুগের কথা আজ অনেক দর্শকেরও বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে যাওয়ার কথা। কানন দেবীর 'সাথী' ছবিতে গাওয়া প্রাণ-মাতানো গানের একটি কলি : 'যদি হারিয়ে যাওয়ার লগন এলো, হারিয়ে যাবো' তাই আজ বারবার স্মরণ হয়।

কানন দেবীর অভিনয়-জীবনকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। আদি যুগ বা 'মানময়ী গার্লস্ স্কুলে'র পূর্ব্ববর্ত্তী যুগ, মধ্য বা নিউ থিয়েটার্সের যুগ এবং উত্তর-নিউ থিয়েটার্স যুগ। মধ্য-যুগেই কানন দেবীকে অভিনয়-কলা ও জনপ্রিয়তার উত্তুঙ্গ শিখরে পাওয়া গিয়েছিল এবং 'কানন দেবী' ব'লে তিনি পরিচিত হলেন সেদিন থেকেই।

প্রথম যুগে কানন দেবী সমস্ত গুণ থাকা সত্ত্বেও চাপা পড়েছিলেন যোগ্য পরিচালকের অভাবে। তাঁর অভিনয় ধারার সঙ্গে পরিচিত হ'তে পারেন নি পরিচালকেরা। তাঁকে অভিনয়ের বিশেষ সুযোগ দেওয়া হয় নি, Passive অভিনয় করতে হ'ত তাঁর। এত রূপ-লাবণ্য নিয়ে তিনি পুতুলের মত এসে ক্যামেরার সামনে দাঁড়াতেন ('শ্রীগৌরাঙ্গ' ছবিতে বিষ্ণুপ্রিয়া), দু'এক ফোঁটা জল চোখ দিয়ে পড়তো কি না পড়তো—ক্যামেরা চলে গেছে অন্য দিকে। তিনি যে অভিনেত্রী, তাঁর মধ্যে যে বিরাট সম্ভাব্যতা থাকতে পারে—এ কথা চাপা পড়েছিল। কেউ তুলে ধরলেন ছবির পর্দ্দায় তাঁর অর্দ্ধ-অনাবৃত দেহ ('বাসবদত্তা' ছবি দ্রষ্টব্য)—অভিনয় তাঁকে করতে হয় নি। এমনকি যে 'মানময়ী গার্লস্ স্কুল' ছবি থেকে তাঁর অভিনয়-জীবনের গতি সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হয়, এই ছবিতেও তাঁকে বহুক্ষণ অর্দ্ধ-বেশে, (রাত্রে বেশ-ভূষা পরিবর্ত্তন করার অছিলায়), সমানে ক্যামেরায় রাখা হয়েছিল। কানন দেবীর অভিনয়-ক্ষমতার ওপর যেন পরিচালকের তখনও আশঙ্কামিশ্রিত সন্দেহ ছিল।

সেই যুগে কানন দেবী পরিচালকদের কৃপায় সাধারণ শ্রেণীর অভিনেত্রীর আসন থেকে অসাধারণ হ'য়ে উঠতে পারেন নি। 'কণ্ঠহার', 'বিষবৃক্ষ', 'মা', 'কৃষ্ণ-সুদামা' ছবিগুলিতে চলনসই অভিনয় ক'রে (চলনসই সুযোগই তিনি পেয়েছিলেন) তিনি কোনও রকমে টিকে রইলেন। কিন্তু আগুন ছাই চাপা থাকে কতক্ষণ? তাঁর চাপা প্রতিভা 'মানময়ী গার্লস্ স্কুল' ছবিতে বিস্ময়ের প্রচণ্ড আলোড়নে ভেঙে পড়লো। আলট্রা-মডার্ণ স্মার্ট নীহারিকার ভূমিকায় অভিনয়ে ও গানে তিনি সমস্ত দর্শককে জয় ক'রে নিলেন। নিউ থিয়েটার্সের বাইরে আর এক তীব্র জ্যোতির্ম্ময়ী অভিনেত্রীর আবির্ভাবে সকলে বিস্ময়-বিমূঢ় হ'লো। তাঁর মধুক্ষরা সুকণ্ঠের গানে ও প্রতিভা-দীপ্ত অনবদ্য অভিনয়ে দর্শক ভেঙে পড়লো চিত্রগৃহে। দর্শকে যেন নূতন ক'রে চিনলো কানন দেবীকে। ভুলে গেল আগেকার সেই মোমের পুতুলের মতো সুন্দর অথচ নির্জ্জীব অভিনেত্রীকে। এই ছবি, এবং কানন দেবী সর্ব্বশ্রেণীর দর্শকের মানস-প্রিয়া হয়ে দাঁড়ালেন। 'কানন' নাম যে সেইদিন থেকে দর্শকদের মুখে মুখে ফিরতে লাগলো, তা থামলো না আজও। এই ছবিতে তো শুধু সুরু, দিগ্বিজয়ের প্রথম ধাপ মাত্র।

তারপর নিউ থিয়েটার্সের যুগ।

'মানময়ী গার্লস্ স্কুলে' অসাধারণ সাফল্য ও জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করেও হয়ত কানন দেবীকে হারিয়ে যেতে হ'ত, যেমন নিউ থিয়েটার্স ব্যতীত অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের অনেক

প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী সর্ব্বগুণ থাকা সত্ত্বেও বারবার ব্যর্থ ছবিতে আত্মপ্রকাশ ক'রে জনপ্রিয়তা রক্ষা করতে পারেন নি। সেদিক দিয়ে কানন দেবীর অভিনয়-জীবনের সবচেয়ে বড় মোড় ফিরলো সেদিন, যেদিন তিনি নিউ থিয়েটার্সে যোগদান করলেন। এই প্রতিষ্ঠানের কোনও ছবিই তখন খারাপ হ'ত না এবং তাঁর ভাগ্যও বলতে হবে যে তিনি প্রমথেশচন্দ্র বড়ুয়ার পরিচালনার স্বর্ণ যুগে তাঁর ছবিতে কাজ করার সৌভাগ্য অর্জ্জন করেছিলেন। এই ছবিটির নাম 'মুক্তি'। গায়ক ও সুরকার হিসাবে পঙ্কজ মল্লিকের জনপ্রিয়তা তখন তুঙ্গে, তাঁরই প্রথম স্বাধীন সঙ্গীত পরিচালনায় তিনি যে তিনটি গান গাইলেন, তা সমস্ত বাঙলা দেশকে আচ্ছন্ন ক'রে রাখলো; চিত্রশিল্পে অভিনেত্রীদের মধ্যে এত সুকণ্ঠও যে থাকতে পারে, তা ছিল দর্শকের কল্পনাতীত। সেইসঙ্গে প্রথমেশ-চন্দ্র বড়ুয়ার মতো জনপ্রিয় নায়কের পাশে দাঁড়িয়ে তাঁর নায়িকার ভূমিকায় অভিনয়ও সকলকে বিস্মিত করলো। দর্শককে আরও সচেতন করলো তাঁর অপূর্ব্ব সুঠাম দেহ, স্নিগ্ধছায়া চোখ ও সুন্দর মুখশ্রী। 'মুক্তি' ছবিতেই তিনি 'তারকা' হলেন। এতদিনের ব্যর্থ ছবির তালিকা দর্শক-মন থেকে স'রে গেল। কানন দেবী হলেন তখন সে-যুগের সর্ব্বজনপ্রিয়া নায়িকা। অন্যান্য অভিনেত্রীরা সাইডিং-এ স'রে দাঁড়ালেন, মেন লাইন তাঁর। এই যুগই কানন-যুগ।

নিউ থিয়েটার্স কানন দেবীর সঠিক মূল্য নিরূপণ করতে পেরেছিল। বুঝেছিল যে সায়গলের মত এঁরও কণ্ঠে দর্শককে বিমুগ্ধ ক'রে দেওয়া যাবে। তাই সায়গল ও কাননকে একত্রে নামানো হ'ল 'সাথী' (বাঙলা) ও 'ষ্ট্রীট সিঙ্গার' (হিন্দী) ছবিতে। সঙ্গীত পরিবেশনা করাই ছিল ছবিটির উদ্দেশ্য; সেদিক দিয়ে প্রতিটি গান কানন ও সায়গল তাঁদের কণ্ঠ-মাধুর্য্যে ও গায়কী ভঙ্গিমায় অবিস্মরণীয় ক'রে তুললেন। তার ওপরেও কানন দেবী অভিনয়ের বিচিত্র-ভঙ্গিমায় নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিতা করলেন অভিনেত্রী হিসাবে। কানন দেবী যে-ধরণের অভিনয়ে আজও অপ্রতিদ্বন্দ্বিনী, সেই অভিনয়-ধারার সূত্রপাত এই ছবিতে। সেই চঞ্চলতা, চোখ-মুখ-ভরা দুষ্টুমির উচ্ছ্বলতা, হাসির ঝলকে গড়িয়ে পড়া, innocent frolics বলতে যা বোঝায়—তিনি তাঁর অভিনয়ে তাকে এমনভাবে ব্যাপ্তি ও প্রতিষ্ঠা দিলেন যা, আজ এত বৎসরের শিল্পের প্রগতিতেও অন্য কোনও অভিনেত্রী তাঁর অভিনয়ের অর্দ্ধেকও পৌঁছতে আজ পর্য্যন্ত সক্ষম হন নি। যে fre frivolous অভিনয়ের জন্য আজ বোম্বাইএর অভিনেত্রীরা প্রসিদ্ধা, সেই নার্গিস, গীতাবলী, সুরাইয়া, নলিনী জয়ন্ত প্রমুখা অভিনেত্রীরাও কানন দেবীর অভিনয় ধারাকে অনুসরণ ক'রে চলেছেন, নূতনত্ব আনতে পারেন নি, স্বকীয়তা প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন নি, অভিনয়-মানে তো উঠতেই পারেন নি। এই ছবিটিই তাঁকে সমগ্র ভারতে জনপ্রিয়া অভিনেত্রী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করলো।

'মুক্তি' ছবির 'চিত্রা'র মতো একটি sophisticated মেয়ে বা 'সাথী' ছবির 'মঞ্জু'র মতো unsophisticated মেয়ের দুটি ভূমিকাতেই তখন তিনি সমান অভিনয় করতেন। এক কথায়, তখনকার দিনে ছবির নায়িকা যে ধরণের হ'ত, তিনিই তার ছিলেন আদর্শ অভিনেত্রী। এই sophisticated নায়িকার ভূমিকায় তাঁকে দেখা গেছে 'পরাজয়', 'অভিনেত্রী' ও 'পরিচয়' ছবিতে—চেহারার জৌলুসে যেখানে তিনি রাজকুমারী, কণ্ঠ-মাধুর্য্যে সেখানে তিনি একক সম্রাজ্ঞী। এই ছবিগুলিতে অভিনয়ের জন্য প্রশংসা তিনি অর্জ্জন করেছেন; কিন্তু গায়িকা হিসাবে মন হরণ ক'রেছেন। তাঁর ছবিতে তিনটি কাননের প্রতিযোগিতার সঙ্গে তাঁর যুঝতে হতো: রূপসী কানন, অভিনেত্রী কানন ও গায়িকা কানন।

sophisticated ভূমিকায় কোনও ছবিতে তিনটি কানন প্রথম হয় নি, দুটি কাননই এগিয়ে এসেছে।

কিন্তু unsophisticated ভূমিকায় তিনটি কানন সমানভাবে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। 'বিদ্যাপতি' এই দিক দিয়ে তাঁর সর্ব্ব-সুন্দর শুধু নয়, অবিস্মরণীয় ছবি। একটি ছবিকে একা কি ক'রে একজন অভিনেত্রী নিজের কাঁধের ওপরে তুলে নিয়ে হেসে, গেয়ে, নেচে, কেঁদে, অভিনয়ে অভিভূত ক'রে দর্শককে বারবার ছবিঘরে নিয়ে আসতে পারে, 'বিদ্যাপতি'তে কাননের অভিনয় তারই জলন্ত স্বাক্ষর বহন করেছে। 'বিদ্যাপতি' ছবিটির সার্থক নামকরণ তাই হওয়া উচিত ছিল 'অনুরাধা'। দুর্গাদাস, পাহাড়ী, ছায়া, কৃষ্ণচন্দ্র দে, অমর মল্লিক, দেববালা প্রভৃতিকে দূরে ফেলে অপ্রতিহত ভঙ্গীতে তিনিই একমাত্র সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন, হৃদয় জয় করলেন; ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জনপ্রিয়া অভিনেত্রীতে পরিগণিত হলেন। নির্দ্দোষ চোখের পরিপূর্ণ পরিপ্রেক্ষণ, চোখের পাতা দুটো সলাজ বিস্ময়ে ঘনঘন ফেলে সুমধুর হেসে ক্ষণকের জন্য তাকানো, অর্দ্ধেক কথা ব'লে হাসি বা বিশেষ ভঙ্গীমায় নির্ব্বাক সংলাপকেও সবাক ক'রে তোলা, যৌবনোচ্ছলা দেহলি-ঠমকে দর্শককে নিঙড়ে নিঙড়ে আপন ক'রে নেওয়া, কণ্ঠে পৃথিবীর সুধা উজাড় ক'রে দেওয়া আজ পর্য্যন্ত কোনও অভিনেত্রীর পক্ষে সম্ভব হয় নি। সবাক চিত্র-জগতের একমাত্র মানসী ছিলেন কানন, আর এই ত্রিশ বছরের মধ্যে আর একজনকে তো সেই সিংহাসনে আরোহণ করতে দেখা গেল না।

অবশ্য এর মূলে পরিচালক দেবকীকুমার বসুর প্রচেষ্টা সবচেয়ে কার্য্যকরী ছিল। তাই তাঁরই 'সাপুড়ে' ছবিতে আবার প্রায় একই ধরণের ভূমিকায় তিনি আবার নিজের সুচারু অভিনয়-কলায় দর্শক-চিত্ত জয় করলেন। এরপর এলো উত্তর-নিউথিয়েটার্স-এর যুগ—দীর্ঘ কিন্তু সংক্ষিপ্ত। একাধিক ব্যর্থ ছবির পর দেবকীবাবু তাঁরই জন্য বঙ্কিম-চন্দ্রের 'চন্দ্রশেখর' কাহিনীর নায়িকা শৈবলিনীর ভূমিকা পরিবর্ত্তিত করলেন। কানন আবার এই ছবিতে প্রমাণ করলেন মনের মতো ভূমিকায় তিনি এখনও অদ্বিতীয়া এবং চিরকালের জন্যই।

নিউ থিয়েটার্সের যুগের পর 'শেষ উত্তর' ও 'যোগাযোগ' ছবি দুটিতেই তিনি নিজের সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখলেন। 'শেষ উত্তর' ছবিটিতে প্রমথেশ বড়ুয়া বা যমুনাকে হ্যাণ্ডিক্যাপ দিয়ে তিনি এগিয়ে গেলেন এতদূরে যে, পিছু ছুটেও তাঁর নাগাল পাওয়া যায় না। আর 'যোগাযোগ' ছবিতে তাঁর সঙ্গে দাঁড়িয়ে অভিনয় করার মতো কেউ ছিল না—সেই প্রতিভাই কারো ছিল না; না জহর গাঙ্গুলীর, না সন্ধ্যারাণীর না আর কারো।

কিন্তু তারপর বাজে কাহিনী ও বাজে পরিচালনার ভিড়ে কানন দেবীর সিংহাসন টলতে সুরু করলো। বিদেশিনী, পথ বেঁধে দিল, বনফুল, কৃষ্ণলীলা, তুমি আর আমি, অনির্ব্বাণ—কোনও ছবিতে তাঁকে অভিনয় করতে দেওয়া হয় নি, তাঁকে সাজিয়ে রাখা হয়েছিল। মনের

নতুন চরিত্র নেই, অভিনয়ের সুযোগ নেই—কানন দেবী সে যুগের দর্শকের মনে বেদনা দিলেন, আসন লাভ করতে পারলেন না। একেবারে শেষের দিকে 'বাঁকা লেখা' আর 'অনুরাধা' ছবিতে তিনি একটু ভাল অভিনয় করলেও—তখন দর্শক-মন তাঁর এত বিরুদ্ধে যে আর পূর্ব্বের গৌরবে ফিরে যেতে পারলেন না।

উত্তর-নিউ থিয়েটার্স যুগের একটি অঙ্কের যবনিকাপাত হ'ল এখানে। এই কয়েক বছরের মধ্যে উল্কার মত বিস্ময় সৃষ্টি ক'রে তিনি মিলিয়ে গেলেন। যাঁরা তাঁকে তার মধ্যাহ্ন সূর্য্যের দিনে পরিপূর্ণ রৌদ্রচ্ছটায় দেখেছেন তাঁরা জানেন আজকের কানন সেই কাননের ছায়ার ছায়াও নয়। কত বড় প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী তিনি ছিলেন আজকে তাঁকে দেখে কল্পনাও করা যায় না। কয়েকটি বৎসর বাঙলা দেশে থেকে ভারতের সমগ্র দর্শকশ্রেণীর হৃদয়ে তিনি অপ্রতিহত রাজত্ব ক'রে গেছেন—মুক্তি, ষ্ট্রীট সিঙ্গার, হারজিৎ, সপেরা, বিদ্যাপতি, জোয়ানি কী রীত, জবাব, হসপিট্যাল প্রভৃতি ছবি ভারতের সর্ব্বত্র সমানভাবে আদৃত হয়েছে এবং প্রতিবারই নূতন ক'রে তিনি দর্শকদের মন হরণ করেছেন। স্বপ্নের মতন তা শোনায়।

তারকার ego তাঁর আছে, অভিনেত্রী হিসাবে তিনি হারিয়ে যাবেন—এ তিনি সহ্য করতে পারেন না। তাই প্রযোজিকা হ'য়ে তাঁকে অভিনয় করতে হচ্ছে। 'অনন্যা' ছবিতে তাঁকে নূতন ধরণের ভূমিকায় দেখা গেল; কিন্তু যতখানি ভাল লাগা উচিত ছিল, তত লাগে নি। তার কারণ তিনি প্রযোজিকা, তিনিই নায়িকা। তাঁকে প্রাধান্য দেওয়া হ'য়েছে সর্ব্ব-বিষয়ে—এমনকি মেক্-আপেও। প্রৌঢ়া তিনি সেজেছেন, কিন্তু তা শুধু চুলে সাদা রঙ মেখে, চোখে সুন্দর চশমা প'রে। তাঁর সৌন্দর্য্যকে তিনি চাপতে প্রস্তুত হন নি, বরং আরও উজ্জ্বল ক'রে দিয়েছেন। আর সত্য কথা বলতে গেলে সে ভূমিকা তাঁর জন্য নয়।

'বামুনের মেয়ে' ছবিতে এই লোভ কাটিয়ে উঠলেও 'মেজদিদি' ছবিতে সে লোভ সংবরণ করতে পারেন নি। যে ভূমিকা তাঁর নয়, সেই ভূমিকাই তিনি বেছে নিলেন। যাঁরা অভিনয়কে মনে এই একই ভূমিকায় অভিনয় করতে দেখেছেন, তাঁরা বুঝবেন দুটি অভিনয়ে কত পার্থক্য! মলিনা দেবীর অভিনয়ের গভীরতার কাছে তাঁকে একটি অসহায় শিশুর মত মনে হয়েছিল। তাই যে legend তিনি একদা নিজ হাতে সৃষ্টি করেছিলেন, তা আজ ভাঙবার দায়িত্ব তিনিই নিয়েছেন।

কিন্তু আমি পরিপূর্ণভাবে আজও বিশ্বাস করি যে কানন দেবীর এই হারিয়ে যাওয়া রাহুগ্রস্ত চাঁদের মতই ক্ষণস্থায়ী; কারণ কানন দেবীর গৌরবোজ্জ্বল অভিনয়-যুগের কথা আজও বিস্মরণের খাতায় লেখা নেই। তাঁর স্বপ্রতিষ্ঠার জন্য চাই এক পরিচালক, যিনি তাঁকে তাঁরই মত একটি ভূমিকা দেবেন। আজ কানন দেবী বয়সের দিক দিয়ে নায়িকার কোঠা পেরিয়ে গেলেও অভিনয়-মানসের দিক দিয়ে এখনও তরুণী, বয়সের গভীরতা তাঁকে এখনও মন্থর ক'রে তুলতে পারে নি। 'মেজদিদি' ছবিতে তার স্বাক্ষর এখনও পাওয়া যায়। ক্ষণিকের তরুণীর ভূমিকায় তাঁর অভিনয় আবার পূর্ব্ব-স্মৃতির সুরভি ব'য়ে আনে। সেইজন্য তিনি যদি আবার 'বিদ্যাপতি', 'সাপুড়ে', 'সাথী' বা 'চন্দ্রশেখর' ছবির মত ভূমিকা পান, তবে আবার তিনি দর্শকের সামনে এগিয়ে আসতে পারবেন; বয়সে ছাপ (আজ বাঙলার কয়টি অভিনেত্রীকেই বা তরুণী ব'লে মনে হয়?) তাঁর দুর্দ্ধর্ষ অভিনয়-প্রতিভায় হারিয়ে যাবে। অভিনেত্রী কানন দেবী চিরন্তন তরুণী: লীলা-চপলা, প্রাণ-চঞ্চলা, যৌবনচ্ছলা।

তা ছাড়াও তাঁর সুমধুর কণ্ঠস্বরের দাম আজও কয়জন দিতে পারে? অভিনয় ছেড়ে দিয়ে প্লে-ব্যাক-গায়িকা হিসাবেও তিনি যদি থাকেন, তবে তাঁর সঙ্গে পাল্লা দেয় কে? কিন্তু অভিনেত্রী কানন দেবীকে তাতে হারাতে হয়। তাই কানন দেবীর আজ প্রয়োজন সঙ্গীত-মুখর প্রাণোজ্জ্বল ভূমিকা। এমনকি 'মীরাবাঈ'-এর ভূমিকাতেও আজ তিনি দর্শককে ফিরিয়ে আনতে পারেন।

তাঁর উত্তরসূরী হিসাবে পাওয়া গেছে একমাত্র স্মৃতি-রেখা বিশ্বাসকে—সৌন্দর্য্যে, গানে, অভিনয়-প্রতিভায় দেড়-শো যোজন পিছিয়ে; কিন্তু সমগ্র বাঙলা ছায়াছবিতে তিনিই একমাত্র।

চিত্রবাণী প্রেস—৫, [illegible] লেন, কলিকাতা : ২৯ (ফোন : [illegible] ১১১১) হইতে নিতাই চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত এবং চিত্রবাণী কার্য্যালয় হইতে তৎকর্তৃক প্রকাশিত